INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLIED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963

23rd August, 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday the 23rd August, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, the Deputy Minister, Deputy Speaker and twenty two Members.

Question & Answers.

MR. SPEAKER :— Today in the list of business are the following starred questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— Question No. 853.

SHRI S L SINGH :— Mr, Speaker, Sir, question No. 853.

প্রশ্ন

১) বামুটিয়া ও নরসিংগড়ে জলসেচের পরিকল্পনায় যে গভীর নলকূপ (Deep tube well) বসানোর কাজ তাহা কোন্ সনে আরম্ভ হইয়াছিল এবং কখন কাজ শেষ হয়েছে ?

২) বর্ত্তমানে এই নলকূপের দ্বারা কত একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে ?

৩) এই পরিকল্পনায় মোট কত টাকা ব্যায় বরাদ্দ ছিল, বায় আনুপাতিক কত আয় হচ্ছে এবং এই সেচের দ্বারা কত পরিমাণ ফসল উৎপাদন বেড়েছে ?

উত্তর

১) রাজুটিয়া (বামুটিয়ায় অবস্থিত) গভীর নলকূপের কাজ ১৯৬৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে হাতে নেওয়া হইয়াছিল এবং উহার কাজ ১৯৬৬ সনের মার্চ্চ মাসে শেষ হইয়াছিল। নরসিংগড়ের কূপটি গভীর নলকূপ নহে।

২) রাঙ্গুটিয়া গভীর নলকূপ—৬৫ একর।
নরসিংগড় কূপ =গভীর নলকূপ নহে।

৩) রাঙ্গুটিয়া প্রকল্প=১,০২,২০০৲ টাকা।
নরসিংগড় প্রকল্প=ইহা গভীর নলকূপ নহে।

রাঙ্গুটিয়া প্রকল্প রূপায়িত হওয়ার পূর্ব্বে সেখানে বার্ষিক আনুমানিক ২৯০০৲ মূল্যের ফসল উৎপন্ন হইত। এখন সেখানে বার্ষিক প্রায় ৩০,০০০৲ টাকার ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই মেসিনগুলি বর্ত্তমানে চালু আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রশ্নগুলি আছে আমি তার উত্তর দিয়েছি। সাপ্লিমেন্টারী উনি জিজ্ঞাসা করেছেন চালু আছে কিনা ? দেন আই ওয়ান্ট নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাখল।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেবরাখল :— ২৮৯।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২৮৯।

প্রশ্ন

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— STARRED QUESTION NO. 289.

১) তেলিয়ামুড়া ও অম্পি বাজারে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলিকে (Mortgage loan) সাহায্য দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

২) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইবে ও যে সমস্ত দরখাস্ত নেওয়া হইয়াছে সেগুলির অবস্থা কি পর্য্যায়ে আছে ?

ANSWER

১) হাঁা।

২) অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণ প্রদান সম্পর্কে খসড়া নিয়মাবলী ভারত সরকারের অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়ার পর পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী করা হইবে। প্রতিক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমান স্থিরীকৃত করার জন্য ও কে কি পরিমাণ টাকা ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত তন্মধ্যে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণের দরখাস্ত সমূহের তদন্ত করা হইয়াছে।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেব রাখেল :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন কি কবে পর্য্যন্ত এই সাহায্য দেওয়া হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ভারত সরকার থেকে অনুমোদিত হয়ে আসলে পরেই দেওয়া হবে।

শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সে অগ্নিকাণ্ড কবে হইয়াছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ কতজন ব্যক্তি মরটগেজ লোনের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি এই অগ্নিকাণ্ডটা কি কারণে ঘটেছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মরটগেজ লোন বলে কোন লোন দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আগে বলা হয়েছে যে ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন হয়ে আসলে পরেই বিবেচনা করা হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীনরেশ রায় :— এই সমস্ত বাজারে যাদের লাইসেন্স করা দোকান ছিল তাদের মর্টগেজ লোন দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে ভারত সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে, সেটা এলে পরে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অগ্নিকাণ্ডে তারা মর্টগেজ লোনের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এসেছিলেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে তাদের দরখাস্ত আমরা পেয়েছি এবং পাওয়ার সাথে সাথে পরিকল্পনা করা হয়েছে সেই পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছে ভারত সরকারের কাছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— তেলিয়ামুড়া এবং অম্পিবাজারে যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, সেই ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য ভারতসরকারের কাছে যা পাঠানো হয়েছে সেটা অন্যান্য বাজার পুড়ে গেলে তাদের দেওয়ার জন্য পত্রালাপ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— একটা লোন স্যাংশন হয়ে এলে অন্যান্যদেরও দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেবরাগুল :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন সাহায্যের পরিকল্পনাটা

কি ?

শ্রীএস, এল সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কত দিনের মধ্যে লোন স্যাংশন হতে পারে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ভারত সরকার থেকে অনুমোদিত হয়ে এলেই দেওয়া হবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— তাহলে যারা আবেদন করেছেন তাদের মধ্যে যাদের জমি নেই তারা কি মর্টগেজ দিবেন, মর্টগেজ দেওয়া না হলে এই রকম লোন দেওয়ার সুবিধা আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। স্যাংশন হয়ে না এলে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, ডি, এম, মহোদয় এই অগ্নিকাণ্ডের পর সেখানে গিয়েছিলেন এবং আশ্বাস দিয়েছিলেন যে অতি সত্বর এই লোন দেওয়া হবে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— সেই জন্যই স্কীম করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, মাননীয় কারা মন্ত্রী ১৫ দিনের মধ্যে তাদের লোন দিবেন বলে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এই রকম কথা বলা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ২৬শে তারিখে মিটিং, এর সময় তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— ইহা সত্য নহে।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, একদল সমাজ বিরোধী লোক এই অগ্নিকাণ্ডের পেছনে ছিলেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২

শ্রীএস. এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২ স্যার।

প্রশ্ন

ক) কমলপুরে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সেক্রেটারী শ্রীনীলকমল পাল চৌধুরী পলায়নের তারিখ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

খ) ইহা সত্য কিনা যে শ্রীপাল চৌধুরী পলায়নের পর সরকারের বিনা অনুমতিতে চেয়ার-

ম্যান তার duplicate চাবি দিয়া সোসাইটির সমস্ত কার্য্যাদি চালাইয়া যাইতেছে;

গ) যদি তাহা হইয়া থাকে তবে সেক্রেটারী শ্রীপাল চৌধুরীর পলায়নের পর চেয়ারম্যান যখন তালা বন্ধ অফিস ঘর খোলেন তখন কোন Statement রচনা করিয়াছিলেন কি না;

ঘ) করিয়া থাকিলে তাহার বিবরণ কি; না করিলে তাহার কারণ কি;

ঙ) সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু আছে কি না? ঐ মামলার বর্তমান position কি?

উত্তর

ক) হঁ্যা। — ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬ইং।

খ) না, ইহা সত্য নহে।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

ঙ) হঁ্যা, উহা আদালতে বিচারাধীন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই সেক্রেটারীর পলায়নের পর এই কো-অপারেটিভ সোসাইটির কোন অডিট হয়েছে কি না।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— শ্রীনীলকমল পাল চৌধুরীর পলায়নের পর এই সমিতির চেয়ারম্যান পুলিশের নিকট যান এবং সংগে সংগে পুলিশ আসিয়া সিন্দুকটি সীল মোহর করে। পরে পুলিশ থেকে ডুপ্লিকেট চাবি সংগ্রহ করিয়া পুলিশকে সামনে রাখিয়া সিন্দুক খুলে সমস্ত মাল পত্র শ্রীমণিন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের জিম্বায় রাখা হয় এবং দোকান ঘরে চাবিও তাহার নিকট ছিল। শ্রীপাল চৌধুরীর পলায়নের পর তিনিই দোকানের কাজকর্ম চালিয়ে যান। দোকানের সমস্ত জিনিষ পত্র ঠিক থাকায় এই সমিতির চেয়ারম্যান কোন ষ্টেটমেন্ট তৈরী করার প্রয়োজন মনে করেন নাই। শ্রীনীলকমল পাল চৌধুরী কত টাকা নিয়া পলায়ন করিয়াছে পুলিশ রিপোর্ট কিংবা অডিট না হওয়া পর্য্যন্ত বলা যাইতেছে না।

শ্রী ক্ষীতিশ চন্দ্র দাস :— কবে পর্য্যন্ত এটা আমরা জানতে পারব।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— ইহা নির্ভর করে অডিটর এবং পুলিশ কেসের উপর।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ।

শ্রী রাজকুমার কমলজিৎ সিং :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৯ স্যার।

QUESTION

1. Is it a fact that the Survey and Settlement Organisation in Tripura has been divided into 3 charges with 3 charge officers in charge?

2. Is it a fact that these 3 charges have again been subdivided into several circles of which both gazetted and non-gezetted A. S. Os. are in charge ?

ANSWER

(a) Yes.

(b) Yes.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কতগুলি সার্কেল করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— নাম্বার অব সার্কেল ৬। চার্জ সদর—১, চার্জ—২, কুমারঘাট—৩ চার্জেস—৩, উদয়পুর—৫।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিং :— এ' সার্কেলগুলির যারা ইনচার্জ আছেন, তাদের মধ্যে কতজন গেজেটেড এবং -ননগেজেটেড অফিসার আছেন ?

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— এইসব গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড অফিসারদের রেসপন্সিবিলিটি এবং কাজকর্ম একই রকম কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫২।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোয়েশচান নাম্বার ১৫২ স্যার।

QUESTION

(a) What is the reason for so high price of rice in Tripura ;

(b) What is the amount of paddy collected as levy during 1967-68, 1968-69 ;

(c) What is the amount collected from each Division of Tripura during 1967-68 and 1968-69 ;

(d) What is the amount procured from Central Govt. during 1967-68 and 1968-69 ?

ANSWER

(a) Poor yield of last Amon crop in the absence of timely rain at the following stage of the crop ; general rise in the cost of production following rise in the price index of all essential commodities and agricultural labour charge. Enhancement of issue price of foodgrains released from Central Governman stocks by Government of India.

Damage of standing Aush crop due to floods.

(b) Since no levy order is in force in Tripura, no paddy was eollected as levy during 1967-68 and 1968-69.

(c)

	1967-68		1968-69	
	Rice	Paddy	Rice	Paddy
On Government account	38,960 Kg.	26,79,009	350 Kg.	52,S35 Kg
On Co-operative account.	22,943 Kg.	3,97,745 Kg.	—	—

These rice and paddy were procured under the provision of Tripura Foodgrains Requisition order, 1960.

(d) During 1967-68 the Government of India allotted 22,168 M. T. of rice and 22, 326 M. T. of wheat out of which 14, 605 M. T. of rice and 20,556 M. T. of wheat were received. About 7,563 M. T. of rice and 1,870 M. T. of wheat were awaiting despatch from Central Pool when the year ended.

During, 1968-69 the Government of India have till now allotted 4,082 M. T of rice and 15,000 M. T. of wheat. 6.827 M. T. of rice and 6,481 M. T. of wheat including the entire balance of 1967-68 have been received upto 26. 7. 1968.

In addition to the above, the Government of India allotted 3,000 M. T. of wheat during 1967-68 and 1,000 M. T. during 1968-69 (upto July. 1968) for conversion into wheat products. The entire quantity allotted bv the Government of India for the purpose during the year has been received.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ১৯৬৭—৬৮, এবং ১৯৬৮—৬৯ সালে লেভির ধান সংগ্রহ করার জন্য কোন নোটিশ সার্ভ করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে লেভি কোন সময়েই করা হয় নাই ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন রিকুইজিশনের মাধ্যমে কত ধান সংগৃহীত করা হয়েছে এবং কোন্ বিভাগে কত হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ১৯৬৭—৬৮ ইং সালে গভর্ণমেণ্ট অ্যাকাউণ্টে

	রাইস	এবং	প্যাডি
সদর ···· ····	৩২৩ কে, জি,		১৭৮,৮১২ কেজি
ধর্মনগর···········	৯,৭০০ কেজি		৬,১৮,০০০ কেজি

কৈলাসহর.........		৩,৮৩,৭৬০ কেজি
কমলপুর..........		১,৮২,৭০৪ কেজি
খোয়াই.........	৮০ কেজি	১,৫০,৪৭০ কেজি
সোনামুড়া.....	১৭,৬৬৬ কেজি	১,৪৯,৯৭২ কেজি
উদয়পুর..........	৪,০০০ কেজি	২,১১,০০০ কেজি
বিলোনিয়া........	৫,৮৩৮ কেজি	৩,৫১,২৪৫ কেজি
সাব্রুম.........	১,৩৫৩ কেজি	৩,০৮,৩২২ কেজি
অমরপুর......		১,৪১,০৬৪ কেজি

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মোহদয় বলবেন কি এই রিকুইজিশনের ধান সংগ্রহ করার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিনা এবং সেই নোটিশ কোন্ মাসে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই রিকুইজিশনের ধান কি ভিত্তিতে সংগ্রহ করা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— যথা যোগ্য আইন অনুসারেই সেটা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং কেউ কেউ সেচ্ছায়ও দিয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সেই আইনটা কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— These rices and paddy were procured under the provision of Tripura Food Grains Requisition order, 1960.

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— ধান সংগ্রহ করার ভিত্তিটা কিভাবে ঠিক করা হয়েছে, কারো এক দ্রোণ, কারো ৪ কানিও আছে। ভিত্তিটা কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— সাড়ে বারো কানি এবং তার উপর যাদের আছে তাদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে যাদের জমির পরিমান ৪ কানির ও কম তাদের ঘর থেকেও জোর জবরদস্তি করে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী দিয়ে।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— ইহা সত্য নহে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সমস্ত ঘটনা তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— নিশ্চয়ই, যেখানে অবজেকশন দিয়েছে আমরা কেসগুলি দায়ের করেছি এবং তা চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি টাকারজলার কোন কোন

পাড়া থেকে ২ কানি ২॥ কানি যাদের জমি তাদের ঘর থেকে বীজের ধান সহ জোর করে পুলিশ দিয়ে ছিনিয়ে আনা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ইহা সত্য নহে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— তদন্ত করতে রাজী আছেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— অসত্য সম্বন্ধে তদন্ত করতে রাজী নই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমর মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইহা কি সত্য যে এই রিকুইজিশনের ধান আনতে গেলে কোথাও কোথাও বিপুল বাধা সৃষ্টি করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সেটা করা হয়েছিল, 'জান দেব তো ধান দেব না' এই রকম প্রচার কম্যুনিষ্ট পার্টি'র তরফ থেকে করা হয়েছিল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— কোন্ কোন্ জায়গায় এই রকম প্রচার করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কম্যুনিষ্ট পার্টি' যে যে জায়গায় আছে।

শ্রীনরেশ চন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যারা বাধা দিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যারা এইরকম ইনসাইট করেছেন তারা বর্তমানে পি, ডি, অ্যাক্টে আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে আশাবাড়ীর ঘটনাটা কি ভাবে ঘটেছিল ?

শ্রী এস. এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জি।

শ্রীবিনয়ভুষণ ব্যানার্জি :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩২।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩২ স্যার।

প্রশ্ন

ক) ভারত সরকার ১৯৬৬-১৯৬৭, ১৯৬৭-১৯৬৮ ইং সালে (১৯৬৮ জুন পর্য্যন্ত) কত পরিমান চাউল ও গম রেলওয়ে যোগে প্রেরণ (despatch) করিয়াছিল ?

খ) ত্রিপুরা সরকার কত পরিমাণ চাউল ও গম উল্লিখিত সালে রেলওয়ে হইতে delivery নিয়াছিল ?

উত্তর

		চাউল	গম
ক)	১৯৬৬—	১৬,৭০০ মেট্রিক টন	৮,২৫৩ মেট্রিক টন
	১৯৬৭—	১৪,১৫০ ,,	১৮,৩২৬ ,,
	১৯৬৮ (জুন পর্য্যন্ত	১১,২৯৮ ,,	১১,৫৩৯ ,,

খ)	১৯৬৬—	১৬,৪৬৫ মেট্রিক টন	৭,৯৮৩ মেট্রিক টন
	১৯৬৭—	১৩,৭০০ ,,	১৫,৪২৯ ,,
	১৯৬৮ (জুন পর্য্যন্ত)	১২,৫৪৮ ,,	১৪,২৮৬ ,,

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি :— রেলওয়ে থেকে ডেলিভারী নেওয়ার সময় দেখা যায় যে, যে মাল পাঠান হয় তার চেয়ে কম এখানে রিসিভ্ড হয়, এই সর্টেজের কারণ কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— এটা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এ্যালট করে এবং ডেসপাচ করে। কাজেই এটা তাদের উপর নির্ভর করে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই চাউলের ট্রানজিট লস আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ট্রানজিট লস হবে, না হওয়ার কারণ নাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— যদি হয়ে থাকে, পারসেন্টেজ অফ লস কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—সেইসব ট্রেনজিট লসের কোন ক্লেম করা হয়েছে কি না রেলওয়ে অথরিটির কাছে, যদি তার পারসেন্টেজ বেশী হয়ে থাকে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশচান নাম্বার ২১৮।

শ্রীএস, এল. সিংহ :— কোয়েশচান নাম্বার ২১৮ স্যার।

QUESTION

1. Is the work of survey and settlement within the whole area of Kanchanpur P. S. completed and fiinally published ;

2. When did the work of survey and settlement commence within the area of Kanchanpur ;

3. Is there any contemplation of Resurvey of the area of Kanchanpur by the Settlement Department ;

4. If so under what provision of Law, such a contemplation is made ?

ANSWER

1. Yes.
2. 1960 A. D.
3. No.
4. Does not arise.

শ্রীমানোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারী এবং পাবলিক প্রচার করেছে যে এই এরিয়া রি-সার্ভে হবে এবং পিটিশান ইনভাইট করছে এবং মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে ?

শ্রীএস এল সিংহ :— ইট ইজ নট নোন টু মী ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই খবর সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—ইয়েস, আই স্যাল ট্-ইট ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনোরঞ্জন নাথ, শ্রীএর্সাদ আলি চৌধুরী এণ্ড শ্রীমনোমহন দেববর্ম্মা ব্রাকেটেড।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২২২ স্যার ।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২২২ স্যার।

QUESTION

1. What is the extent of damage to paddy and jute crops due to the recent flood in the Sub-divisions of Tripura ;

2. How many people were distressed owing to the said flood ;

3. What is the extent of relief given by the Government for each Sub-division ?

4. How much Aman seeds have been distributed among the flood affected Agriculturists in each sub-division ?

ANSWER

1. 4,06,078 Maunds of paddy approx.
   14,052 jute approx.

2. 1,47,495 Nos. of people.

3.

Name of Sub-Division.	Allotment of G.R. in cash.	Amount of G.R. for seeds.	Allotment of G.R. in kind i.e.Chira, Gur,Rice,Atta, Dal & Salt.
Sadar	Rs.2,000/—	Rs.4,000/—	Rs.16,400/—
Kailashahar	Rs.2,000/—	Rs.10,000/—	Rs.13,240/—
Udaipur	Rs.3,500/—	Rs 7,000/—	Rs.6,590/—

Sonamura	Rs.50000/—	—	Rs.30.275/—
Amarpur	Rs.5,000/—	Rs.4.000/—	Rs.6,640/—
Khowai	Rs.3,000/—	—	—
Kamalpur	—	—	—
Dharmanagar	Rs.2,000/—	—	—
Belonia	Rs.2.000/—	Rs.1,000/—	—
Sabroom	Rs.5,000/—	Rs.5,000/—	Rs,5,550/—
Total :—	Rs.72,500/—	Rs.29,000/—	Rs.76,495/—

4. Name of Sub-Divisions. Quantity of Aman seeds distriubuted.

Name of Sub-Divisions	Quantity of Aman seeds distriubuted
Amarpur	5,76 M. T.
Sabroom	4,4 M. T.
Belonia	2.08 M. T.
Kailashahar	18.00 M. T.
Udaipur	14.00 M. T.
Sonamura	9.50 M. T.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যে লোকের বাড়ীঘর নষ্ট হয়েছে তাদের কি রিলিফ দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল সিংহ :— চিড়া, গুড় ইত্যাদি সাহায্য তখনি দেওয়া হয়েছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— যাদের বাড়ীঘর ধ্বংস হয়েছে তাদের কি গৃহ নির্মাণের জন্য কোন বন্দোবস্ত করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— বন্যা দুর্গত কৃষকদের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার খরচ সরকার বহন করবেন এমন কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— না।

শ্রীনরেশ রায় :— ত্রিপুরাকে ফ্লাড অ্যাফেক্টেড এরিয়া বলে ঘোষণা করার পর যারা ফ্লাড অ্যাফেক্টেড হয়েছে তারা কোন রকম সরকারী সাহায্য পাবে কিনা ?

Shri S. L. SINGH :— Tripura as a whole has been declared as calamitous place. So everybody is entitled to have relief according to declaration,

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কৃষিকার্য্য করতে কৃষকদের যে পরিমান অর্থ ব্যয় হয়েছে সেই পরিমান অর্থ সরকার কৃষকদের দিতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সেই পরিমান অর্থ সাহায্য দেবার সাধ আছে আশা আছে কিন্তু সঙ্গতি নেই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কৃষিকার্য্য করতে যে পরিমান অর্থ তাদের ব্যয় হয়েছে সেই পরিমান অর্থ সাহায্য দিতে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমি পুনঃ পুনঃ বলেছি যে সাধ আছে শক্তি নেই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— বন্যাপ্রপীড়িত কৃষকদের খাজনা মকুবের কোন পরিকল্পনা আছে কিছু ?

শ্রীএস, এল. সিংহ :— নাই।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সরকারের জানা আছে কি যে শ্রাবণ মাসে চারা রোপন করলে ধান কম হয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আমাকে বিশেষজ্ঞের সঙ্গে এই বিষয়ে কন্সালট করতে হবে। কারণ শ্রাবণ মাসে চারা রোপন করলে ধান কম হয় কিনা সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ফ্লাড অ্যাফেক্টেড কৃষকদের আমন সীডস দিয়েছেন। তাদের আমন সীডস্‌টা ফ্লাডের কতদিন পরে দেওয়া হয়েছে বলবেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— ফ্লাডের পরেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— সেই সীডসগুলি কৃষকদের জালা করবার উপযোগী কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল সিংহ :— সীডস্‌গুলি দেবার আগে এইগুলি প্রপারলী জার্মিনেশন হয় কিনা সেটা দেখে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সব জায়গায় আমন সীডস্ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি জানি সদর টাকারজলায় দেওয়া হয় নি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সব জায়গায় দেওয়া হয়েছে বলিনি। আমি বলেছি অমরপুরে, সোনামূড়ায়, সাব্রুমে, উদয়পুরে, কৈলাসহরে এবং বিলোনিয়ায় দেওয়া হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— তাহলে কি সদর সাবডিবিশনে ফ্লাড অ্যাফেক্টেড অ্যাগ্রিকাচারিষ্টদের এই রকম সীডস্ দেওয়া হয় নি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— যদি ইনডেন্ট না থাকে তাহলে দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন অভয়নগরে কৃষ্ণচন্দ্র দেব এবং

অন্যান্য যাদের ঘর ফ্লাডে ভেঙ্গে নিয়েছে এমন কি ফ্লাডে বাড়ী নদীগর্ভে চলে গিয়েছে তাদের সাহায্যের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সরকারের সাধ্যমত যা করবার তা করেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— যারা ফ্লাডে অ্যাফেক্টেড হয়েছেন তাঁদের কাছ থেকে কি কোন দরখাস্ত পেয়েছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— অনেক দরখাস্ত পেয়েছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে যাদের নাম বলেছি তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— নোটিশ চাই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— প্রশ্ন নাম্বার ২২৯।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্ন নং ২২৯।

প্রশ্ন

(১) ইহা কি সত্য যে কৈলাসহর বিভাগের এস্, ডি, ও, অফিসে শত শত কৃষি-ঋণের দরখাস্ত ছামনু ব্লকের বি, ডি, ওর অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়া স্বত্বেও দীর্ঘদিন যাবত পড়িয়া রহিয়াছে :

(২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে কৃষকেরা যাহাতে আমন ফসলের কাজে ঋণের সদ্ব্যবহার করিতে পারে তাহার বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি ?

উত্তর

(১) না।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— কতজন কৃষক গত ফ্লাডের ফলে ঋণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ?

SHRI S. L. SINGH :—So far 89 applications duly recommended by the Block Development Officer of Chhamanu Block and loan sanctioned in favour of them. The prospective loanee have been asked to produce information about incumbrance certificate immediately so that payment may be made to them without further ,dealy to ensure the utilisation before next Aman crops.

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান:— প্রতিটি দরখাস্তের এই সমস্ত প্রসিডিউর দেখার পরে এখনও ঋণ

পাবার বাকী আছে কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—নোটিশ চাই ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ।

SHRI P. R. DASGUPTA :—Question No. 269.

SHRI S. L. SINGH :—Mr. Speaker, Sir, question No. 269.

QUESTION

1. Whether the Govt. has finalised the question of the retention of the maximum land in the Tea Garden ;

2. if so the basis to be followed by the Govt. ;

3. Whether the Govt. has accepted the basis followed either by the Assam Govt. or West Bengal Govt. ?

ANSWER

1. Not in all cases.

2. Section 178 of Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 read with rule 211 of Tripura Land Revenue & Land Reforms Rules, 1961.

3. No.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে ১৩৬ এর ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাক্টে সার্টেন ল্যাণ্ড স্বীকার করে নিয়েছেন এবং টি গার্ডেন তার অঙ্গীভূত কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যদি আইনানুগ ভাবে তাকে স্বীকার করে নিয়ে থাকে তাহলে আইনানুগভাবে তা পাবেন। আমি যেটা জানি তা বলেছি। আমি জানি ১৭৮ অনুসারেই তা করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে ১৭৮ ল্যাণ্ড রেভেনিউ অ্যাক্টে পাওয়ার টু এক্জাম্পট টি গার্ডেন, চীফ কমিশনারকে পাওয়ার টু এক্জাম্পট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

SHRI S. L. SINGH :—It should be examined and should be followed as far as practicable according to law and procedure.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যেহেতু টি এক্জাম্পট না করার দরুণ তাদের বেসিস ঠিক না করার দরুণ টি গার্ডেনে নানারকম গোলমাল

হচ্ছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এরকম কোন খবর আমি এখন পর্য্যন্ত পাইনি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি মেঘলীপাড়া, বুড়ীছড়া এবং পূর্ব কল্যাণপুর টি গার্ডেনে এই রকম কোণ মামলা মোকর্দ্দমা হচ্ছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমার কাছে টি গর্ডেন এসোসিয়েশন এর যারা যারা জড়িত আছেন তারা ডিফারেন্ট টাইমে ডিফারেন্ট ডেপুটেশন দিয়েছেন। কিন্তু তারা এপর্য্যন্ত এর কোন উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বললাম এমন কোন কেস আছে কি ?

শ্রীএস , এল , সিংহ :—আমি বললাম আমার কাছে এখনও আসে নি। তবে যদি ত্র্যাকুরেট বলতে হয় তা হলে নোটিশ চাই।

শ্রী প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আসাম গভর্ণমেন্ট এবং ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট যে ১:২ বেসিসটা ফলো করেছে সেই ইউনিফর্ম পলিসি গ্রহণ করতে ত্রিপুরার বাধা কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় বাধা হল চতুর্দিকে রিফিউজী আছে এবং এটা ফলো করলে তাদের উচ্ছেদ করতে হবে। সেই জন্য এটা ফলো করা সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি তফসিসি তালুক বন্দোবস্ত অনুসারে তাদের যে জায়গার প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী জায়গা বহু পূর্বেই তাদের দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে কোন রকম রিহ্যাবিলিটেশান ছিল না ?

শ্রীএস, এল সিংহ :— উহা সত্য নহে। তফসিসি বন্দোবস্ত যেটা দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত জায়গায়—যেমন ফটিকছড়া, লক্ষ্মীনগর, দেবেন্দ্রনগর এই সমস্ত জায়গায় চতুর্দিকে লোকজন আছে, এমনকি তেলিয়ামুড়ায়ও একটি জায়গা আছে সেখানে ট্রাইবেল আছে। সেই সমস্ত কারণ আমাদের দেখতে হবে এবং সেই অনুসারে উই ক্যান নট ফলো আসাম এণ্ড আদার প্লেসেস। উই আর টু সী দি সারকামষ্টেন্সেস এণ্ড এনভায়রনমেন্ট অব আওয়ার প্লেস।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— ইহা কি সত্য যে ১৩৪ ধারা অনুসারে বর্ত্তমান নোটিফিকে-শানে স্থির হওয়ার পর, সেখানে সব ইল্লীগ্যাল অকুপেশান হয়েছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— ইহা সত্য নহে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমার জানা আছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীমনমোহন দেববর্মা।

শ্রীমনমোহন দেববর্মা :— কোশ্চান নাম্বার ৯৬।

SHRI S. L. SINGH :— কোয়েশ্চান নং ২১৬, স্যার।

QUESTION

1) Amount of paddy requisitioned during 1968—69 ;
2) Total expenditure incurred therein (including price of paddy, carrying cost, T. A., D. A., of the requisitioning staff, contingencies etc.) ?

ANSWER

Materials are under collection.

Mr. SPEAKER :— Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— Question No. 149.

SHRI S. L. SINGH :— Question No. 149 Sir.

Question

1) Whether the pensionary benefit of late Jitendra Chandra Deb Barma, Ex—S. D. O., Amarpur has been paid to his wife Shrimati Hiranmayee Deb Barma ;
2) if not, the reasons thereof?

ANSWER

1) No.

2) No information has yet been furnished by the Aceountant General, Assam & Nagaland, Shillong as requested for. The matter is still being pursued.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কেস কতদিন পর্য্যন্ত, কত বছর পর্য্যন্ত পেণ্ডিং আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কতদিন পরে এটা সম্পর্কে এ্যাসেম্বলীতে জানান হবে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— নাগাল্যাণ্ড এবং আসামের এ্যাকাউন্টেণ্ট জেনারেল থেকে খবর আসলে পরে আমরা সেটা জানাতে পারব।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই রাজ্য সরকার থেকে লেটেষ্ট করসপণ্ডেস্ কত তারিখে করা হয়েছিল এই সম্পর্কে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— রিটেন ষ্টেটমেন্ট অব দি ফাক্ট

শ্রী অঘোর দেববর্মা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এত দীর্ঘ সময় এখনও লাগার কি কারণ আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কারণ আগেই বলা হয়েছে যে তিনি তার পেনশান প্রপোজাল সাবমিট করেন নাই ।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ভারতবর্ষের আর কোথাও এই রকম নজির আছে কি না?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— ভারতবর্ষের কোথাও এই রকম নজিরও নাই যে পেনশান হোল্ডার পেনশান পাওয়ার পর ১৬ বছর তার জীবিত থাকা অবস্থায় পেনশান প্রপোজাল সাবমিট করেন নাই ।

শ্রী অঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি, তিনি বরাবর যে করেস-পণ্ডেন্স করে আসছেন, সেই সমস্ত কাগজ ফাইলে আছে কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আই হেভ গিভেন্ অল দীজ ইনফরমেশানস ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দেবরাংখল ।

শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেবরাংখল :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৮ ।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮৮ স্যার ।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার জরিপ বিভাগের ভুল জরিপের সংশোধনের জন্য ভূমি সংস্কার আইনের ৪৫নং ধারা মতে যে আপিল চলিত তাহা বলবৎ আছে কি না;

২। বলবৎ না থাকিলে জনস্বার্থে ভূমি সংস্কার আইন আরো নূন্যতম পাঁচ (৫) বৎসর চালু করার প্রয়োজন আছে কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ ইং এর ৪৫ ধারায় কোন আপিলের বিধান নাই ।

২। প্রশ্ন উঠে না ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫ ।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫৫ স্যার ।

প্রশ্ন

১। ১৯৬৮-৬৯ সনে কত পরিমান খাজনা আদায় হইয়াছে ?

২। কোন বিভাগে কত আদায় হইয়াছে ?

৩। খাজনা মকুবের এবং বর্দ্ধিত খাজনা রহিতের কোন আবেদন সরকার পাইছেন কি ?

৪। পাইয়া থাকিলে সরকারের এ সম্পর্কে মতামত কি ?

উত্তর

১। ৩,৮১,৯৩৯·১৫ পয়সা।

২। সাব ডিভিসানের নাম — ১৯৬৮ইং সনের ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত অস্থায়ীকৃত টাকার পরিমাণ।

সাব ডিভিসানের নাম	১৯৬৮ইং সনের ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত অস্থায়ীকৃত টাকার পরিমাণ।
ধর্ম্মনগর	৬০,১৩৯.৮৪ পয়সা
কৈলাসহর	৩৭,৭৪৮·৭৪ ,,
কমলপুর	২৪,৭৬৬·৫৫ ,,
খোয়াই	১৮,৭৬৬·৮১ ,,
সদর	১,৪৯,১৩৫·৮২ ,,
সোনামুড়া	৩৮,৬৯৫·৬০ ,,
উদয়পুর	২১,৩৩৬·৬১ ,,
অমরপুর	৫,৫০৯·০০ ,,
বিলোনীয়া	২১,৪৫১·৬৯ ,,
সাব্রুম	৪,৩৮৮·৪৯ ,,
	মোট ৩,৮১,৯৩৯·১৫ পয়সা।

৩। খাজনা মকুবের জন্য দুইটি দরখাস্ত পাওয়া গিয়েছে।

৪। বিবেচনাধীন আছে।

MR. SPEAKER :— The question hour is over. There are 15 Unstarred questions today. The Minister may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred questions.

BREACH OF PRIVILECE

I have received a question of breach of privilege of the Committee on Estimates committed by the Editor, Dainik Gana Abhijan, in its publication dated the 23rd July, 1968. The Editor published the news" সরকারী বাফার ষ্টকের ভোগ্য পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়িক অধিকার নিয়ে কনজিউমার্স কো-অপারেটিভের অতি মুনাফার পথ" । The question of breach of privilege was raised by the Chairman of the Estimates Committee, with contention that by publishing the news mentioned above as taking part in the procedings of the Estimates Committee held on the 16th and 17th July, 1968, the Publisher/Editor, Dainik Gana Abhijan has committeed a breach of privilege.

I called the Editor, Dainik Cana Abhijan in my office. He expressed regret for his action of publishing the news which concerned the proceedings

of the Estimates Committee dated the 16th and 17th July, 1968. He was not aware of the Rules of Procedure of the Estimates Committee. In view of the regret expressed by the Editor, Dainik Gana Abhijan, I think the matter should not be persued further.

CALLING ATTENTION

MR. SPEAKER :— I have received a Calling Attention Notice from the Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma, on the subject—"The serious situation created due to the hunger strike by the political prisoners of Tripura in Presidency Jail, West Bengal.

I have given consent to the Motion of Shri Deb Barma today. I would request the Hon'ble Minister in charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement today he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

SHRI S. L. SINGH :— I shall make the statement on the 27th August, 1968.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

MR. SPEAKER :— Next Item in the List of Business, the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968) is to be introduced in the House. I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to move his Motion for leave to introduce the Bill.

SHRI KRISHNADAS BHATTACHARGEE :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968).

MR. SPEAKER :— Now the question before the House is that the Motion moved by the Hon'ble Finance Minister for leave to introduce the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968).

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No voice).

I think AYES have it, AYES have it, AYES have it.

The leave to introduce the Bill is granted.

(The Secretary read the long title of the Bill).

MR. SPEAKER :— I shall call on the Hon'ble Krishnadas Bhattacherjee to move his motion to introduce the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968).

SHRI KRISHANADAS BHATTACHARJEE :— Mr. Speaker, Sir I beg to introduce the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968).

MR. SPEAKBR :— The question before the House is that the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968) be introduced.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No Voice)

The Appropriation (No.4) Bill 1968 (Bill No. 4 of 1968) is introduced.

Members are requested to collect their copies of the Bill from the Notice Office.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS
(RESOLUTION)

MK. SPEAKER :—Next item in the List of Business is Private Members' Resclution. I would call on Shri Naresh Roy to move his Resolution that—in view of the backwardness of the 'Kapali' Community of Tripura, this Assembly requests the Tripura Government to include their namc in the list of Sesheduled Caste.

SHRI NARESH. ROY :— Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move that in view of the backwardness of the 'Kapali' Community of Tripura, this Assembly requests the Tripura Government to include their name in the list of Scheduled Caste.

Hon'ble Speaker, Sir, আজকে হাউসের সামনে আমি এমন একটা গ্রুপ অব পিপল এর অবস্থা এবং দুর্দ্দশার কাহিনী নিয়ে এসেছি যাদের পরিচয় অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে কেউ হয়ত বলেন কপালি, কেউ বলেন কাপালিক, কেউ বলেন নরমুণ্ডসাধক কাপালিক, কেউ বলেন কাওয়ালি, কেউ বলেন কাপ্তালিকা। অর্থাৎ তার পরি-

চয়টা এমনভাবে সকলের কাছে অজ্ঞাত যে আসলে তার পরিচয়টা ঠিকমত কেউ জানেন না। হয়ত সরকারের যারা নেতৃস্থানীয় আছে তারা কেউ কেউ জানতে পারেন। তাদের প্রকৃত পরিচয় বৈবর্ত পুরাণে আছে যে তারা শিবের বংশধর। আসলে তারা কপালী নামেই পরিচিত। কিন্তু কেন আজকে তাদের সম্বন্ধে প্রস্তাব এই হাউসে নিয়ে এসেছি-া কি কি তাদের দুঃখ, কিভাবে তারা সাফার করছে তার একটা········ কিন্তু কেন আজকে এই হাউসের সামনে আমি এদের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি? কি ভাবে তারা যে সাফারিং করছে, তার একটা চিত্র আমি এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করব। যে গ্রুপ অব পিপেলর কথা আমি বলছি, ত্রিপুরায় তাদের সংখ্যা নগন্য নয়। তাদের সংখ্যা ৬০ হাজারের কাছাকাছি। এদের ষ্টেটিষ্টিক যদি আমরা দেখি, তাহলে তাদের লোক সংখ্যার হার এই দাড়ায়—শিক্ষিতের হার—মেট্রিকুলেশন এবং হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ আছে ৩৫ থেকে ৪০ জন' এর মত। এর মধ্যে গ্রাজুয়েট আছেন ৬ থেকে ৮ জন এবং মাষ্টার ডিগ্রী হোলডার আছেন একজন। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিতা—মেট্রিকুলেট তিনজন। অর্থাৎ এভারেজ শিক্ষিতের হার যদি ধরা যায়, তাহলে দেখি প্রতি হাজারে একজন করে শিক্ষিত ব্যক্তি এই গ্রুপে আছেন। পারসেন্টেজ যদি ধরি তাহলে পারসেন্টেজ বাহির করতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে বা কোন পারসেন্টেজের মধ্যে এরা পড়ে না। যেখানে এই অবস্থায় মানুষ আছে, তাদের সম্পর্কে বিবেচনা করবার জন্যই আজ এই হাউসের সামনে আমার এই আবেদন। আর তাদের চাকুরীর দিক যদি দেখি, তাহলে আমরা দেখি চাকুরীর স্থলে এই ৬০ জনের মধ্যে, কয়েকজন শিক্ষকতায় আছেন, তাও প্রাইমারী স্কুলে এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট-এর মধ্যে পিওন, ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী আছেন ২ থেকে তিনজন। আর অন্যান্য দিকে অর্থাৎ কোন বড় পোষ্টের দিক থেকে যদি দেখি গেজেটেড পোষ্টে মাত্র একজন আছেন। আর মেয়েদের মধ্যে আজকে কেউ চাকুরীতে নিযুক্ত নাই। এই অবস্থার মধ্যে এই শ্রেণীটা এমন একটা ফাঁকে পড়ে আছে যার খবর আমরা ঠিক ঠিক ভাবে জানিনা বা উপলব্ধি করতেও অনেক সময় সংকুচিত হয়ে পড়ি। এদের অবস্থাটা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের ভারত গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন সমাজকে সমভাবে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন তার মধ্যে একটা সেকশান আছে সিড্যুল কাষ্ট। আর যারা আগের থেকে শিক্ষিত আছেন অর্থাৎ শিক্ষা দীক্ষায় ফরওয়ার্ড, অর্থে সামর্থে, সামাজিকতায় তাদের কাষ্ট হিন্দু হিসাবে লেখা হয়েছে, আরেকটা শ্রেণী আছে যেটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি। যারা শুধু নামে মাত্র ব্যাকওয়ার্ড'। সাহায্য সহায়তার দিক থেকে তারা খুব বেশী একটা সরকারী সাহায্য পায়না, এই গ্রুপের মধ্যে কপালিদের গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এই কপালি গ্রুপ এত ব্যাকওয়ার্ড যার শিক্ষিতের সংখ্যা কোন পারসেন্টেজের মধ্যে ধরা যায়না, যার সংখ্যা হাজারের মধ্যে একজন। এই যে অবস্থার মানুষ তারা ফরওয়ার্ড ক্লাস অব পিপলের সংগে যখন

যান, তাদের সংগে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, সেখানে তারা ফেইলিউর হন, কারণ সামাজিকতায়, কথাবার্তায়, চালচলনে, আচার আচরণে তারা অনেক পিছিয়ে আছেন। আর সিডুলকাষ্ট শ্রেণীর যারা আছেন তার সংগে যদি মিশতে যান, সেখানেও এদের স্থান নাই। কারণ সিডিউল কাষ্ট এর অন্তর্ভুক্ত তারা নয়। তাহলে দেখা যায় এই সব পিপল এই রকম একটা অবস্থায় পড়েছেন যে বাঁদুর যেমন একজাতীয় জীব, পাখীও নয়, পশুও নয়। যদি পশুর দলে যায় তা হলে তাদের সেখানে স্থান নাই, পক্ষিকুলও ঠিক ঠিক ভাবে তাদের স্থানসংকুলান হয় না, এই অবস্থায় বাঁদুর কোন উপায় বুদ্ধি না পেয়ে নিজের মাথা নীচের দিকে দিয়ে গাছের মধ্যে ঝুলে থাকে, ঠিক তদরূপ এই গ্রুপ অব পিপল তারাও কোন জায়গায় দাঁড়াবার স্থান না পেয়ে মাথা নীচের দিকে দিয়ে, পা উপর দিকে রেখে ঝুলবার অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। তাদের হয়ত অনেকে উপলব্ধি করতে পারে না, তাদের আচার আচরণ হয়তো অনেকের জানা নাই। কিন্তু তাদের খাদ্যের যদি সাধারণ একটা ডেসক্রিপশান আমি দেই, তাহলে বুঝতে পারবেন কি অবস্থায় তারা আছে। তাদের খাদ্য হচ্ছে বৈচা মাছ, ইঁচাগুঁড়া, উক্ক, লাটি, কাঁকড়ার দা, সিদল শুটকী। আর যদি কোন সময় কোন সুযোগ সুবিধা পায় ব্যাপার স্যাপারের সময় বা কোন বড় বাড়ীতে, অবস্থা সম্পন্ন বাড়ীতে, তাহলে পাতা কেটে দিয়ে একটু কিছু ভাল খাওয়া তারা খেতে পায়। এই পরিস্থিতি শুধু আজকে থেকে নয়। ব্রিটিশ আমল থেকে অদ্যাবধি তাদের মধ্যে এই অবস্থা চলে আসছে। তাদের মধ্যে শিক্ষা নাই কাজেই ভাষারও তাদের উন্নতি হয় নাই। এই যে বৈচা ইঁচার গুঁড়া ইত্যাদি এখানে বলা হল, এটা তাদের নিজস্ব ভাষা। তারা এখনও চিংড়ী পর্যায়ে এসে পৌঁছায় নাই। এই ভাবে একটা বিরাট সংখ্যক পিপল সাফার করছে এবং আমাদের ত্রিপুরাতে বসবাস করছে। জমির মালিকানার দিক থেকে যদি দেখি, তাহলে দেখব যে অধিকাংশ লোকই পরের জমির বর্গাদার, পরের জমি চাষ করে তাদের জিবিকা নির্ব্বাহ করে আসছে। সেটাও ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসছে। নিজস্ব জমি রক্ষা করার মত সামর্থ, নিজস্ব অর্থ তাদের নাই, ফলে অন্যের জমি বর্গা করে আজ পর্যন্ত তারা চলে আসছে। এর মধ্যে সবাই যে বর্গাদার তা আমি বলছিনা। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের নিজস্ব জমি আছে, তা দিয়ে তারা কোন রকমে জিবীকা নির্বাহ করে আসছে। কিন্তু ৯০ পারসেন্ট লোকই বর্গাদার। এখনকার আইন অনুসারে যে বর্গাদার, সেইভাবে হলেও কথা ছিল না। এটা হল মুখে মুখে বর্গাদার। এখন আছ, কিন্তু পরে যখন অস্বীকার করব তখন তুমি বর্গদার নও। বর্গাদার হিসাবে কোন লিখিত ডকুমেন্ট তাদের দেওয়া হয়না। প্রাণের দায়ে পরিবার পরিজনকে রক্ষা করার, বাঁচাবার দায়ে তারা জমি এই মুখের কথায় ১৫ বছর ২০ বছর ধরে তারা করে আসছে, বংশ পরম্পরায় পূর্ব পুরুষ থেকে তারা বর্গা করে আসছে কিন্তু বর্গা দার হিসাবে জমির মালিক এটা তারা বলতে পারেনা। কারণ তাদের কাছে লিখিত কোন ডকুমেন্ট নাই, এবং

ডকুমেন্ট চাওয়ার মত কোন বুদ্ধি বা যোগ্যতাও তাদের নাই। আপনারা এক বার ভেবে দেখুন অন্যের জমি বর্গা করে একটা পরিবার রক্ষণা বেক্ষণ করতে কতটুকু কষ্ট সহ্য করতে হয়। তার পর শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে অগ্রসর হতে তারা পারেনা কাজেই তারা ব্যাকওয়ার্ড অবস্থায় পড়ে আছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে যে সমাজ গঠনের ব্যবস্থা এই ব্যবস্থায় যদি একটা গ্রুপ অব পিপল, ৬০ হাজারের মত মানুষ তাদের নগণ্য বলা ঠিক হবে না, এই গ্রুপ অব পিপল যদি এই রকম সাফারিংসের মধ্যে থাকে, অর্থে সামর্থে, শিক্ষা দীক্ষায় পিছিয়ে থাকে, তাহলে আমাদের সামনে ঠেকতে হবে। ঠেকতে হবে অর্থ এই যে, পায়ে চলার পথে, একটা ঘাসও যদি লেগে থাকে, তাকেও মাথা নীচু করে উঠাতে হয়; অর্থাৎ এমন একদিন আসবে যখন এই সমস্ত অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত সামান্য ধরণের মানুষের যন্ত্রনায় আমরা চলতে পারবনা এবং তাদের জন্য আমাদের দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হবে। সেজন্য আমি বলছি যে এই যে একটা গ্রুপ অব পিপল যাদের আমরা জানিনা, চিনিনা, জানবার মত ব্যবস্থাও কেউ কোন দিন করি নাই এবং তাদের মধ্যেও এমন কোন উপযুক্ত কেউ ছিল না বা নাই যিনি দিল্লীর দরবারে গিয়ে এই সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দিয়ে আসতে পারেন। আমি এমন কথাও শুনেছি যে যখন সিডিউল্ড কাষ্টের লিষ্ট করা হয় তখন এই সমাজের কেউ এগিয়ে আসে নি কোন দাবী নিয়ে যিনি তাদের দুর্দ্দশার কথা তুলে ধরতে পারেন। তাই অনেকে প্রশ্ন করেন যে তাহলে আমরা কি করে বুঝব যে এমন একটা সাফারার সমাজ ত্রিপুরা রাজ্যে আছে। ছিল না ঠিক এবং এখনও নাই। শাসন তন্ত্রের ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে নিজেদের দাবী দাওয়ার কথা বলতে হবে বলে নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেব, এইকথা তারা কোন দিন ভাবেন নাই, বলেন নাই। ফলে অনেকেই বাদ পড়ে গেল। যেমন একটা ধনী বাড়ীর পাশে যদি একটা দরিদ্র, অশিক্ষিত লোকের বাড়ী থাকে তাহলে হয়ত সার্ভে সেটেলমেন্টের সময় দেখা যায় যে ঐ' ধনী ব্যক্তির নামেই দরিদ্র ব্যক্তির বাড়ী নথিভুক্ত হয়ে গেছে। তারপর মামলা মোকদ্দমা করে ভুল সংশোধন করা হয়। সেজন্য প্রতিটি মানুষকে সমানভাবে শিক্ষিত করে তুলবার প্রয়াস দেশের নেতারা করেছেন সেই প্রয়াস থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে গেল এবং সেই যে বঞ্চিত হল অদ্যাবধি সেই দুর্ভোগের শেষ হল না। সেজন্য আমার আবেদন যে সেটা কোন সম্প্রদায়গতভাবে আমি বলছি না, আমি বলছি যে একটা দেশের একটা বিরাট গ্রুপ অব পিপল আজকে কি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে এবং তাদের সাফারিংসকে লক্ষ্য করে কি করে তাদিগকে শিক্ষায়, দীক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সামাজিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা আমাদের সকলের ভেবে দেখা দরকার এবং যদি তাদের মধ্যে এমন কোন লোকের অভাবে তাদের ন্যায্য দাবী সম্পর্কে বঞ্চিত হয়ে থাকে তাহলে আজো তাদিগকে এমন একটা সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক যাতে তারা বাঁচতে পারে

এবং মানুষের মত বাঁচতে পারে। অর্থাৎ ভারত সরকার আমাদিগকে বাঁচার জন্য যেভাবে পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং যাতে প্রতিটি মানুষ সমভাবে সকল মানুষের সঙ্গে ঠিক ঠিকভাবে চলতে পারে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করে তাদের শিক্ষা, তাদের দীক্ষা তাদের অভাব অভিযোগ যাতে আমরা দূরীভূত করতে পারি সেই দিকে সচেষ্ট হওয়ার জন্য আমাদের একটা বিরাট সংখ্যক গ্রুপ অব পিপলের আবেদন আজকে আমি হাউসের সামনে তুলে ধরছি। এই যে বিরাট সংখ্যক লোক তারা এখানকার অধিবাসী অনেক দিন থেকেই ছিল এবং অনেকদিন আগে থেকে যারা ত্রিপুরাতে ছিল তার ডাবল সংখ্যক লোক হয়ত পাকিস্তান থেকে এসেছে। সৌভাগ্যের কথা যে মহারাজার সময়ে তাদিগকে তিনি তো ভালভাবেই জানতেন এবং সেই সময়ে কিছু পরিমান সুখ সুবিধা তাদের ছিল। ফলে দেখা যায় তাদের টাইটেলগুলিও অধিকাংশ মহারাজের দেওয়া। কেউ হয়ত মহিষ পুষত বেশী সেই জন্য উপাধি নিত মৈশান, পরমইশান। কেউ হয়ত গরু পুষত বেশী, কেউ হয়ত ছাগল পুষত বেশী আবার কেউ হয়ত গ্রামের মধ্যে মোড়ল ছিল, তারা কোন অত্যাচার অবিচার হলে বা গ্রামের খাজনা আদায়ের গণ্ডোগোল হলে মীমাংসা করে দিত। তারা কেউ লাঠিয়াল এরও কাজ করত। এইগুলি দেখেই তাদের উপাধি দেওয়া হত। কারও উপাধি ছিল বৈশ্য। তারা মনে করত যে বৈশ্যদের যে পেশা ব্যবসা বাণিজ্য এবং কৃষি ও পশুপালন তাদেরও সেই পেশা সুতরাং সমাজে স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য তাদের নিজেদের দেওয়া এই উপাধি। এটা মহারাজের দেওয়া উপাধি নয়। এই উপাধি দিয়ে তারা কুল নেবার চেষ্টা করেছ মাত্র। কারণ তারা সিডিউলড কাষ্টও নয়, অথচ তারা তার কোন সুযোগ সুবিধাও পাচ্ছে না সেজন্য তারা একটা কুল চায়। এই ভাবেই তারা সেই চেষ্টা করেছে। কিন্তু নামে যে কাজ হয় না সেটা তারা ভেবে দেখেনি। হাতীর যেমন বিভিন্ন অংশ অন্ধকারে হাতড়িয়ে কে একজন বলেছিল যে এটা একটা পিলারের মত, তাদেরও সেই অবস্থা। তারাও সামাজিক সম্মান নেবার জন্য এটা করেছে। কিন্তু এটাও তাদের ভুল ধারনা। সেটা তারা বুঝতে পারেনি যে শুধু নাম ধারী বৈশ্য হয়ে বাঁচা যায় না। আজ তাদের ভুল ভেঙ্গেছে। আমি ত্রিপুরার এই সমাজের অধিকাংশ মাতব্বরদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দেখেছি এবং যুক্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই বলেছেন যে আমরা প্রয়োজন হলে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে যতবার সম্ভব ততবার আলাপ আলোচনা করতে রাজী আছি। আমি তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই কথাগুলি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম তুলে ধরার অর্থ এই যে আমি আবার বলছি যে অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন যে আমার নিজের সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য আমার এই প্রয়াস। আমার প্রশ্ন সেটা নয়, আমার প্রশ্ন হল যে একটা সেকশন অপ পিপল্ যারা নাকি সংখ্যায় ৬০,০০০ (ষাট হাজারের) মত তারা যদি এই রকম সাফারারস্ থাকে তবে সেটা সমাজের চলার পথে বাধা স্বরূপ হবে এবং তাদিগকে রক্ষা করবার জন্য আমাদিগকে চেষ্টা করতে হবে এবং এই চেষ্টার মাধ্যমে আমাদের যে প্রসেস আছে

সেই প্রসেসে আমরা অগ্রসর হতে চাই। কারণ এখন তারা যে অবস্থায় আছে তাতে সরকারের দেওয়া যে বিশেষ অধিকার সেই অধিকারে তারা পড়ে না। ব্যবসা, বাণিজ্য, চাকুরীতে তারা সুযোগ পায় না। সিডিউলড কাষ্টকে যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে তারা সেই সুবিধাগুলি পাচ্ছেন না। কাজেই আজকে তাদের সিডিউলড কাষ্টের লিষ্ট ভুক্ত করে তাদের বাঁচার সুযোগ দেওয়া উচিত, তাদের লেখা পড়ার জন্য অধিকার দেওয়া উচিত। সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার জন্য সচেষ্ট করে তোলা উচিত। তাহলে আমার মনে হয় ঠিক পথে তারা অগ্রসর হতে পারবে। অথবা আমাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে একটা গ্রুপ অব পিপলকে রক্ষা করতে আমাদের চেষ্টা করতেই হবে, যদি এই লিষ্টভূক্ত করতে কোন রকম অসুবিধা থাকে, যদি বিশেষ অসুবিধা থাকে তাহলে এমন একটা বিকল্প পন্থার আবিষ্কার করতে হবে যাতে তারা বাঁচতে পারে। তারা চায় যে তারা নামধারী হয়ে বা কোন রকমের একটা স্বার্থের বশবর্তী হয়ে লিস্টভুক্ত হয়ে নিজেকে প্রতিষ্টিত করতে সেটা সিডিউলড কাষ্টই হোক বা সিডিউলড ট্রাইব-ই হোক বা পাহাড়ীয়া বর্বর জাতি বলেই হোক। আমাদিগকে যদি অমানুষ বলেও আমাদিগকে রক্ষার চেষ্টা করা হয়, তাহলেও আমরা যেতে রাজী আছি। এই হল তাদের বক্তব্য। অর্থাৎ যে কোন উপায়ে এই বিরাট অংশকে রক্ষা করবার জন্য আমি দাবী করছি। এবং আপনাদের সামনে তাদের কথা তুলে ধরছি। আর তাদের যেটা বংশগত পেশা সেটা হল অ্যাগ্রিকালচার। তাদের যদি উপযুক্ত জমি দিয়ে চাষাবাদ করবার সুযোগ দিয়ে রক্ষা করবার জন্য আমরা অগ্রসর হই তাতেও তারা অরাজী নয়। কৃষিকার্য্য করলেই যে মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না বা কৃষিকার্য্য করলেই যে তাদের মান সম্মান কমে যাবে সেটা তারা মনে করে না। তারা একথাও বলে যে তাদের যদি উপযুক্ত পরিমান জমি দিয়ে চাষাবাদ করবার সুযোগ দেওয়া হয়, সুষ্ঠুভাবে বসবাস করবার সুযোগ দেওয়া হয় সেটা করতেও তারা রাজী আছে। কারণ আজকার কৃষিকাজ করতেও শিক্ষার দরকার। তাদের দ্বারা চাষাবাদ করাতে হলেও তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কাজেই কৃষিক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে, কৃষি কার্যে শিক্ষিত করে যদি তোলা হয়, তাতেও তারা অরাজী নয়। ভারতবর্ষের আর কোথাও এমন নজির আছে কিনা সন্দেহ যে হাজারে একজন মাত্র শিক্ষিত। তারা চায় যে কোন উপায়ে,যে কোন দলে মিশে, গভর্ণমেন্টের সহায়তা নিয়ে ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষের সাথে সভ্য মানুষের সাথে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে। তারা বাঁচতে চায়। সেই বাঁচার আবেদন আমি এই হাউসের সামনে রাখব, যাতে তারা বাঁচার অধিকার পায় তার জন্য বিচার বিবেচনা করবার জন্য হাউসের সামনে আমার প্রস্তাব রেখে আমার বক্তব্য বিষয় শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ রায় যে প্রস্তাবটা হাউসের সামনে রেখেছেন, এই প্রস্তাবটা অত্যন্ত সহজ ও সরল, এটাকে সমর্থন না করার যুক্তি

অন্তত : হাউসের মধ্যে নাই। কাজেই সেই দিক দিয়ে প্রস্তাবের সমর্থনে আমি একথা রাখছি যে প্রস্তাব সম্পর্কে তিনি অনেক যুক্তি দিয়েছেন। আমার মতে এই প্রস্তাব নিয়ে হাউসে আর আলাপ আলোচনা করার কোন প্রশ্ন উঠে না। এটা অত্যন্ত সহজ ও সরল কথা। আজকে ভারতবর্ষের সমস্ত অবস্থা যদি আমরা দেখি, তা হলে আমরা দেখব যে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের যারা অগ্রগন্য নেতা ছিলেন, তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরবর্তি সময়ে আমরা দেখতে পাই সেটা ভারতের সংবিধানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেছে যে ভারতের বিভিন্ন পশ্চাদপদ, অনুন্নত, উপজাতি সম্প্রদায় যারা আছে তাদের সামগ্রিক ভাবে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আজকে নরেশ রায় যে সম্প্রদায়ের কথা বলেছেন, তিনি যদি মনে করেন যে সিডিউল কাষ্ট অন্তর্ভুক্ত হলে পরে উনার সম্প্রদায়'এর উন্নতি অগ্রগতির পক্ষে সহায়ক হবে, তাহলে নিশ্চয়ই এই প্রস্তাব সমর্থন করা দরকার বলে আমি মনে করি। কারণ আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে জানি যে কপালিদের অবস্থা। বর্ত্তমানে তারা ব্যাকওয়ার্ড কমিউ-নিটি ক্যাটাগরীর মধ্যে আছে কিনা আমি জানি না। ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি এবং সিড্যুল কাষ্টের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য নিশ্চয়ই থাকবে। কাজেই সেই দিক দিয়ে যাতে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হতে পারে, সেইদিকে নজর রেখে এই হাউসের এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ একটা সমাজ যদি পেছনে থাকে, এই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সুবিধা যদি না দেই তা হলে সামগ্রিক ভাবে দেশের বা জনসাধারণের উন্নতির অগ্র-গতির কথা চিন্তা করতে পারিনা। সেই দৃষ্টিভংগী দিয়ে আমি এই প্রস্তাবটা সমর্থন করছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ রায় মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কপালি সম্প্রদায়ের উপর তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঞ্চিতের যে করুন ইতিহাস তিনি বর্ণনা করেছেন সেটা থেকে আমার মনে জেগেছে যে কেন এই সম্প্রদায়কে সিড্যুল কাষ্ট ভূক্ত করা হলনা। একটা সম্প্রদায়, এখনও যাদের শিক্ষার অগ্রগতি নাই, সমাজে সংস্থান নাই, যারা এখনও অন্ধকারে আছে, সেই অন্ধকার থেকে বাইরে আনবার জন্য আমাদের যে সংবিধানের ব্যবস্থা, সংবিধানের যে রক্ষা কবচ, সেই রক্ষা কবচের আওতার বাইরে কেন তাদের রাখা হল সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। তবে এইটুকু আমি বলব, কপালিদের যদি উপযুক্ত জায়গাতে বসাতে পারি তাহলে এই সম্প্রদায় উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে। আমি জানি এই কপালিক সম্প্রদায় কষ্ট করতে পারে তারা কঠোর পরিশ্রম করতে পারে—তারা জমির একটা রূপান্তর আনতে পারবে যদি তারা সেই সুযোগ সুবিধা পায়। কিন্তু এটা আমাদের পক্ষে খুবই দুঃখের বিষয় যে এই সম্প্রদায় আজ জমি থেকে বঞ্চিত। আজকে এই ভূমিহীন যে সম্প্রদায়, তাকে জমি দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে। যদি তাদের জমি আমরা না দেই তাহলে উৎপাদন আমরা বাড়াতে পারবনা। কাজেই যে সব সম্প্রদায় এই উৎপাদন বাড়াবে তাদের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে—এবং

তাদের জমিতে বসাতে হবে। আজকে এই প্রস্তাবটা আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করার সাথে সাথে আমি এই আবেদনটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখব, যদি সিডুল্ড কাষ্টের অন্তর্ভুক্ত করার কোন আইনগত বাধা থাকে, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিতে এনলিস্টেড হলেও তাদের যেন স্পেশ্যাল প্রটেক্শানের, অর্থাৎ তাদের জন্য স্পেশ্যাল কেয়ার এন্ড স্পেশ্যাল নার্সিং'এর ব্যবস্থা করা হয় এবং অবিলম্বে যেন তাদের জমিতে বসান হয়। কারণ আমরা জানি যে হাজার হাজার বর্গাদার জমি বর্গা করে তাদের জীবন যাপন করছে, কিন্তু তাদের কোন খতিয়ান নাই, ফলে আইনকানুন অনুসারে বর্গাদার'এর যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা, তা থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এই যে বর্গাদার বঞ্চিত জীবন যাপন করছে, তাদের জমি দিয়ে, হাল দি,য়, হালের গরু দিয়ে বলদ দিয়ে এবং যদি অর্থকরি সাহায্য দিতে হয়, সেটা দিয়ে তাদের জমিতে বসান উচিত। আর শিক্ষা দীক্ষায় এই ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিকে স্পেশ্যাল প্রটেকশান দেওয়া উচিত। আজকে আমাদের প্রস্তাবক শ্রীনরেশ বাবুও একজন কমিউনিটির লোক। কিন্তু তার মত গ্র্যাজুয়েট এই কমিউনিটিতে কজন আছে? কিন্তু আজকে তিনি গ্র্যাজুয়েট হয়েছেন বলেই তাঁর মুখে এই কপালি সম্প্রদায়ের করুণ কাহিনী আমরা জানতে পেরেছি। জানার পর এই সম্প্রদায়ের প্রতি যদি কোন কিছু না করি, এই সম্প্রদায়কে টেনে উপরে না তুলি তাহলে আমাদের রাষ্ট্রের যে সংহতি, রাষ্ট্রের যে গণতান্ত্রিক সেট্ আপ্ তারই অবমাননা করা হবে। তাই আমি আজকে বলব আমাদের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়, আমাদের সংবিধানের মধ্যে যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যবস্থার বলেই এই যে বঞ্চিত কপালি সম্প্রদায়, তাদের একটা বিশেষ ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিত এবং সেটা করার জন্য এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি একথাই বলব যে যদি এদের সিডুল্ড কাষ্ট অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, ব্যাকওয়ার্ড কম্যুনিটি হিসাবে যেন তাদের স্পেশ্যাল প্রটেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন রাখব।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য নরেশ রায় হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটি রেখেছেন আমি তার সমর্থন করতে গিয়ে কতগুলি বক্তব্য রাখব। আজকে কপালী সম্প্রদায়ের যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন, সত্যি আজকে আমাদের সংবিধানে আছে যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যারা সামাজিক, অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে ব্যাকওয়ার্ড তাদের রক্ষা কবচ হিসাবে সিডিউল্ড কাষ্ট করে দিয়ে উন্নত সমাজের সমকক্ষ করবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানি না তাতে এই সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় বাধা হবে কিনা। যদি এই রকম কোন বাধা না থাকে তাহলে সেই কপালী সম্প্রদায়কে যাতে উন্নত করা যায় সেই চেষ্টা করবার জন্য আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। আর এর সাথে আমি আর একটা সমাজের কথা বলব, সেটা ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলের বিশেষ করে খোয়াই, কমলপুর এবং ধর্মনগর এর দিকে আছে, তারা বাস্তকর, শব্দকর বা ঢুলি নামেই পরিচিত। আমার মনে হয় এদের চেয়ে সামাজিক ভাবে ব্যকওয়ার্ড আর কেউ নাই এবং এমন কি মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ বাবুও এই কথা স্বীকার করবেন। কিন্তু সেই ঢুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধ হয় একজনও মেট্রিক পাশ

আছে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে যদিও কপালী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু মেট্রিক পাশ এবং গ্র্যাজুয়েটও কিছু আছেন। সত্যি এই চুলি সম্প্রদায় সামাজিক দিক দিয়ে এত অনুন্নত যে তারা আমাদের অনুন্নত সমাজের সংগে মিলে মিশে চলবার সাহস পায় না। যাই হোক আমি এই অনুরোধ রাখব মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর কাছে যে কপালী সম্প্রদায় এবং চুলি সম্প্রদায় যাতে সিডিউণ্ড কাষ্টের মধ্যে স্থান পায়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় সদস্য নরেশ বাবু হাউসের সামনে একটা প্রস্তাব রেখেছেন যে ত্রিপুরা সরকার যেন কপালী সম্প্রদায়কে সিডিউলড কাষ্ট বলে লিষ্টভুক্ত করেন কপালী সম্প্রদায় ত্রিপুরায় কয়েক হাজার আছে এবং তারা শিক্ষায় দীক্ষায় অনুন্নত এবং সামাজিক দিক দিয়েও তারা অনুন্নত, এটা অনস্বীকার্য। এই দিক দিয়ে চিন্তা করতে গেলে এই অনুন্নত সম্প্রদায়কে সিডিউলড কাষ্টে পর্যায় ভুক্ত করা দরকার। তবে এই রিজিলিউশন নেওয়া আইন সম্মত হবে কিনা সেটা সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। কারণ সিডিউলড কাষ্ট হতে হলে কনষ্টিটিউশনের বিধি আছে। কনষ্টিটিউশনের ৩৪০ এবং ৩৪১ আর্টিকলগুলি আমি হাউসের সামনে রাখব। তবে এই সমাজ যে সোশ্যালি ব্যাকওয়ার্ড সেটা অনস্বীকার্য। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের তুলনা হয় না। তারা শিক্ষা দীক্ষার দিক দিয়ে ব্যাকওয়ার্ড, এই সম্পর্কে আমি কোন রকম দ্বিমত করছি না। তবে কনষ্টিটিউশন্যাল যে বাধা আছে সেটা সম্পর্কে আমি বলছি। চাপটার সিকষ্টীনে কতগুলি রক্ষা কবচ আছে। ৩৪০ আর্টিকলটি বলছে— "(1) The President may by order appoint a Commission consisting of such persons as he thinks fit to investible the conditions of socially and educationy backward classes within the teritory of India and the difficulties under which they labonr and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any State to remove such difficulties and to improve their condition and to the grants that should be make for the prupose by the Union or any State and the conditions subject to which snch grante should be made, and the order appointing such Commission shall define the procedure to be followed by the Commission."

(2) A Commission as appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the faets as found by them and making such recommedations as they thing proper.

(3) The President shall cause a copy of the report so presented together with a memorendum explaining the action taken thereon to be laid before each

House of Parliament." তাহলে দেখা যায় একটা কমিশন আছে সিডিউলড কাষ্ট লিষ্ট ভুক্ত করার জন্য। ৩৪১ সিডিউলড কাষ্ট সম্পর্কে বলেছে— "(i) The President may with respect to any State or Union Territory and where it is a State, after consultation with the Governer thereof by public notification. specify the castes, raees or tribes or parts of or groups within castes, races or tribes which shall for the purpose of this Constitution be deemed to be Scheduled Castes in relation to that State or Union territory, as the case may be. (2) Parliament may by law include from the list of Scheduled Castes specified In a notification issued under clause (i) any caste, race or tribe or pert of or group within any caste, race or tribe save as aforesaid a notification is sued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে সিডিউলড কাষ্ট এনলিষ্টমেন্টের ব্যাপারটা আমরা সেটা কনষ্টিটিউশনে দেখতে পাচ্ছি যে প্রেসিডেন্ট একটা কমিশন নিযুক্ত করেন। সেই কমিশন whole India এবং Union Territories এর সমস্ত কাষ্ট সম্পর্কে একটা report দেন। আমি যতটুকু জানি প্রতি ১০ বৎসর অন্তর সেই report দাখিল করা হয়ে থাকে। তারপর সেটা প্রেসিডেন্ট, গভর্ণর এবং Union Territoryর Chief Commissioner এর সাথে পরামর্শ করে Parliamentএ পেশ করেন। সেট notification হয়ে তারপরে enlistment হয়। কাজেই এবম্বে আমাদের সরকারের কতটুকু ক্ষমতা আছে সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে।

তারপর মাননীয় সদস্য ঢুলি বা বাদ্যকর সম্প্রদায় সম্পর্কে বলেছিলেন। এদের সম্পর্কে আমিও পূর্বে একটা কাহিনী বলেছিলাম যে, যদি ত্রিপুরার সব চাইতে backward কোন সম্প্রদায় থেকে থাকে তা হলে তারা হলো ঢুলি সম্প্রদায়। অন্যান্য state এ ঢুলি সম্প্রদায় enlisted আছে scheduled caste list এ। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় তা নেই। এই জন্য তারা অনেক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। যেমন, West Bengal এ Scheduled Caste list এ আছে ঢুলি বা বাদ্দি। আসামের সিডিউলড কাষ্টে এ আছে ঢুলি বা ঢোগলা। আমার মনে হয় ত্রিপুরার বাদ্যকর সম্প্রদায় এই ঢুলি, ঢোগলা বা বাদ্দি সম্প্রদায় ভুক্ত। এবং আমাদের ত্রিপুরায় এই বাদ্যকর সম্প্রদায় ও সিডিউলড কাষ্ট লিষ্ট এ, লিষ্ট ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। আমাদের ত্রিপুরাতে হাজার লোক এই সম্প্রদায় ভুক্ত। তাদের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষা নেই, কাজেই ত্রিপুরার এই ঢুলি সম্প্রদায়কেও enlist করা দরকার।

কপালী সম্প্রদায় সম্পর্কে নরেশবাবু যে বক্তব্য রেখেছেন তা অত্যন্ত যুক্তি সংগত এবং এটি আমি সমর্থন করি। যাতে এই কপালী সম্প্রদায়ও সেই লিষ্ট ভুক্ত হতে পারে সেজন্য

ত্রিপুরা সরকারের চেষ্টা করা দরকার। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ রায় মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তবিক গুরুত্ব এটার এদিক থেকে বেশী আমি বলব উদাহরণ স্বরূপ যদি আমরা ধরে নেই যে একটা বৃহৎ দালানের গুটি কয়েক ইট যদি খারাপ থাকে, তাহলে এমন একদিন আসতে পারে যে এই যে খারাপ অনুন্নত ইটগুলি তার জন্য বৃহৎ সেই অট্টালিকা ভেংগে পড়বার আশংকা দেখা দেবে। তাই আমাদের ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের, যে কোন ক্ষুদ্র অংশ হয়ে থাকুকনা কেন সেই অংশ সমস্ত উন্নত সমাজের সংগে যদি চলতে না পারে, তাদের যদি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া না যায়, তাহলে বাস্তবিক আমাদের সমস্ত দিক থেকে উন্নতি বিঘ্নিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আরেক দিক দিয়ে যদি আমি বলি তাহলে আমি বলব যে একটা ফুলের মালা গলায় দিতে হলে, সমস্ত ফুলগুলির মধ্যে যদি একটা ও ঝড়া কলি সম্পন্ন ফুল থাকে, তাহলে সেই মালাটা দেখতে বিশ্রী হয়। কাজেই এই জনসংখ্যার রূপ ফুলের মালাতে যদি কপালি সম্প্রদায়, এই ঝড়া মালার মত একটা সম্প্রদায় হয়ে থাকে, বাস্তবিক আমরা সুন্দর হতে পারবনা, সামগ্রিক ভাবে উন্নত হতে পারবনা তাই বাস্তবিক এই দিক থেকে এই সম্প্রদায়ের কথা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে। মাননীয় সদস্যের এই প্রস্তাব যাতে হাউস গ্রহন করেন তা ইম্‌প্রেসিভ হয়, বিস্তারিত ভাবে যে-সব কথা এখানে বলেছেন, তার মধ্যে কয়েকটা কথা সম্পর্কে অমি বলতে চাই। তিনি বলেছেন যে প্রাইমারী স্কুলে মাত্র কয়েক জন শিক্ষক এই সম্প্রদায়ের আছেন। এটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ অমি জানি এ. ডি, এমঅফিসে, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সেকশানে একজন অফিস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট আছেন, তিনি কপালি সম্প্রদায়ের লোক। আর বিশেষ করে মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ রায় মহাশয়ও কপালি সম্প্রদায়ভুক্ত। আমি একথা বলছিনা যে তিনি ভুল ষ্টেটিষ্টিক দিয়েছেন। একটা সম্প্রদায় যদি বাস্তবিক অনুন্নত থাকে, এবং আছেও ঠিক, তাই তাদের গুরুত্ব দেখাতে গিয়ে এই রকম তিনিবলেছেনও কিন্তু এটা ঠিক বলে আমার মনে হয় না। আরও কয়ে কটা জায়গায় বলেছেন যেমন তাদের চালচলন খারাপ বা চালচলনে পিছিয়ে আছে, এটা অবশ্য কিছুটা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। সবত্র এটা ঠিক নয়। আমাদের গ্রামে বেশ কিছু সংখ্যক কপালি সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাদের চালচলন উন্নত ধরনের সম্প্রদায়ের লোক থেকে কোন অংশে কম নয়। কাজেই আমি জানিনা তিনি কতদূর খোঁজখবর নিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি নিয়েছেন, নতুবা এই প্রস্তাব তিনি আনতেন না আমরা জানি কপালিরা পিছিয়ে আছে, তারা অনুন্নত, এডুকেশন্যালি ব্যাকওয়ার্ড, আমাদের সরকারও সেটা

জানেন তা না হলে এডুকেশনালি ব্যাকোয়ার্ডের ফ্যাসিলিটি তারা পেতেন না আজকে তিনি বলেছেন যে, কপালিদের প্রকৃত পরিচয় কেউ জানেন না, একথাটা আমার মনে

হয় ঠিক নয়। তাদের পরিচয় সম্পর্কে অনেকেই জানেন। তাদের পরিচয় সম্পর্কে যদি কেউ না জানেন, তাহলে মাননীয় সদস্য শ্রীক্ষিতীশ দাস মহাশয়, আমাদের শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত মহাশয়, ডেপুটি স্পীকার মহাশয় কি করে বললেন যে তারা অনুন্নত, তারা পিছিয়ে আছে। আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী থেকে আরম্ভ করে সকলেই খোঁজ খবর রাখেন, পরিচয় রাখেন না বলা সর্বাংশে ঠিক নয় বলে আমার মনে হয়। তারপর কথা হচ্ছে আজকে এই যে সম্প্রদায়, সেটা এডুকেশন্যালী ব্যাকোয়ার্ড, এটা অনস্বীকার্য, তাই সমগ্র উন্নত সম্প্রদায়ের সংগে তাদের যদি নিয়ে যেতে হয় তাহলে এমন একটা প্রচেষ্টা থাকা দরকার, এমন একটা কার্যক্রম এর পরিপ্রেক্ষিতে নেওয়া দরকার যাতে সকলের সংগে তাদের টেনে আনা যায়, যাতে আমরা ত্রিপুরাকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলতে পারি। একথাও ঠিক আমাদের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তারা শিবের বংশধর। শিবের বংশধর বলে গৌরব উপলব্ধি করলেই চলবে না. আজকে শিক্ষা দীক্ষায় এবং সমগ্র দিক থেকে যদি উন্নত না হতে পারে, তাহলে যে কোন বংশ থেকেই উদ্ভুত হউক না কেন, তাতে গণতান্ত্রিক ভারতে এমন কি কোন দেবতার বংশধর হলেও প্রতিষ্ঠা লাভ করা চলবেনা। আমি বলব মাননীয় সদস্য যে এই হাউসে বঞ্চিতের একটা প্রকৃত তথ্য দিয়েছেন, সেটা অন্তত আকর্ষণীয়, সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখিয়াছি যে বাস্তবিক আইনগত বাধা যদি না থাকে, তাহলে এই সম্প্রদায়কে এইরকম একটা ফ্যাসিলিটি দিয়ে আমাদের সমস্ত উন্নত সপ্রদায়ের সঙ্গে. একসংগে, এক সুরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাজ কুমার কর্মজিৎ সিং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ রায় মহাশয় যে রিজল্যুশান এনেছেন, সেই সম্পর্কে আমি এক মত। কপালী সম্প্রদায়কে সিড্যুল কাষ্ট সম্প্রদায়ভূক্ত করার জন্য যে রিজুলাশান এনেছেন, সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি ভারতবর্ষের পুরানো ইতিহাস তুলতে চাই না। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নানা সম্প্রদায়, সামাজিক দিক দিয়ে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যখন ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পায়, এর পর ১৯৪৯ সালের ২৬শে জানুয়ারীতে ভারতবর্ষ যখন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ হয়, তার যে কনষ্টিটিশান তাতে নাগরিকের যে রাইটস সেটা প্রিএ্যাম্বলে দেওয়া আছে—Justice, social, economic and Political, Liberty of thought, expression, belief, faith and worship,Equality of status and of opportunity, and to promote among them all Fraternity assuing the dignity of the individual and the unity of the Nation. ফাণ্ডামেন্টাল রাইট যেখানে দিয়েছেন, সেখানেও আমরা দেখতে পাই যে যারা সেইসব রাইট এক্সারসাইজ করতে পারেনা, তেমন একটা সেকশান এই ভারতবর্ষে রয়ে গেছেন, তাদের জন্য ভারতবর্ষের যারা চিন্তাবিদ্, তাঁরা কনষ্টিটিউশানে আলাদা চ্যাপ্টার করে, স্পেশাল এ্যাক্টের প্রভিশান রেখেছেন—স্পেশাল প্রভিশান ফর

ব্যাকোয়ার্ড কমিউনিটি, সিড্যুল কাষ্ট এণ্ড সিড্যুল ট্রাইবস ।

Mr. Speaker :— The House Stands adjourned till 2 p. M. to day. The Member Speaking will have the floor.

MR. SPEAKER :— Now I call on Hon'ble member Shri Raj Kumar Kamaljit Singh.

SHRI RAJ KUMAR KAMALJIT SINGH :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য যে resolutionটা এনেছেন তার উদ্দেশ্য ওনার বক্তৃতায় আমরা যা বুঝতে পেরেছি, আমরা যা উপলব্ধি করেছি তা হলো আজকে যে সকল অনুন্নত সম্প্রদায় আছে তাদের মধ্যে সরকারী হিসাব মতে schedule caste of schedule tribes দের মধ্যে কতগুলি section আছে তাদেরকে সরকার মেনে নিয়েছেন এবং তাদের জন্য constitutionএ বিশেষ right দেওয়া হয়েছে। যথা শিক্ষার ব্যাপারে ইত্যাদি। কিন্তু কোটি কোটি লোকের মধ্যে এই সম্প্রদায় ছাড়া ও বহু সম্প্রদায় রয়ে গেছে যারা অনুন্নত এবং একই classification এ পড়ে। তারজন্য constilution এ ৩৪০ ধারা অনুযায়ী, আমাদের মাননীয় Deputy Speaker মহাশয় দেখিয়েছেন, একটি Commission গঠন করে যে সকল সম্প্রদায় এই schedule ভুক্ত তাদের সম্বন্ধে investigate করা হয়। আমার যতটুকু মনে আছে ১৯৫০— ৫১ কিংবা ৫১ সালে এক backward class comnission গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা সমস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে backward class এর definition করেছিলেন। জানতে পেরেছিলাম যে commission এর report যা দেওয়ার কথা ছিল, এটাতে অনেক মতভেদ রয়েছে যদি ও এটা officially recognisee হয়নি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষে অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত জাতি state to state differ করছে। কোথাও কম হচ্ছে। যেমন ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা মণিপুরীরা backward class এ পড়ি এবং কপালিও backward class এ পড়ে। এছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে আরো অনেকে backward class এ পড়ে। তার মানে যারা তপশীলভুক্ত জাতি এবং তপশীল-ভুক্ত উপজাতি এগুলি বাদে যারা অন্যান্য অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত রয়ে গেছেন তাদের শ্রেণীভুক্ত যায় কিনা এ কথাও উঠেছে, আমরা যারা অনুন্নত শ্রেণী হিসাবে এই সুযোগগুলো পায় নাই, না পাওয়ার দরুন আস্তে আস্তে যতই মানুষের democratic চিন্তা ধারা আসছে যতই মানুষ individually collectively and politically democratic minded হচ্ছে, এবং যেখানে democracyর qualityর competition চলছে, সেখানে আস্তে আস্তে ওরা deprived হতে যাচ্ছে, সুতরাং মাননীয় সদস্য House এ যে resolutionটা এনেছেন, তা ঠিক সময় মত এনেছেন, তাদের case কে represent করার জন্য। তারা যে advance না হয়ে আস্তে আস্তে আরো backward হতে চলছে তাই মাননীয় সদস্য এ প্রস্তাবটি House এ ঠিক সময় মত

এনেছেন বলে আমি মনে করি। এই House এ আজকে আমি আমাদের নেতা শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পাচ্ছি না এই কারণে যে উনার মনে সাম্যবাদের আদর্শে আমাদের ভারতবর্ষের তথা ত্রিপুরার প্রত্যেকটি সম্প্রদায়কে সমান সুযোগ দেওয়ার চিন্তা ধারা দেখা দিয়েছে এবং এতে প্রমান করছে যে "কাপালিক" সম্প্রদায়কে আমরা Backward বলে ধরতে পারি নাই, যে কাপালিক সম্প্রদায়কে এই Houseএ ১৬ লক্ষ লোকের সামনে represent করার জন্য নরেশবাবুকে মাননীয় সদস্যরূপে nomination দেওয়া হয়েছে, সুতরাং উনার সম্প্রদায়ের rights কে তুলে ধরার জন্য তিনি যে resolution টা এনেছেন তজ্জন্য উনাকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারি না। কিন্তু উনার যে আবেদন তাতে একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি তা হলো উনার সম্প্রদায়কে scheduled casteএর অন্তর্ভূক্ত করার জন্য নয়, উনারা যে আরো নিম্নের দিকে চলে যাচ্ছেন তা থেকে উনাদের protection দেওয়ার জন্য আমি মনে করি উনার যে আবেদন তা fundamentalright ভারতবর্ষের সংবিধানে প্রত্যেক নাগরিকের গণতান্ত্রিক যে অধিকার সেই অধিকার তারা জাবে নাই বলে এবং অধিকারকে অর্জ্জন করবার ক্ষমতা নেই বলেই তারা আজকে অনুন্নত সম্প্রদায়। আজকে স্বাধীনতার ২০ বৎসর পরেও যদি ভারতবর্ষের তথা ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ তার মধ্যে শুধু কাপালি নয়, মণিপুরী রয়েছে, আরো দেখতে পাই, চা বাগানের যে শ্রমিক, তাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে, তারা যে আজো ঠিক ঠিক নাগরিক অধিকার পায় নাই, তা বড়ই আক্ষেপের বিষয় ভারতবর্ষের মধ্যে যারা উন্নত সম্প্রদায় তাদের সঙ্গে এক তালে, অর্থ নৈতিক দিগে না হলেও নাগরিক হিসাবে যদি উন্নত করতে না পারি তা হলে আমার মনে হয় Constitution এ Pre-amble এ যে right দেওয়া হয়েছে তার রূপদান করার জন্য যারা কাজ করে যাচ্ছেন তা ঠিক ভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। সুতরাং আজকে House এর সামনে মাননীয় সদস্য নরেশ বাবু আবেগময় ভাষায় "কাপালিক সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য যে আবেদন করেছেন সেটা শুধু কাপালিক সম্প্রদায়ের নয়, সমস্ত ভরেতবর্ষের মধ্যে যারা আজকে neglected যাদের জন্য বলবার কেউ নেই, অথচ যারা ভোটের সময় ভোট দেয় ভারতের নাগরিক হিসাবে, কিন্তু ভোট দেওয়ার অধিকারের পিছনে তাদের rights যথাযথ আদায় করার যে অধিকার যে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান হয় নাই, যাতে করে তারা প্রকৃত মানুষের পর্য্যায়ে নিজেদের তুলতে পারে। নরেশ বাবু যে আবেদন কাপালিক সম্প্রদায় সম্বন্ধে করেছেন তা ভারতবর্ষে ৫০ কোটি লোকের একটি অসহায় আবেদন বলে আমি মনে করি। যারা ভারতবর্ষে Scheduled tribes এর clasification করে যে অনুন্নত সম্প্রদা সৃষ্টি করে রেখেছে তা ভারতবর্ষের পক্ষে একটা লজ্জার কারণ হওয়ার কথা। ভারতবর্ষের এই বিরাট গণতন্ত্রে এক সম্প্রদায় দিনের পর দিন অনুন্নত থেকে নীচের দিকে যাচ্ছে। এই যে disparity ভারতের গণতন্ত্রে দেখা যাচ্ছে তা পরিতাপের বিষয়। যদিও আমাদের মাননীয়

মন্ত্রীমণ্ডলী যারা নেতা বিশেষ—করে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী baekward class কে কিভাবে উন্নত করা যায় তার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। আজকে মাননীয় নরেশবাবু যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। Constitution এর ৩৪০ ধারা অনুযায়ী Educationally & Economically back ward class দের ব্যাপার investigate করা হয়েছে সেখান থেকে কোন রকম সুযোগ তারা পায় নাই বলেই আজকে এই প্রস্তাব এখানে উঠেছে। ত্রিপুরাতে অনুন্নত সম্প্রদায় বলে পরিচিত যে ৫০টি সম্প্রদায় আছে তাদের ক্ষেত্রেও কিভাবে এই সুযোগ সুবিধা গুলি দেওয়া যায় এবং তাদেরকে Schedule caste এ অন্তর্ভূক্ত করা যায় কিনা কিংবা Commission এর report অনুযায়ী ভারত সরকারকে move করে কিভাবে তাদের Educationally এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় তারজন্য চেষ্টা করা উচিত বলে আমি মনে করি। কাজেই মাননীয় সদস্য নরেশবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker— I would now call on Hon'ble member Sm. Renu Chakraborty.

SM. RENU CHAKRABORTY — মাননীন অধ্যক্ষ মহোদয় কাপালী সম্প্রদায় বলে পরিচিত যে একটি অনুন্নত সম্প্রদায় আছে এবং তাদের ব্যাপারে মাননীয় সদস্য নরেশবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করছি। আমার ধারণা ত্রিপুরা সরকার অনুন্নত সম্প্রদায়কে বিভিন্ন রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া চেষ্টা করছেন এবং আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতেও সমস্ত অনুন্নত সম্প্রদায়কে নানা রকম সুযোগ দিবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker— Now I would call on Hon'ble Chief Minister.

SRI SACHINDRA LAL SINGH— (Chief Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনরেশ রায় যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এই প্রস্তাবের মধ্যে কাপালী শ্রেণী যাতে সিডিউলড কাষ্ট এর সমপর্য্যায় ভুক্ত হয় বা সমান সুযোগ ভোগ করে অথবা তাদেরকে যাতে সিডিউলড কাষ্টে অন্তভূ'ক্ত করা হয় তার আবেদন রাখা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সিডিউলড কাষ্ট Tribes এদের যে লিষ্ট করা হয়েছে সেটা হয়েছে Socially & educationally back ward তার উপর নির্ভর করে। কারণ Constitution এ সেটাই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই অনুসারে বৃটিশ সরকার যখন ছিল তখন সিডিউলড কাষ্ট দের জন্য কতক গুলি আসন সংরক্ষন করে গিয়েছিল। After independance চিন্তা করা হলো কি করে ভারতবর্ষের এই Constitution কে রূপ দিতে গেলে পরে enlist কাকে কি পর্য্যায়ে কিভাবে করা চলে. সেই অনুসারে একটি কমিশন গঠিত হয় এবং সেই কমিশন ভারতবর্ষের সর্বত্র তারা ঘুরে দেখেন। কাষ্ট হিসাবে তাদের প্রতিনিধির

সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক্রমে এই লিষ্ট অন্তর্ভুক্ত হয়। এখন সেটারও সুযোগ দিয়েছিল 15 years তারপর সেটা উঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আবার সেটাকে বৃদ্ধি করা হয়। অতএব সেই দিক দিয়ে আজকে Inclusion নয়। আজকে চিন্তা হচ্ছে কিভাবে exleusion করা চলে। এবং 1966তে probably একটা meeting হয় তখন Schedule caste and Tribes যে ধারাতে উন্নতি হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি অতএব আবার সেই list কে নূতন করে রাখা হয়েছে। প্রতি বৎসরই declared enlisted scheduled castes and sch. Tribes তাদের development কতটুকু হয়েছে সেই অনুসারে আবার পুনর্বিবেচিত হয়েছে। আর backward community, scheduled caste and scheduled tribes এর constitutionally যে সুযোগ এবং আসন সংরক্ষণ, তারপর চাকুরীর ক্ষেত্র, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং অর্থ-নৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সেটা Backward Community যাদের তাদের জন্য সেটা করা হয়নি। কেবল Educationally সুযোগ সুবিধা আছে। অতএব সেই অনুসারে আমরা এটাকে observe করছি। এখানে ভূমির সম্বন্ধে যেটা বলা হয়েছে, এখানে যারা landless তাদের সুযোগ এখানে আছে। সেটা হল যারা landless বিশেষ করে agri landless যারা তাহাদিগকে বিশেষ সুযোগ, first priority দেওয়া হয়। অতএব এই যে community কপালী সম্প্রদায় তারা agricultural labourer হিসাবে এখানে আছে। অতএব তারা না পাওয়ার কোন কারণ নাই। এবং সেইদিক দিয়ে তাদের জমি এবং অর্থাদি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে Through Co-operative basis এখানে আমরা সেটা গ্রহণ করেছি যাতে তাদের ভূমি দেওয়া চলে এবং সেই অনুসারে ভূমি ও তাদের দেওয়া হয়েছে। যেমন ধনীছড়া প্রভৃতি যায়গাতে আছে, তেলিয়ামুড়াতে কিছু আছে, নূতন নগরে আছে, চারিপাড়াতে আছে, কমলপুর, কৈলাশহরেও অনেকগুলি জায়গাতে আছে। অতএব কপালী সম্প্রদায় পশ্চিমবঙ্গ, আসাম প্রভৃতি জায়গায়ও scheduled caste হিসাবে যে সুযোগ সুবিধা সেগুলো দেওয়া হয়নি। তখন তারাও সেটা চাননি Commission এর কাছে so far my knowledge goes ; কারণ British Administration এর সময়ও কতগুলো আন্দোলন হয়েছিল যে কারা sch. caste এর ভিতরে যাবেন এবং কারা sch. caste এর বাইরে থাকবেন। সেই সময় enlist যারা করেছেন তাদেরকে constitutionally যেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে। Economic basis এ তা করা হয়নি। অতএব আমার ব্যক্তিগত অভিমত-যদি কেউ চান তা হলে আমি বলব Economic condition should be the main criteria of giving protection to the depressed and oppressed classes. Constitution এ যা আছে সেই অনুসারে আমাদিগকেও চলতে হবে। তার বাইরে কথা বলার অধিকার যদি থাকে তা হলে constitution amend এবং দরকার

এবং তা করতে হলে Parliament এর three forth majority দরকার। এখানেও যারা বর্গাদার, বর্গাআইন করা হয়েছে, ত্রিপুরার বর্গা আইনে তাদের owners of the land হওয়ার সুযোগ আছে। অতএব যারা backward economically যারা agri-labourers, তাদের সুখ ও উন্নতির জন্য বা তাদের অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করার জন্য যারা চিন্তা করছেন তারা সেই অনুসারে সেই agri-labourer যারা তাহাদিগকে তাদের right সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার মধ্য দিয়ে আমি মনে করি economic development of Tripura will be possible. তার কারণ হল এই 80% of the people of Tripura are enlisted in agricultural works. They are working as a labourer & most probably যারা owner of the land আছেন more than 5 acres and above খুব মুষ্টিমেয়। অসংখ্য লোকই হল landless অতএব ভূমি সমস্যা ত্রিপুরার দিক দিয়ে একটা বিরাট সমস্যা, প্রত্যেক সদস্যই তা জানেন। কারণ 25% of the total land হল plain land and 75% land হল tila land, অতএব সেইদিক দিয়ে কম পরিমাণে জমি যেটা হবে 2 acre, সমতল জমি আর টিলা জমি যদি দেওয়া হয় তা ১৬ কানি সাধারণত অতএব সেই সুযোগ আছে। Tilla land এর cultivation যে না করছে তা নয়। দেখা যায় ত্রিপুরাতে tilla land এ আউস ধানের চাষ করে। বংশ পরম্পরায় জুমিয়ারা টিলাতে paddy উৎপন্ন করে। তাই এই দিক দিয়ে যতটুকু সুযোগ সুবিধা আছে সেটা অমরা economi cally backward landless দের দিয়েছি। সেই অধিকার আমাদের Land Reforms Act এ আমরা দিয়েছি এবং ত্রিপুরা রাজ্যে Tribal এবং Sch. caste দের 30% marks পেলে পরে facilities পাচ্ছেন। অন্য যারা আছেন তাদের অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর Stipend দেওয়া হয়, Book grant দেওয়া হয়। এখন 50% of the marks যারা পান তাদের Stipend দেওয়া হচ্ছে এবং not only these Schools& Colleges, Engineering College এ যারা পড়বেন তারা ১১০ টাকা করে পাচ্ছেন, whether they are scheduled or non-scheduled or backward or non-backward, whatever they may be. Medical এ ও তাই। Class viii পর্যন্ত free দেওয়া হয়। Specially Stipend, Scheduled caste and Tribes যারা enlisted তারা constitution অনু যায়ী এই সুযোগ পাচ্ছেন এবং পাবেন। Stipend এর লিমিট আবার বর্দ্ধিত করেছে। কারন accordingly তারা সেটি পাননি।

অতএব ঐ দিক দিয়ে আমরা যত টুকু সুযোগ দিতে পারি সেই দিক দিয়ে আমরা কার্পণ্য করবনা, করার কোন কারনও নেই। তবে Inclusion এর দিক দিয়ে বলব, it is too much difficult now at this stage to include them, to enlist them in the list of scheduled caste. They can not have it. Their society never declared themselves

in the report as scheduled caste. অতএব সেই দিক দিয়ে to include them in the list of scheduled caste is difficult. It will not be possible as we have no right to include them. Education-এর দিক দিয়ে তারা ত্রিপুরায় সবার চাইতে পশ্চাৎপদ বললে ও অত্যুক্তি হবে না। অতএব শিক্ষার দিক দিয়ে যাতে তারা আরো অগ্রসর হতে পারে তার জন্য আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করব, backward community যারা আছে তাদের উন্নতির জন্য।

Economically backward যারা আছে তাদের কি করে শিক্ষার সুযোগ দিতে পারি, জমির সুযোগ দিতে পারি, ব্যবসার সুযোগ দিতে পারি, তার চেষ্টা আমরা করবোই। তারজন্য কোন কার্পণ্য করবো না। তাই আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো এবং বলবো উনি তার প্রস্তাবকে যেন প্রত্যাহার করেন। আমার যতটুকু শক্তি আছে আমি চেষ্টা করবোই। যাতে তাদের অর্থ নৈতিক এবং শিক্ষাগত উন্নতির বিধান করা যায় আমরা সেইদিক দিয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখব।

MR. SPEAKER :— Now I call on Hon'ble member Shri Naresh Roy.

SHRI NARESH ROY :— Hon'ble Speaker, Sir, আজকে আমি House এর সামনে যে প্রস্তাব এনেছিলাম সেটা একটা উপলব্ধির বিষয়। সেই উপলব্ধির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে দৃষ্টিপাত করলেন সেটা অত্যন্ত প্রশংসার বিষয় এবং সম জগত হিসাবেও সেই আশা আমরা রাখতে পারি, মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস থেকে আমরা কোন দিন নিরাশ বা নিস্ফল হই নাই, আজও হব না। সেই আশ্বাস এবং ভরসার উপর নির্ভর করে আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করলাম।

MR. SPEAKER :— The question before the House is the withdrawal of Resolution with the leave of the House.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'—Voice 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'—

I think 'Ayes' have it ; 'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

The Resolution is withdrawn with the leave of the House. There is another Resolution of Sri Aghore Deb Barma, I would call on Sri Deb Barma to move his Resolution that this Assembly directs the Government to release immediately the detenues of Tripura.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রস্তাব হচ্ছে— This Assembly directs the Govt to release immediatly the detenues of Tripura. গত Feb. মাসের ১০।১১ তারিখ হতে ত্রিপুরা রাজ্যের মার্কসবাদী Communist Partyর

প্রায় সমস্ত নেতাকেই এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের প্রায় একরকম পাইকারী হারে ধরে detention act এ আটক করা হল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি কারনে তাদের বিনা বিচারে আটক করা হল? সেই ground এর details. এ আমি পরে আসছি। তবে ground সম্বন্ধে এখানে একটি দেখা যায় যে forest plantation এ বাধা দেওয়া এবং Food procurement এ বাধা দেওয়া। তাদেরকে আটক করার পর জানি না কিজন্য ত্রিপুরা সরকার তাদেরে বিহারে ভাগলপুর জেলে স্থানান্তরীত করা হয়েছে। ফলে অবস্থাটা দাঁড়াল এই যে বন্দীদের যে সমস্ত আত্মীয়স্বজন preventive detention act বলে মাসে, যতবারই হউক, দেখা সাক্ষাৎ করার যে সুযোগ সুবিধা ছিল, আত্মীয়স্বজনের সেই অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হল। আর দুই নম্বর প্রশ্ন হল যে দেখা সাক্ষাৎ থেকে তো তারা বঞ্চিত হলই তদুপরি জেলখানায় যারা আছেন detenu তাদের আত্মীয় স্বজন যখন বাংলাতে চিঠিপত্র পাঠাতে শুরু করল, সেই চিঠিগুলি তাদেরকে দেওয়া হল না কারন বাংলা লেখা বিহারে চলবে না। কারণ সেখানে census করার লোক নাই। অথচ আমরা খবর পেয়েছি যে জেলখানার মধ্যে জেল Supt. এবং Asstt. জেলার বাঙ্গালী আছেন, ওনারা ভাল করে বাংলা পড়তে পারেন। কিন্তু সেটার উদ্দেশ্য হল যেখানে Hindi speaking area. হিন্দীতে যদি চিঠি লিখে কেহ না পাঠায় তবে তারা কোন অবস্থাতে সেটা allow করবে না। এই হ'ল তাদের জীদ। আমার কথা হ'ল যারা detenu তারা একটা আইনের মধ্যে আছে। ভারতবর্ষের প্রচলিত আইনের মধ্যে বন্দী থাকলেও বা খুনের মকদ্দমায় যদি কোন সাজাও হয় তাদেরও একটা চিঠিপত্র লেখা লেখির অধিকার থাকে। সেই অধিকারটুকুও এখানে curtail করা হয়েছে। Detenu যে অধিকার পায় সেই অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আর একটা কথা হচ্ছে, তাদের স্বাস্থ্য যখন একের পর এক ভেঙ্গে পড়ছে তখন অনেক দরবার করার পর তাদের West Bengal, Presidency Jail এ transsfer করা হল। সেখানে আমরা কি দেখতে পাই, তাদের troubles টা কি? সেখান থেকে ত্রিপুরা সরকারকে জানালো Preventive Detention Act 1967 এ যে Rule করা হয় সেটা আর ত্রিপুরায় কোন Amendment করা হয় নাই। কিন্তু West Bengalএ এরমধ্যে একটা Amendment করে বন্দীদের খাওয়া দাওয়ার সুযোগ সুবিধা গুলো revised করেছে। ফলে তাদের আর একটা অসুবিধা দেখা দিল। West Bengal এর হারে per day যে diet পাওয়ার কথা সেটা তারা পাচ্ছে না। ত্রিপুরা সরকার তাদের জানিয়ে দিল, যেহেতু তারা ত্রিপুরার বন্দী অতএব ত্রিপুরার Rules & Regulation এর মতেই তাদের খেতে দেওয়া হবে। ত্রিপুরার হিসাব মতে diet এর chart হল per day তিন টাকা ৭৫ পয়সা। আর monthly একটা allowance দেওয়া হয় including clothing etc. চল্লিশ টাকা। ফলে তাদের অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হ'ল। অথচ একই জেলের মধ্যে West Bengal এর আইনে যারা আটক আছে, West Bengal Amendment

অনুযায়ী দৈনিক পাঁচ টাকা আর মাসিক ষাট টাকা করে পাচ্ছে। কাজেই একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে ১৯৫৭ সনে নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষের যে দর ছিল ১৯৬৮ সনে জিনিষের সেই দর অনেক বেশী। কাজেই ত্রিপুরার মধ্যে যেটা চালু ছিল সেটাকে পরিবর্ত্তন না করার একমাত্র কারণ Detenu দের একটা punishment দেওয়া এবং অন্যান্য state এর detenu রা যে সুযোগ সুবিধা পায় তা থেকেও তাদের বঞ্চিত করা। Wage সম্বন্ধে হ'ল, যে সকল বন্দী আটক আইনে থাকে তাদের পরিবারকে wage দেওয়া, সেটা Rules এর মধ্যেও আছে। কিন্তু ত্রিপুরার মধ্যে কি দেখতে পাই ? আমরা যখন গত ১৯৬৩ সনে Hazaribag Jail এ ছিলাম তখন সামান্য কয়েকজনকে মাত্র ৫০৲ টাকা হারে মাথা পিছু দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য State এ যা নিয়ম কানুন আছে সাধারনতঃ ত্রিপুরাতে তা follow করা হয় না। যেমন West Bengal এ আছে—প্রত্যেক কয়েদীদের যদি ৫০৲ টাকা করে অন্যান্য খরচ ধরা হয় তাহলে পরিবারের লোক সংখ্যা যদি ২ জন হয় তবে ৩০৲ করে ৬০৲ টাকা, ৩ জন হলে ৩০৲ করে ৯০৲ টাকা ধরা হয়, তাছাড়া Extra ধরা হয় ৫০৲ অন্যান্য খরচের জন্য। কিন্তু ত্রিপুরাতে সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই। আজকে একজন Detenu র পরিবারে যদি ৭ জন লোক হয় তাকেও ৫০৲ টাকা, আর একজনের যদি ১ জন থাকে তাকেও ৫০৲ টাকা, আবার ১০ জন হলেও ৫০৲ টাকাই দেওয়া হয়। অর্থাৎ তার কোন তারতম্য বা বিবেচনা নেই। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সবাই আবার পায় না। Authority যাকে দেওরার ইচ্ছা পোষণ করেন তাকে দেন অন্যেরা পায় না। এরকম অনেকেই পায় নাই বা পাওয়ার কোন ব্যবস্থাও নাই। ইতিমধ্যেও আমরা দেখেছি যে যারা বর্ত্তমানে detenu আছেন তাদের মধ্যে মাত্র ৫ জনকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে দুজন Ex-M.P. তাদেরকে ১০০৲ করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আর বাকী ৩ জনকে পাইকারী হারে ৫০৲ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আর অন্যান্য যারা আছেন তারা সরকারী মতে পাওয়ার কথাই নয় অর্থাৎ এখন পর্য্যন্ত পাচ্ছেন না। কাজেই বন্দী হিসাবে তাদের family wages দেওয়ার কথা বা দেওয়া দরকার। সেখানেও discrimination করা হয়। খুসী হয়ে কাউকে দিল, কাউকে দিল না। অর্থাৎ সরকার নিজের খুশীমত দেন। কিন্তু যারা পেল না তাদের পরিবারের দুর্দ্দশা ও অস্বাভাবিক অবস্থা বর্ণনাতীত। এই হলো ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা। আমরা ভারতবর্ষে বাস করি। ত্রিপুরা রাজ্যের মত অন্যান্য State এ ও Detenu আছে। অন্যান্য State গুলি detenu সম্পর্কে যে সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে চলে ত্রিপুরা রাজ্য সাধারণতঃ তা মেনে চলে না। আমরা প্রায়ই শুনতে পাই যে আমরা West Bengal কে follow করি। West Bengal যা করে প্রায় সময়ই দেখি যে এখানে তাই করে। কিন্তু সরকারের সুবিধা-মত বেছে নেওয়া হয় এবং amend করে, কোনটা আবার Extend করে। কিন্তু জনসাধারণের সুবিধার জন্য যে সমস্ত আইনগুলি এখানে কার্য্যকরী করা দরকার বা extend করা দরকার এসব

ক্ষেত্রে তা আমরা দেখতে পাই না। যেমন Revision of pay scale, Detenu allowance এর বেলায়। ফলে আজকে inhuman harrassment চলছে। অর্থাৎ একটা পরিবারের মধ্যে গৃহস্বামীর উপরই পরিবারের সব কিছু নির্ভর করে এটা সকলেই জানেন। তাকে যদি মাসের পর মাস আটক করে রাখা হয় তবে তার পরিবারবর্গ কি করে চলতে পারে এ সম্পর্কে সরকার জেনেও অনেক সময় কিছু করে না। অর্থাৎ বন্দী, বন্দীই। তার উপর সরকারের কোন দায় দায়ীত্বই যেন নেই। আজকে সে খেয়ে পরে বেঁচে থাকুক বা না খেয়ে মরুক তাতে সরকারের কিছুই যায় আসে না। কাজেই এই সমস্ত অবস্থার অবসান হওয়া দরকার। আর একটি ঘটনা হলো শ্রীবীরেন দত্ত election case পরিচালনা করার ব্যাপারে bail পেয়েছিলেন। এই Bail Expire করে ২৩।৬।৬৮ তারিখে। তার পরও তাকে D. M. আর Re-arrest করে নাই। এর পর J. C. তাকে জিজ্ঞাসা করে, তার Bail Bond এর date শেষ হবার পরও তাকে arrest করা হয় নাই কেন? যা হোক J. C, শেষ পর্য্যন্ত হেবিয়াস করপাস্ কেস বলে final hearing না হওয়া পর্য্যন্ত date বাড়ালো। যা হোক এ সম্পর্কে হাউসকে আমি জানিয়ে রাখলাম। আমি কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে যাচ্ছি না।

Mr. Speaker— মাননীয় সদস্য শ্রীবীরেন দত্তকে আবার হাজতে দিতে চান?

Shri AGHORE DEB BARMA— হাজতে দিবার কথা আমি বলছিনা, অর্থাৎ যার Bail bond এর date expire হয়ে গেছে, সরকার তাকে আর ধরল না। তার Case টা আবার কি করে hearing হতে পারে এটাই আমার প্রশ্ন। ধরে নিবার কোন প্রশ্নই উঠে না, এটা শুধু মানুষকে harassment করার একটা ব্যবস্থা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সমস্ত detenu দের একটি ground এ arrest করা হয়। তার মধ্যে একটা অংশকে ছেড়ে দেওয়া হল, আর একটা অংশকে আটক করে রাখা হল। সরকার ইচ্ছা করলে তাদের ছাড়তেও পারে। আমার প্রশ্ন হল একই ground এ যখনই সকলকে আটক করা হয় আর এর মধ্য থেকে কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন বাকী লোককে শুধু harassment করার জন্যই সরকার খামখেয়ালী ভাবে এ সব কাজ করছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল সিংহ, নানা জায়গায় সাংবাদিক সম্মেলনে যখন বৃক্তা দেন তখন প্রায়ই বলতে শুনা যায় যে তাদের সেংক্রাকের সঙ্গে যোগাযোগ আছে। যদি তাই হোত তবে তাদের detention করার যে grount তার মধ্যে নিশ্চয়ই এই সেংক্রাকের কথা থাকত। কিন্তু চীফ মিনিষ্টার বা প্রশসানের সেই সাহস নাই। এটা যে সত্যের বিপরীত একটা যুক্তি তা বলার কোন অপেক্ষা রাখেনা। আর তারা যদি খাদ্য সংগ্রহের ব্যাপারে কোন বাধা দিয়া থাকে তবে কোন Specific Case থাকলে তার বিচারের জন্য আদালত আছে। সরকার তা করে নাই। আর একটি অভিযোগের কথা শুনা যায় যে তারা নাকি forest plantation এ বাধা সৃষ্টি করে, গাছ ইত্যাদি জ্বালাইয়া দেয়। তাতে যদি কোন Specific Case থাকে

তবে কোর্টে এ মামলা দায়ের করা চলে। কিন্তু তা করা হয় না, কারণ এর মূলে কোন ভিত্তি নাই। এর কারণ আপনারা জানেন যে গত নির্বাচনের প্রাক্কালে আমি এখানে শুধু একটি উদাহরণ দেব—পাকিস্থান থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু যখন ত্রিপুরার মধ্যে আসতে লাগল তখন গর্জি Range forest এর নিকটে ৩ ঘর মুসলমান পরিবার ছিল। সেই ৩ ঘরের জায়গায় exchange করে পাকিস্থান থেকে ৫৭ ঘর লোক আসল। তার চতুর্দিকে শালবন এবং within the reserve boundery. তারা আসার আগেই তাদের নাম ভোটার লিষ্টে উঠে যায়। কারণ ভোট তো পেতে হবে। মাননীয় সদস্য নিশিবাবু ভোট পাওয়ার জন্য তাদেরকে বলে ছিলেন তোমরা এই reseve forest এর ভিতরে বাড়ী কর। C. F. O. মহাশয় এ সব দেখেও কিছু বলেন নি। কারণ তখন ভোটের সময়। তিনি ফিরে এলেন। তারপর ভোট পর্ব্ব যখন শেষ হয়ে গেল তখন ৩টি পরিবারের জায়গায় ৫৭টি পরিবারের জায়গা কিছুতেই হতে পারে না। কাজেই এই reserve forest এর ভিতরে যে যেভাবে পারল শাল গাছ কেটে বাড়ী ঘর তৈরী করতে আরম্ভ করল। তখন তাদের বিরুদ্ধে notice serve করা হলো। করার পর তাদের মধ্যে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হতে লাগল। মাননীয় নিশিবাবুর কথায় তারা সেখানে বসবাস করতে ছিল। এ নিয়ে অনেক গোলমাল আরম্ভ হলো। তখন তিনি একটা ব্যবস্থা করলেন। কারণ নূতন যারা আসছে তারা বনকরের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করবে না। তাদেরকে ঐ জায়গাটা পাওয়ার জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার। তিনি কি করলেন? সকলেই জানেন এই রাজ্যের জুমিয়ারা গ্রামের মধ্যে বসবাস করেন। যেখানে জুমিয়াদের বাড়ী, যেখানে জুমিয়াদের গ্রাম সেখানেই Reserve forest, সেখানেই plantation. সে জন্য তাদের মনে দুঃখ আছে তারা বনে ঢুকতে পারেনা। জুম করতে পারে না, অর্থাৎ বনকর জুলুম সম্পর্কে তারা অতিষ্ঠ হয়ে আছে। এই সুযোগে তিনি কি করলেন। তাদেরকে নিয়ে এই বৎসর যে জায়গাটা plantation হওয়ার কথা সেই জায়গার এলাকার লোকদের দিয়ে জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করান। তখন তিনি তাদেরকে গিয়ে বললেন যে এই জায়গাটা যাতে ফরেষ্ট থেকে মুক্ত করা যায় তার জন্য Petition করো। তাঁর কথা মত তারা দরখাস্ত করল। তিনি তদারক করলেন এবং এই জায়গাটা ফরেষ্ট এলাকা থেকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে উচ্কানি দেওয়া হল যে এই জায়গায় তো হবে না। এখানে যদি plantation হয় তাহলে তো আর থাকতেই পারবে না। কাজেই entire জায়গাটা নিতে হবে। বনকর বিভাগটা একটা উৎপীড়ক বিভাগ বলে আমি নিজেও বলেছিলাম। কাজেই জনসাধারণ অনেক দুঃখ কষ্ট বিড়ম্বনা পেয়েছে। এই সুযোগে সেটা সেখানে করা হয়। তারপর এটা বাড়তে বাড়তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যখন এই movement দেখা দেয়' গাঁয়ের একটা কথা আছে— লাগাইয়া দিছে বান্দর পুছ, ছুটাইতে পারে না বিবির পুত। তিনি লাগিয়ে দিলেন ঠিকই, তারপর সমস্ত গ্রাম বনকর বিরোধী যে একটা মনোভাব মানুষের মধ্যে আছে সেটা সমস্ত

গ্রামের মধ্যে স্বতঃ স্ফুর্ত্তভাবে ছড়িয়ে পড়ল। আন্দোলনটা বাড়তে লাগল। এবং পেড়াতে যে ঘটনাটা ঘটল—আমি এখন জোড় করে বলতে পারি পেড়াতের লোকের উপর পুলিশ যে অত্যাচার করেছে আজ যদি এ কথা নিশিবাবুকেও বলেন তিনিও বলবেন যে তারা সব কং-গ্রেসের লোক। এই ভাবে শুধু ঐ ৩টি পরিবারের জায়গায় ৫৮টি পরিবারকে Reserve করেই এ জায়গা দেওয়া হয়েছে এ কথা নয়। ঐ entire এলাকার মধ্যে এত নূতন লোক এসেছে যে পুরাতন লোক খুজে বের করাই মুস্কিল। সেখানকার মানুষকে within the Reserve forest এর মধ্যে জায়গা দিতে হবে। কারণ তারা নূতন লোক। তারা সরকারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন করবে না। কাজেই তাদেরে এইভাবে ইন্ধন জোগিয়ে ভিতরে ভিতরে conspiracy করে এ ভাবে টেলে দেওয়া হলো। পরবর্ত্তী সময়ে কি করল—সমস্ত মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্টরা এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা করেছে, বন জ্বালিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে একটা false ground দিয়ে তাদেরে আটক করা হয়েছে। আমি আরও জানি বিলোনীয়ায় মুহুরীপুর forest area র মধ্যে O. 36 sq mile যে Reserve করা হয়েছে জুমিয়া ও Agriculturist দের Rehabilitation এর জন্য, কিন্তু আপনারা যদি যান তবে দেখবেন যে একটি জুমিয়াও সেখানে নাই। সেখানে সর্ব্বত্রই নূতন লোক বসানো হয়েছে। আমি জানি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে Settlement office কে একটি note ও দিয়াছিলেন। কিন্তু সদস্যরা নিজে চেষ্টা করে সেখানে অন্যলোক বসাবার ব্যবস্থা করেছেন এই হল অবস্থা। যত দোষ নন্দ ঘোষ। তারা নিজেরা সব দুষ্কর্ম করে বিরোধী দলের যে সব রাজনৈতিক কর্ম্মী আছেন তাদের ঘারে সব চাপাবার ব্যবস্থা করেছেন। তারা একটা উদ্দেশ্য নিয়ে এ সব কাজ করেন, যখন তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যায় তখন এই ঘটনা নিরপেক্ষ ভাবে যদি তদন্ত করা যায় তা হলে দেখা যাবে আজ C. P. I বলে যে সব লোককে জেলে পুড়ে রাখা হয়েছে তাদের কোন দোষ নাই। নিরীহ পাহাড়ীয়া সম্প্রদায়ের লোকরা বুঝতে পারেনা কে তাদের উপকার বা অপকার করবে।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বা দশরথ দেববর্মার নামে যদি specific কোন case থাকে তবে সরাসরি তারা Court এর মধ্যে case করতে পারে। কিন্তু সেদিকে তারা যাবে না, শুধু একটি মাত্র মতলব হল যে বিরোধী দলকে দুর্ব্বল করার জন্য তাদের মাসের পর মাস আটক করে রাখা হয়, Procurment সম্পর্কে যে সব ঘটনা হয়েছে আমরা চাই এ সম্পর্কে তদন্ত করা হোক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকেও বলেছেন যে ১২॥ কানির জমির উর্দ্ধে যাদের জমি আছে তাদের থেকে requisition করে ধান আনা হয়েছে এ সব মিথ্যা কথা। আমরা যতটুকু জানি ......।

SHRI ABDUL WAZID :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মিথ্যা কথা কি বলা যায় ?

MR. SPEAKER :— মিথ্যা কথা unparliamentary.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— এটা সত্যের বিপরীত কথা, আমি withdraw করে নিচ্ছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত এমন ঘটনা আমি জানি ও দৈনিক পত্র পত্রিকায় উঠেছে যাদের জমি মাত্র ২—২॥ কানি তাদের নিকট হইতেও জোর করে ধান আদায় করা হয়েছে। এই সম্পর্কে বহু complain আমরা করেছি, কিন্তু সরকার কোন কর্ণপাত করেন নাই। যাদের ধান খোরাকীর বেশী আছে তাদের থেকে ধান নিয়ে আসলেও নায্য দাম দিলে আপত্তির কোন কথা নাই। কিন্তু আপত্তি কোন জায়গায়। যাদের জমি মাত্র ৩ কানি ৩॥ কানি এই সমস্ত জমির মালিকদের নিকট হইতে পুলিশ নিয়ে জোড় করে ধান নিয়ে আসা হয়। আমি জানি টাকারজলা থেকে জম্পুই বাজার পর্য্যন্ত পুলিশ ঘেরাও করে খোরাকীর ধান এমন কি বীজের ধান পর্যান্ত নিয়ে আসা হয়েছে, এ হল অবস্থা। কাজেই আজকে বিনা বিচারে যদি লোককে আটক করে রাখা হয় এবং রাস্তার মধ্যে লোককে গুলী করে মারলেও যদি বলা হয় এটা গণতন্ত্র, তবে বলার কিছু নেই। যদি কোন লোক অপরাধ করে, তা হলে তার জন্য আইন আদালত আছে, যদি দোষী সাব্যস্ত হয় তবে জেল হবে, কিন্তু উদ্দেশ্য মূলক ভাবে বিনা বিচারে যদি গণতন্ত্রের নামে এই ভাবে বিরোধীদলকে অপদস্ত করা হয় তাহলে গনতন্ত্রের কোন মূল্য থাকে না। কাজেই আমি এই হাউসের নিকট অনুরোধ করব যে তাদের যেন অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হয়। আর একটি খবর আমি পেয়েছি যে গত ২১।৮।৬৮ তাং হইতে কমরেড করুণা রায় নামক একজন বন্দী নাকি প্রেসিডেন্সী জেলে অনশন করতে শুরু করেছেন। উনার দাবী হচ্ছে, সমস্ত বন্দীদের মুক্তি করা, family wage সবকে দেওয়া, আর প্রেসিডেন্সী জেল থেকে আগরতলা জেলে তাদের বদলী করা। আর যে সব political case pending আছে সে সব তুলে নেওয়া। এই কয়েকটি দাবীর উপর ভিত্তি করে তিনি আমরণ অনশন শুরু করেছেন। কাজেই যুক্তির খাতিরে যদি মেনেও নেই যে ধান কাটার সময় তারা বাধা দিয়েছিল তবুও আমি বলব যে এখন আর ধান কাটার সময় নেই, সেই যুক্তি এখন অচল, অতএব এখনতো আর ধান কাটা নেই। যে যুক্তি নিয়ে তাঁরা আটক করেছেন সেই যুক্তি এখন অচল। কাজেই আজকে তাদেরকে আটক রাখার কোন যুক্তি নেই। অতএব অতি সত্বর আটক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হউক। এই বলেই আমার প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখছি।

MR. SPEAKER :— Now I call on Hon'ble member Shri Debendra Kishore Chowdhury.

SHRI DEBENDRA KISHORE CHOWDHURY :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু বন্দীমুক্তির জন্য যে সব যুক্তি দেখালেন তাতে সভার সমস্ত সদস্যই হয়ত বুঝতে পেরেছেন যে ইহার মধ্যে কোন সারবত্তা নেই এবং পেছনে এমন ইঙ্গিত রেখেছেন যে উনারা (বন্দীরা) আরো কিছুদিন জেলে থাকলে উনি খুশী হন।

উনার বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে যে জেলে উনারা যে ভাতা পান, যে diet charge সরকারকে বহন করতে হয় তাতে উনারা ইচ্ছা করেই এ সব কাজ করবেন যাতে জেলে গিয়ে উনারা জামাই সেবা পান। আজকে তিনি অনেক বড় বড় বুলি আওরিয়েছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলন, গণতন্ত্র রক্ষায় উনারা আমাদের সঙ্গে কতটুকু সহযোগিতা করে চলেছেন তার নিদর্শন আপনারা পেয়েছেন অনেক সময়। কারণ আমরা দেখতে পেয়েছি গণতন্ত্রের নামে উনারা Cooperation করতে গিয়ে আমাদের যে সমস্ত development মূলক কাজ আছে সেগুলি যাতে ধ্বংস হয় তার চেষ্টা করে চলেছেন। হাজার হাজার নরনারী যখন আশ্রয় নিয়েছিল এখানে পাকিস্থানের অত্যাচারে, তখন তারা গণতন্ত্রের নামে তাদের গলায় ছুরি বসিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর দেখতে পাই—আমরা যখন শিক্ষায় দীক্ষায় সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট তখন উনারা ছেলেদের নানা রকম যুক্তি দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে আসেন। গণতন্ত্রের সংগে কো-অপারেশন করতে গিয়ে আমাদের যত গুলি উন্নয়নমূলক কাজ আছে সেগুলি যাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তার জন্য ওনারা চেষ্টা করে চলেছেন। পাকিস্থানের অত্যাচার ও অবিচারে টিকতে না পেরে হাজার হাজার নরনারীযখন আমাদের দেশে আশ্রয় নিয়েছিল, তখন ওনারা গণতন্ত্রের নামে তাদের গলায় ছুরি বসিয়ে ছিলেন। তারপর দেখতে পাই যে আমরা যখন শিক্ষায় দীক্ষায় সচেষ্ট তখন ওনারা ছেলেদের নানা রকম কুযুক্তি দিয়ে রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে আসছেন। আজকে শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটছে এবং আমাদের জাতীয় উন্নতিতেও ব্যাঘাত ঘটছে—ওনার সেই গণতান্ত্রিক অসহযোগীতায়। আজকে যখন নাকি হাজার হাজার লোক দুর্ভিক্ষের প্রকোপে মরে যাওয়ার উপক্রম হতে লাগল, সরকার যখন এই নীতি গ্রহণ করলে যে "যাদের সহায় সম্বল আছে তারা যেন যাদের নেই তাদেরকে বাঁচায়"। তারা শুধু bureaucracy এর বড় বড় বুলি আওড়াতে পারে। কিন্তু সরকার যখন বড় বড় জোতদারের কাছ হতে ধান চাউল নিয়ে সরকারী গোলায় জমাতে লাগল—যেগুলি গরীবদের মধ্যে তাদের প্রয়োজনে বিলিয়ে দেওয়া হবে—তখন তারা আওয়াজ তুললো যে "জান দেব কিন্তু ধান দেব না"। তাদের উদ্দেশ্য হল যাদের গোলায় ধান আছে তা তাদেরই থাকুক আর যাদের নেই তারা না খেয়ে মরুক। কিছু দিন আগেও এই সভাতে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছিলেন যে বন্যা হয়, এই হয়, ঐ হয় সরকার তার প্রতিকার কিছুই করেন না। কিন্তু আজকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা যে Plantation করছি তাতে জমির ক্ষয় নিবারণ হবে এবং ঐ Plantation এর দ্বারা আমাদের এখানে নানাবিধ কাঠ শিল্প গড়ে উঠতে পারবে যার ফলে হাজার হাজার লোক চাকুরী করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। কিন্তু তারা আজ ঐ Plantation কে পুড়িয়ে দেবে। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগীতা করার তাদের নীতি। তাই আমি ওনার ভাষাতে বলব যে যারা এই ধ্বংসাত্মক কাজ করে দেশকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে সরকার সেই সব সর্বনাশকারী সন্তানদের বন্দী করে ঠিকই করছে। ওনার কাছ থেকে শুনেছি যে

মস্তান কাদের বলা হয়। আমার মতে ওনাদেরকে আজ মস্তান বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তাই এই মস্তানদের আটকিয়ে রেখে হাজার হাজার গরীবকে বাঁচানো যেতে পারে, এবং ত্রিপুরার উন্নতি বিধানে যে সকল উন্নয়ন মূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা যদি ঠিক ঠিক ভাবে করা হয়, তাহলে সরকার জনসাধারণের উপকার ছাড়া অপকার কিছুই করবে না। তাই সরকার ঐ সব মস্তানদের আটকিয়ে রেখেছেন। তারপর তিনি আর একটা অভি-যোগ করেছেন, আমাদের মাননীয় সদস্য নিশিবাবু নাকি কাদের মধ্যে জমি বিলি করে দিয়েছেন। ওনারা পারেন, হাজার হাজার লোকের মধ্যে ওনারা জমি বিলি করতে পারেন আবার টাকাও বিলি করতে পারেন। কিন্তু আমরা জানি যে কোন বিধান সভার সদস্যের এমন কোন অধিকার নেই যে তারা জমি বিলি করতে পারেন। ধান বিলি করতে পারেন বা জোর করে কারও জমি অন্যকে দিতে পারেন। এ সব ওনাদের পক্ষে সম্ভব বলেই তারা এরকম সমালোচনা করতে পারেন। তিনি আরও বলেছেন যে পাড়াতিয়ার সব লোকই নাকি কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে। কে কংগ্রেসকে ভোট দিল বা কে দিল না তা নিয়ে গণতান্ত্রিক দেশে উন্নয়ন মূলক কাজ হয় না। কংগ্রেস গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সব কাজ করে যাচ্ছে। তাই আমরা দেখি ওনাদের বন্ধু দেশগুলির মধ্যে যখন আদর্শের সংঘাত ঘটে তখন তারা একে অন্যের গলা টিপে ধরে এবং তাদের বুকের উপর দিয়ে tank চালিয়ে নিয়ে যায় কিন্তু আমরা তা করিনা। আমরা জানি যারা মস্তানের দলে আছে, সেই মস্তানদের কাছে বিরক্ত হয়ে তারা বুঝতে পারবে যে তারা দেশের উপকার না করে অপকার করে চলছে এবং তারা বুঝতে পারবে যে কংগ্রেস যে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করছে এবং যে গণতন্ত্র সম্মত উপায়ে চলতে শুরু করছে—সেটাই প্রকৃত পন্থা। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দিন দিন সেই মস্তানদের দল কমতে কমতে কোথায় এসে পৌঁছেছে। এটা শুধু আমাদেরই কথা নয় এটা জনসাধারণের কথা। তাই আজকে কতকগুলি অজুহাত দেখিয়ে এই সভাকে বা জন সাধারণকে মাৎ করতে চেষ্টা করলে চলবে না। পিছনে যুক্তি থাকতে হবে এবং কাজ দেখাতে হবে। জনসাধারণকে বুঝাতে হবে যে আমরা কি করতে চাই এবং কি করতে চলেছি। তাই শুধু নিশিবাবু এ করেছে, ভচলম্পা ঐ করেছে এই সব বললে জনমত ভুলবেনা। জনগণ ঠিক জানে যে কে কি কাজ করছে। তাই মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু বলেছেন যে C. P. M. এর অবদান হল ঐ সেক্রাক দল। আর তা ঢাকবার জন্য কতরকম চেষ্টা করা হচ্ছে, এক-বার R. P. C. এর উপর চাপানো হচ্ছে, তারপর প্ল্যানটেইশান পুড়ানোর কাজ সেটা চাপানো হচ্ছে শিশিবাবুর উপরে কি মজার ব্যাপার। কিন্তু জনসাধারণ কি দেখতে পায় না যে কারা জনসাধারণেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে? তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কারা ছিনিমিনি খেলছে? এবং কারা গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে তা মানব বলে পিছন থেকে চুরি মারছে। তাই আমি মাননীয় সদস্য অঘোর বাবুকে বলছি যে সমালোচনা ভাল তবে বাস্তব সমালোচনা চাই।

বাজিমাৎ করবার জন্য অনেক কিছু বলা যায় কিন্তু জনসাধারণ এখন সব জানতে শিখেছে এবং বুঝতে শিখছে, তারা আজ বিচার করবে কাজের মাধ্যমে। তাই আমাদের আবেদন হল আমরা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছি এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে কাজ করে যাচ্ছি তার সঙ্গে যদি আপনাদের হৃদয়ের যোগাযোগ করতে পারেন, তাহলে এই গণতান্ত্রিক সরকার আপনাদের সুখী করতে পারবে। আর তা না হলে এখানে বসে যদি স্বপন দেখেন যে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করবেন তাহলে আর চলবেনা ভারতবর্ষ সেই দেশ নয়। তাই আমি বলছি যে আজকে মস্তানদের সমর্থন করে আপনি যে ভাবে সভা মাৎ করতে চেয়েছেন তাতে সভার কেউ বিভ্রান্ত হবেন না।

MR. SPEAKER—I would now call on hon'ble member Shri Abhiram Deb Barma.

Mr. Abhiram Deb Barma—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে প্রস্তাব এই সভার সামনে রেখেছেন এবং প্রস্তাবের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি রেখেছেন. বাস্তবের দিক থেকে বিচার করে এবং ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকারের কুকীর্ত্তি গুলি যে তুলে ধরেছেন তারজন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আর তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি এই কথাই প্রথম বলব, মাননীয় সদস্য দেবেন্দ্র কিশোর মহোদয় যে ভাষা এখানে রেখেছেন তাতে মনে হয় যে বাস্তব অবস্থার দিকে তাঁর কোন যোগাযোগ নাই। আর তাই যদি হত, তবে তিনি এসব কথা বলতে পারতেন না। গত ফেব্রুয়ারীতে আমাকে এবং আরও ত্রিশজন কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মি ও নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়, কার আদেশে—ত্রিপুরা জেলাশাসকের আদেশে। আমাদের অপরাধ তারা দেখিয়েছেন যে সরকারী প্রকিউরমেন্টের কাজে নাকি আমরা বাঁধা দিয়েছি, আর ত্রিপুরার বনজ সম্পদ নষ্ট করেছি। এগুলিই হল আমাদের আটকের কারণ। প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব C.P.M. কর্মিদের প্রকিউরমেন্টের কাজে বাধাদানকারী দোষী সাব্যস্ত করে Preventive Act এর ধারা অনুযায়ী আটক করা হল. এবং করার পরে যখন ত্রিপুরা রাজ্যে ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ১/২ কানি জমির মালিকের উপর লেভীর নোটিশ জারী হল। আর সেই লেভীর ধান আদায় করতে গিয়ে ডাকাত দস্যুদের মত বাড়ীর মালিক না থাকা অবস্থায় ধান আনা হয়েছে। আমি বিশেষ কোন উদাহরণ দেবনা—মাননীয় সদস্য যতীন্দ্র বাবুও জানেন যে মজলিশপুরের সুবল দেববর্মার বাড়ীর কথা। সেটা মাননীয় সদস্যেরই নির্বাচন কেন্দ্র। তিনি সুবল দেববর্মাকেও নিশ্চয় চেনেন। তার বাড়ী থেকে যখন ধান আনা হল, তখন সেই সুবল দেববর্মা কি বাড়ীতে ছিলেন? এই খাদ্য নীতি যখন গত ডিসেম্বর মাসে ঘোষিত হয়েছিল, তখন আমরা বলেছি যে আমরাও এই প্রকিউরমেন্টের স্বপক্ষে-বিরোধী নই। কিন্তু যে নীতিতে তা সংগ্রহ করা হবে সেটা আমরা জানিনা। একারণে

যে কো-অপারেটিভের মাধ্যমে এই ধান সংগ্রহ করা হবে এটা হচ্ছে একটা চোরের আড্ডাখানা। আমরা এই বিধান সভায়ও এর সমালোচনা করেছি। আমরা বলেছিলাম যে গ্রামের মধ্যে যে সব জনপ্রতিনিধি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত—গ্রামের লোকের দুঃখ দুর্দ্দশা অভাব-অভিযোগের জানার জন্য এবং তার প্রতিকারের জন্য সেই সব পঞ্চায়েৎ প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই দায়ীত্ব দেওয়ার জন্য। কিন্তু ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার তখন তা কানে তুলেননি। তারা তাদের ঘোষিত নীতি অনুসরণ করিয়া বিপুল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এই কাজে এগিয়ে চলেছেন। আপনারা কেউ ইতিহাসের পাতায় এই রকম ঘটনার কথা কোনদিন দেখেছেন? পুলিশ বাহিনী নিয়ে মানুষকে ঠাণ্ডা করা যায় এবং কোন কোন নীতিকে কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়? আমরা তো দেখিনি। আপনারা যদি কোন দিন দেখে থাকেন, দেখতে পারেন। কাজেই আমরা তখন জোর গলায় এ কথা বলেছি যে এই নীতিতে হবেনা। আমরা প্রকিউরমেন্ট এর বিরোধী নই। আমরা এই কার্য্যে সহায়তা করব। আমরা ভবিষৎ সম্পর্কে জানি বলেই এই কথা বলছি। ত্রিপুরার আগামী দিন গুলি যে আসছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই এত অন্যায় ভাবে পুলিশ বাহিনী নিয়ে ধান জোর করে আনার পরেও, মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্যদের গ্রেপ্তার করার পরেও কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত এলাকার মানুষ না খেয়ে মরেছে। আমি আমার এলাকার কথা বলব না বা আগরতলার আশে পাশের কোন এলাকার কথা। ছামনুর কথা সবাই জানেন। আগরতলার জাগরণ পত্রিকা সবাই নিশ্চয়ই পড়েন। সেই জাগরণ পত্রিকা ঘোষণা করেছে যে সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা ৮জন। কংগ্রেসের খাদ্য নীতি যদি সুষ্ঠু হয়ে থাকে, বুভুক্ষু মানুষের মুখে অন্ন দেওয়া যদি নীতি হয়ে থাকে, যারা অনাহারে মরে তাদের বাঁচাবার দায়ীত্ব যদি তাদের হয়ে থাকে তাহলে এত বৎসর কংগ্রেসী রাজত্বের পরেও এত মানুষ কেন না খেয়ে মরে? এ কথাটার আজকে জবাব দিতে হবে কংগ্রেসী সরকারকে। কাজেই আমি আর খুব বেশী বলতে চাইনা। ফরেষ্ট এর প্ল্যানটেইনসান, ব্যাপারে কিছু বলছি। ত্রিপুরার ৬০ ভাগ মাটি বন বিভাগের দখলে চলে গেছে। বাকী ৪০ ভাগ মাটিতে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষ বাস করে। তার একটা বিরাট অংশ হলো জুমিয়া যাদের একমাত্র নির্ভর করতে হয় জুমের উপর। জুম যদি একটি বৎসরের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তারা না খেয়ে মরবে, এবং মরেছেও। আপনারা দেখেছেন রাইমা সরমার ঘটনা। এই বৎসরে সরকারী খাদ্য নীতি অনুসারে রাইমা সরমাতে চাউলের মণ ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত উঠেছে। আর বাজারে যারা মজুতদার, যারা চোরা কারবারী তারা লুটের রাজত্ব করে নিয়েছে। আমি মনে করি এই প্রিভেন্টিভ অ্যাক্ট তাদের উপর প্রয়োগ করা উচিৎ যারা মজুতদার, যারা চোরাকারবারী। কিন্তু এই যে খাদ্য নীতি রক্ষা করেছে, মুনাফাখুর মজুত-দারদের চোরাকারবারীদের। গ্রামগুলিতে আপনারা যদি গিয়ে থাকেন, অনেক সদস্য গিয়েছেন, মাননীয় ক্ষীতিশবাবু খোলা চিঠি পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছেন আজকে কমলপুরের অবস্থার কথা

জানিয়ে। কি অবস্থা হয়েছিল সেখানে। সেখানে কি কমিউনিষ্ট পার্টি গিয়েছিল ? না কোন কমিউনিষ্ট বলেছিল যে জান দেব তবু ধান দেব না ? কিন্তু আমরা তো দেখেছি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা। তালতা বাড়ীর ঘটনা—সে জমাতিয়া বাড়ীর ঘটনা যা ঘটেছিল—তারা কি কোনদিন কমিউনিষ্ট ছিল ? তারা কি কোনদিন কমিউনিষ্টকে সমর্থন করত ? যে পার্লামেন্টের সদস্য তিনিই তো সেই বাড়ীতে গিয়ে উঠতেন, থাকতেন। সেই বাড়ীতে যে ঘটনা হয়েছিল সেখানে কি কমিউনিষ্টরা উচ্‌কিয়ে দিয়েছিল ? আমি তো মনে করি যত দোষ সব কিছু মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্টদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা খালাস পাওয়ার চেষ্টা করছেন। সাধারণ বাংলায় একটা কথা আছে যারা পাপ করে তারা হয় সাত পুতের বাপ। কংগ্রেসরা সাত পুতের বাপ হতে চলেছে। কিন্তু যেহেতু সাত পুত এখন সাবালক হতে চলেছে সেইহেতু নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে এখন ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কাউরা কাউরি আরম্ভ হয়েছে। নিজেদের মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ ভাগ সবাই চায়। কাজেই এই পাপ কার্য্যের মধ্য দিয়ে কোনদিনই রাজত্ব ঠিকতে পারে না। তার গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করতে পারে না। আজকে আমরা তাই দেখছি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে ২৭টি আসন কংগ্রেস দখল করার পরে আমরা দেখছি যে তারা এত কাপুরুষ, এত ভীরু, যে Preventive detention Act এ মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট নেতাদিগকে আটক করার পরও এখানে রাখতে সাহস পাচ্ছেন না। এখানেই বুঝতে হবে যে কংগ্রেসীদের দুর্বলতা আছে। তারা তাদেরে সেই ভাগলপুরের জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরায় কি স্থান নেই ? ৩৩।৩৪ জনকে রাখার মত স্থান কি ত্রিপুরার জেলে নেই ? আমি জানি ত্রিপুরার জেলে রাখার মত ভাল ব্যবস্থা আছে। আমি নিজেও ত্রিপুরার জেলে কিছুদিন ছিলাম। আজকে স্থান নেই এই অজুহাত দেওয়া হচ্ছে কেন ? তারপরে অনেক চাপাচাপির পর Presidency জেলে তাদেরে আনা হলো। Presidency জেলে আমি ছিলাম। সেখানের কি অবস্থা তা আমি জানি। Presidency হচ্ছে rationing এলাকা। একজন detenuর বরাদ্দ ১০৭ গ্রাম মাত্র। আমি মাননীয় সদস্যদিগকে প্রশ্ন করতে চাই যে ১০৭ গ্রাম চাউলে একজন লোকের একদিনের খোরাকি হয় কিনা ? যে rationing এলাকায় পকেটে পয়সা থাকলেও কিছু কিনে খাওয়ার মত কোন উপায় নেই। আর সেখানের যে জল তা মানুষ খেতে পারে না নোনা জল। কিছুদিন আগে আপনারা যুগান্তর পত্রিকায়ও নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন যে সেই যুগান্তর পত্রিকায় লিখেছে যে প্রেসিডেন্সি জেলের যারা কয়েদী হাজতী এবং ডেটিনিউ তাদের রক্তাল্পতা দেখা দিয়েছে। ২।১ জন মারাও গিয়েছে। এই রক্তাল্পতার কারণ তারা পরিপুষ্ট খাদ্য পান না। আর ভাগলপুর জেল থেকে এনে প্রেসিডেন্সি জেলে ১০ দিন থাকার পর আমাদের ডেটিনিউ দের বা কি অবস্থা তা না দেখলে বুঝা যায় না। উপেন্দ্র দেববর্ম্মা যখন ভাগলপুরে ছিল তখন তার ওজন ছিল ৫৭ কেজি। আর প্রেসিডেন্সি জেলে ১০ দিন

থাকার পর তার ওজন হয়েছে ৫৩ কেজি। এভাবে সকলেরই ওজন কমতে শুরু হয়েছে। এই যদি অবস্থা হয় এবং তাদেরে যদি প্রেসিডেন্সি জেলে রাখা হয় তাহলে তাদের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটবে। মুক্তি সাপক্ষে তাদের সত্বর ত্রিপুরার জেলে এনে রাখা দরকার। তা যদি না করেন তাহলে তাদেরে যে তিলে তিলে হত্যা করতে চান এই কংগ্রেসী সরকার এটাই প্রমাণিত হবে। এই কংগ্রেসী সরকারের যদি সাহস থাকত তাহলে তাদেরে ত্রিপুরার বাইরে রাখতেন না। আমরা দেখেছি যে ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশেও প্রিভেন্টিভ ডিটেনশান অ্যাক্ট এ আটক করা হয়। কিন্তু এই ভাবে অন্য প্রদেশের জেলে নিয়ে রাখার কোন উদাহরণ তো আমরা দেখি না। ত্রিপুরা কংগ্রেসী সরকারের রেকর্ডটি আমরা দেখলাম। কাজেই আমি এই কথা বলব যে ফরেষ্ট এর নামে যেখানে জুমিয়াদের শতকরা ৬০ ভাগ জমি ফরেষ্ট এর সীমানা বলে দখল করে নিয়ে যায় সেখানে যদি তারা আন্দোলন করে সেটাও কি অপরাধ? যেখানে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে সেখানে সেও আন্দোলন করতে পারবে। আমি তো মনে করি না যে সেটা তার অপরাধ। আমি তো মনে করি ন্যায্য দাবীর জন্য সংগ্রাম করার গণতান্ত্রিক অধিকার তার আছে। বাঁচার তাগিদে দাবী আদায় করতে চাইছে। ত্রিপুরাতে আজকে যে নীতি চলছে সেই নীতির জন্য আজকে ত্রিপুরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। কাজেই আমি মনে করি, যে সমস্ত detenu দের আটক করা হয়েছে তাদেরে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া দরকার। এবং তারা যে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে আন্দোলন করতে চাইছে দেশের গরীব জনসাধারণের মুখের অন্ন জোগাতে চাইছে তাতে তাদের অবিলম্বে মুক্তি দিয়ে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। প্রেসিডেন্সি জেলের নানা অসুবিধার কথা জানিয়ে তারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত ও দিয়েছে। সেই দরখাস্তে তারা এই কথাই বলেছেনযে ১৭০ গ্রাম চাউল তাদের দেওয়া হচ্ছে। মোট ১৭০ গ্রাম চাউলে তারা চলতে পারে না। এমন কি টাকা থাকলে ও কিনে খাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। পশ্চিমবঙ্গের প্রিভেন্টিভ ডিটেনশান অ্যাক্ট এর এমেণ্ডমেন্ট অনুযায়ী যে তাদের খাদ্য দেওয়া উচিত। কিন্তু ত্রিপুরাতে সে ব্যবস্থা নেই। পশ্চিম বঙ্গের হারে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। সে হারে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার। এবং যে হারে ডেটিনিউদের ওজন কমতে আরম্ভ হয়েছে—১০ দিনে একজনের ৩ কেজি কমেছে তাদের যদি মাসের পর মাস সেখানে থাকতে হয় তাহলে তারা মরবে। কাজেই মুক্তি সাপক্ষে তাদের সত্বর ত্রিপুরার জেলে আনা দরকার। আমি একথা বলতে চাই যে যদি তাদের সত্বর ত্রিপুরার জেলে আনা না হয় তা হলে তাদের স্বাস্থ্য রক্ষা হবে না, তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি দেখা দেবে, তারা মরবে। সেইজন্য তাদের অবিলম্বে আনা দরকার। তারপর ডেটিনিউজদের গ্রাউণ্ডস্ গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, যেমন বীরেন দত্ত এবং সরোজ চন্দ সম্বন্ধে তাদের কাছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের

গ্রাউণ্ডস্ গুলো বিবেচনা করা হবে কিন্তু এ পর্য্যন্ত এ ব্যাপারে কোন আলোচনা বা বিবেচনা হয় নি এবং কবে যে হবে তা জানি না। কারণ কংগ্রেস দেশের রুলিং পার্টি এবং তারাই এ সব দুর্নীতি করতে চলছে। তারা যে জোতদার, মুনাফাখোর এবং মহাজনদের রক্ষক এটাই তার প্রমান। তাদের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা ভাল মানুষ সাজবার যে চেষ্টা, সেটা আর বেশ দিন চলবে না। দেশের প্রকৃত বাস্তব ঘটনা নিয়ে যদি তারা বিচার না করে তাহলে দেশের প্রত্যেক মানুষের যে গণতান্ত্রিক অধিকার আছে, সেটাকে হরণ করা হবে। অতএব তাদের মুক্তি সাপক্ষে ত্রিপুরার জেলে এনে রাখা হোক। এবং যারা এখন প্রেসিডেন্সি জেলে আছে তাদের অবিলম্বে আনা হোক এবং তাদের অতিসত্বর মুক্তি দেওয়া হোক এই আমার বক্তব্য।

Dy Speaker— Now I call on Shri Jatindra Kr. Mazumder.

Shri J. K. Mazumder— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে আজকে যে প্রস্তাব এসেছে সেই সম্বন্ধে যুক্তি দেখাতে গিয়ে মাননীয় সদস্য প্রস্তাবক প্রস্তাবের সপক্ষে অনেক কথা বলেছেন। ওনার যে যুক্তি তার বাস্তব গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করতে পারি না। কারণ তার যে প্রস্তাব সে প্রস্তাবের দ্বারা House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত তার বাচনিক ভঙ্গি ছিল কিনা সেটাতে সন্দেহ আছে এবং দেখেছিও তাই। কারণ তিনি এক জায়গায় বলেছেন কাউকে ছেড়ে দিন, আর কাউকে রাখেন। তাহলে indirectly বলতে চান যে সবাইকে আটক করে রাখা হোক্। তাছাড়া আর এক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন যে বীরেন বাবুকে ছেড়ে দিয়ে আর আটক করা হয়নি। তাহলে কি তার কাছ থেকে এ ইঙ্গিতেই পাই যে বীরেন বাবুকে আটক করলে তিনি খুসী হতেন। বীরেন বাবু তাদেরই বামপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি'র নেতা। আমরা এই ইঙ্গিত ও উনার থেকে পাচ্ছি যে বীরেন বাবুকে arest করলে তিনি খুশী হন, যেহেতু বীরেন বাবু বামপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি'র নেতা। বীরেন বাবু বাহিরে আছেন, organisation এ যোগ দিচ্ছেন, তাতেই বোধ হয় দক্ষিণ পন্থী নেতা হিসাবে অঘোর বাবুর দুঃখের কারণ। বাম পন্থীর কাছে কিছু নাম কিনবার জন্যই তিনি আজকে বিধান সভায় এই প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমি জোর করে বলতে পারি। তাছাড়া উনি যুক্তি দেখাতে গিয়ে কতগুলি কথা বলেছেন যে আজ মাননীয় সদস্য নিশিবাবু নাকি বন পোড়ানোর ব্যাপারে সর্ব্বময় কর্ত্তা। তাছাড়া আর এক জায়গায় তিনি বলেছেন মুহুরীপুরের একটি refugee কলোনীর কথা। আজকে detenus দের release এর প্রস্তাবের সমর্থনে কি যুক্তি তিনি দেখাতে চেয়েছেন সেটা আমি বুঝতে পারিনা। বুঝতে পারিনা এই জন্যই যে তিনি প্রথমেই বলেছেন বিনা বিচারে আটক রাখা হচ্ছে, বিচার তো তাদের হচ্ছেনা। যাদের আটক রাখা হয়েছে, তাদের সম্বন্ধে আমি এ কথা বলতে চাইনা যে বিভিন্ন কারণে তারা জড়িত ছিলেন কি ছিলেন না। একথা আমি বলতে চাই না। সুতরাং

তার ভাষণের মধ্যে যে কি সার বস্তু আছে, তার প্রস্তাবকে সমর্থন করার মত কি যে যুক্তি আছে আমি বুঝতে পারি না। অঘোর বাবু যে এই প্রস্তাব এনেছেন তা নাম কিনার জন্য এই বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। গত কিছুদিন আগে সেশানের সময় কিজানি একটা অরগানিজেশান করার সময় পুলিশ নাকি তাকে লাঠি পেটা করেছে এই সব কথা তিনি বলেছেন। তার আগে আমার বন্ধুর মনে পড়ে তিনি বলেছেন যে বামপন্থীরা ত অরগানিজেশান চালিয়েছে ৫ম সিডিউল এর দাবীতে, আমরা কি করি। অর্থাৎ বামপন্থীদের বেঁধে রাখা হয়েছে এটা যদিও তিনি মুখে বলেন অন্তরে তিনি যে খুশী নন এটা তার কথা বা কার্য্য কলাপে বুঝা যায় না। তবে কথার কথা একটা না বললেই নয়। শত হলেও কম্যুনিষ্ট পার্টি তো। যাহোক আর একটি কথা আমি উল্লেখ করতে চাই যে ওনার প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্ম্মা এক জায়গায় বলেছেন যে মজলিসপুরে সুবল দেববর্মার বাড়ী থেকে নাকি জোর করে বীজ ধান নিয়ে আসা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এসম্পর্কে আমার কিছু মনে পড়ছেনা। তবে আমি এইটুকু জানি যে মজলিসপুরে এব জায়গায় রিকুইজিশানের ধান আনতে গেলে পর তাদের টাক্কাল নিয়ে বাধা দেওয়া হয়। প্রচণ্ড বাধা দেওয়ার ফলে শেষ পর্য্যন্ত তারা ধান আনতেই পারেনি, তারপরে সেখানে পুলিশের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেখানকার জনসাধারণের কাছ থেকে আমি এই খবর শুনেছি। তবে সুবল দেববর্মা না কার বাড়ী থেকে এনেছে সেটা আমার জানা নাই। অভিরাম বাবু আরও বলেছেন যে প্রকিউরমেণ্টের ব্যাপারে বামপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি কোন উস্‌কানি দেয় নাই। তবে আমি জানি যে তাকে যেখান থেকে এরেষ্ট করা হয়েছে সেখানে বাধা দেওয়ার জন্য তিনি একটি দল গঠন করেছিলেন। কেবল পুরুষ দল নয় মহিলা বাহিনীও এবং ধান আনতে গেলে এই মহিলা বাহিনী টাক্কাল ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাধা দেয়। এই রকম একটি দলের যখন তিনি লিডারসিপে ছিলেন তখন তাকে এরেষ্ট করা হয়েছে। বড় বড় জোতদার থেকে সরকার ধান সংগ্রহ করতে গেলে ওনারা কোন বাধার সৃষ্টি করেন নাই বলে অভিরাম বাবু যে কথা বলেছেন আমি তার প্রতিবাদ করছি। তার একথা ঠিক নয়। আমি এও জানি অনেক জায়গায় বড় বড় জোতদাররা সরকারকে ধান দিতে রাজি ছিল, কিন্তু বামপন্থীদল—ঐ অভিরাম বাবুর দল তাদের ধমক দিয়েছে, বাধা দিয়েছে। তাদের বলেছে সরকারকে ধান দিলে বিপদ হবে। সরকারকে যে পরিমান ধান দিবে ঠিক সেই পরিমান ধান আমাদের কম্যুনিষ্ট পার্টিকেও দিতে হবে। অনেক কৃষক আমাদের বলেছে, বাবু আমরা ধান দিতে চাই কিন্তু পারছিনা। কেন পারছেন না তার খোঁজখবর নিয়ে আমরা এই সব তথ্য জানতে পারি। কাজেই এই ব্যাপারে যে তাদের উসকানি ছিলনা একথা তারা কিছুতেই প্রমাণ করতে পারবেন না। বরং এই হাউসে তারা যে বক্তব্য রেখেছেন সেই কথার ফাঁকে ফাঁকে অনেকটা ধরা দিয়েছেন। তাদেরকে আর একটি

কথা বলতে চাই যে সরকারী সংগ্রহ নীতিতে তারা যদি বিশ্বাসী হতেন তারা যদি জন সাধারণের........মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার আর কত সময় আছে? আমি আর কত মিনিট বলতে পারব ?

MR.SPEAKER :— Ooly 5 minutes

SHRI JATINDRA KR. MAZUMDAR :— তারপরে আমি বলতে চাইছি যদি তারা সংগ্রহ নীতিতে বিশ্বাসী হতেন যদি ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য তাদের প্রাণ কাঁদত, ত্রিপুরার গরীবদের জন্য যদি তাদের প্রাণ কাঁদত তাহলে বড় বড় জোতদার থেকে তারা কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা ধান সংগ্রহ করে সরকারের নিকট দিতেন? আমার তো মনে হয়। সেই রকম উদাহরণ তারা দিতে পারেননি। কারণ তারা সেই নীতিতে ছিলেন না। ধান যাতে সরকার সংগ্রহ করতে না পারেন সেই দিকেই ছিল তাদের দৃষ্টি এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিশেষ ভাবে কাজ করেছেন এবং বাধার সৃষ্টি করেছেন। প্রাণ দিব তো ধান দিব না, একথাটি সত্যি। এই যে যুক্তি তাহা এড়াবার শক্তি অভিরাম বাবু বা অঘোর বাবুর নেই। আমি জোর গলায় বলতে পারি। আজকে অঘোর বাবু যে প্রস্তাব হাউসের মধ্যে এনেছেন সেই প্রস্তাবটি শুধু এনেছেন প্রস্তাবের সুযোগ নিয়ে যতক্ষণ সময় বিধান সভায় পাওয়া যায় সেই সময়ে তিনি Ruling party তথা কংগ্রেসকে গালাগালি করে উনি একটু সান্ত্বনা পাবেন। এই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। বাস্তবিক ক্ষেত্রে বামপন্থী কমিউনিষ্ট পার্টির সবাই সদস্য কিনা, যারা আটক আছে, আমি জানিনা। তারা যে আটক আছে তাদের রিলিজ করার যে প্রস্তাব সেটা মূলতঃ উদ্দেশ্যমূলক এবং মুখ্যতঃ অন্যায়। আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই তারা যে সমস্ত প্রস্তাবের ডিসকাশান করেন তারা শুধু কংগ্রেসকে গালাগালি করেন। এই হল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। অভিরাম বাবু একটি কথায় বলেছেন সাত পুতের বাপ নাকি কংগ্রেস। আমি বলব কংগ্রেস শুধু সাত পুতের বাপ নয়। কংগ্রেস বাহান্ন কোটি জনসাধারণের পিতা এবং তাদেরও পিতা বললে অত্যুক্তি হয় না যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন সেই রাষ্ট্রের জনসাধারণ থেকে আরম্ভ করে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্ত কিছু রক্ষার দায়িত্ব কংগ্রেস সরকারেরই থাকবে। সেইহেতু আজকে সকলেই কংগ্রেসের পুত্রবৎ এবং আজকে অভিরাম বাবু এবং অঘোর বাবুও কংগ্রেসের পুত্র। তাই আমি তাদেরকে অনুরোধ করি বিধান সভায় যে কোন প্রস্তাব তারা আনেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তারা যুক্তিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করবেন। বাস্তবপূর্ণ কথাগুলি পরিবেশন করবেন। তা না করে তারা অযৌক্তিক ভাবে বক্তব্য পরিবেশন করেন। অঘোর বাবু যে প্রস্তাব আজকে হাউসে রেখেছেন সেই প্রস্তাব আমি তাই সমর্থন করতে পারিনা।

Shri Ghanashyam Dewan—

মাননীয় স্পীকার স্যার অঘোর বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি একটি কথাই বলব। যেহেতু অভিরাম বাবু আমাদের ছামনু এলাকার কথা বলেছেন। সেখানে নাকি না খেয়ে ৮ জন লোক যারা

গেছেন। আমি জানি যে ছামনু একটি ঘাটতি অঞ্চল, খাদ্যাভাব আছে, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এবং দুর্গমও কিন্তু তাই বলে আমাদের সরকার ছামনুর অধিবাসীদের সম্বন্ধে খাদ্যাভাব বা অর্থাভাব সম্বন্ধে যে ওয়াকিবহাল নহেন একথা ঠিক নয়। আমি জানি যে ইলেকসনের পরে আমার বিরোধী বন্ধুরা ত্রিপুরাতে পঞ্চম সিডিউলের অবতারনা করেন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই পঞ্চম সিডিউলের পরেই সেংক্রাকের আবির্ভাব হয় এবং বন আইন অমান্য সুরু হয়। জুম যদি করতে হয় বড় বড় অরণ্য আছে কিন্তু শালগাছ বা রবারের গাছ কাটিয়া দেওয়ার কোন অর্থ হয়না। ঠিক তদ্রূপ ছামনুর মত একটা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে ব্লক অফিস পুড়িয়ে, খাদ্য লুটপাট করে নিয়ে এবং যাহা ছিল তাহাতেও আগুন লাগিযে পুড়িয়ে কি করে তারা উপকার করতে চায় আমি বুঝতে পারিনা। কারণ ছামনু অঞ্চলে প্রায় লক্ষাধিক টাকার খাদ্যশস্য সেংক্রাক পার্টি'রা লুটপাট করেছে এবং অগ্নিদাহ করে তারা ভস্ম করেছে আমার মনে হয় যারা ৫ম সিডিউল দাবী করেন তারাই বোধ হয় সমর্থিত দল এই সেংক্রাক পার্টি। সেই জন্য আমি বলব ছামনু এলাকায় যদি কোন ট্রাইবেল খাদ্যাভাবে বা অর্থাভাবে কষ্ট পেয়ে থাকেন তার মূলে আমাদের কংগ্রেস সরকার নয়। ত্রিপুরা সরকার নয়। তার মূলে ঐ সেংক্রাক পার্টি এবং বিরোধী পার্টি'র উস্কানী। তারা চায় আমাদের ত্রিপুরার আদিবাসীরা তাদের প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে দুঃখ কষ্ট পেয়ে সরকার বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। যেমন পোষণ করতে চাচ্ছে নাগাল্যাণ্ডে এবং মিজোহিলে। সুতরাং আমি উনাদিগকে সাবধান করব যাতে তারা শান্তির নামে এবং গণতন্ত্রের নামে অসত্য কথা বলে চীন ও পাকিস্তানের সাহায্য নিয়ে মিজোহিলে এবং নাগাল্যাণ্ডে যে রকম অশান্তি সৃষ্টি করেছেন ত্রিপুরাতে যেন তারা তাহা না করেন। আমি তাদেরকে সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে চাই যে ত্রিপুরাতে ট্রাইবেল দের নিয়ে তারা যেন ছিনিমিনি না খেলেন এবং বিপদজনক পথে তারা পা না বাড়ান। কারণ ত্রিপুরার উপজাতীরা সরল, নিরীহ এবং শান্তি প্রিয় এবং তারা সরকারের প্রতি অনুগত এবং তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সুতরাং যারা সরল পাহাড়ী, তাদেরকে যদি বিপদজনক পথে ছেড়ে দেওয়া হয়, টাক্কল এবং দেশী বন্দুক দিয়ে যদি তাদের সরকারের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দেয় তাহলে তারা ভুল করবেন।

সুতরাং আমি এ কথা বলব যে ত্রিপুরাতে আজকে পি, ডি, অ্যাক্ট এ যে সমস্ত বন্দী লোককে আমাদের সরকার বন্দী করেছেন তাহা ত্রিপুরার ল অ্যাণ্ড অর্ডার মেইনটেইন করবার জন্যই করেছেন। আমি বিশ্বাস করি ত্রিপুরাতে যতদিন শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে যতদিন পর্য্যন্ত এই সমস্ত সেংক্রাক দলের উৎপাত থাকবে এবং ল অ্যাণ্ড অর্ডার ভঙ্গ করবার যেখানে আমরা সম্ভাবনা দেখব ততদিন পর্যন্ত এই সমস্ত উস্কানী দাতাকে ছাড়ার কোন প্রশ্ন উঠেনা। বিশ্বাস করিনা ঐই জন্য তারা যদি ছাড়া পায় তাহলে পাহাড়ে জঙ্গলে দুর্গম অঞ্চলে গিয়ে যাহারা সেংক্রাক আছে তাদেরে আবার উস্কানী দিবেন। যে সকল জন-

সাধারণ তাদের মোকাবিলা করতে চায় তারা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে সেই সেংক্রাক দলের মোকাবিলা করতে পারে। তাদের কথা স্মরণ করে আমি বলব মাননীয় অঘোর বাবুর প্রস্তাবটি আমি সমর্থন করতে পারিনা।

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Sri Kshitish Ch. Das.

Sri Kshitish Ch. Das— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু আজকে যে রেজোলিউসান হাউস এর সামনে এনেছেন তা আমি সমর্থন করতে পারছিনা, সমর্থন না করার কারণ হিসাবে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজকে উনি যে সমস্ত যুক্তি দিয়ে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করাবার চেষ্টা করেছেন সেগুলিতে এটা দেখা যায় যে পি, ডি, অ্যাক্ট সম্পর্কে উনাদের একটা বিশেষ ভয়। পি, ডি, অ্যাক্টকে কেন তিনি ভয় করেন, একটা আইনকে এতটা ভয়ের কি কারণ? নিজের মনে যদি দুর্বলতা না থাকে তাহলে সেই অ্যাক্ট ভয় করার কি কারণ থাকতে পারে? কাজেই পি, ডি, অ্যাক্ট সম্পর্কে উনার ভয়ের কারণ সেটা উনাদের দুর্বলতা মাত্র। জনসাধারণকে তিনিরা প্রকিউরম্যান্ট করার সময়, বিশেষ করে আমি কমলপুরের কথা বলব, উনার দলে যারা আছেন মাখন দত্ত, নন্দ কিশোর নমঃ দাস, দিনেশ দেববর্মা তারা দলে দলে গ্রামে গ্রামে গিয়ে যারা সেচ্ছায় সরকারের নোটিশ পেয়ে ধান দিতে রাজী হয়েছিল তাদের পর্যন্ত বাধার সৃষ্টি করেছে, যে তোমরা ধান দিওনা আমরা গরীব জনসাধারণ, সরকার এই ধান কম দামে কিনে ইত্যাদি নানা ধরনের উস্কানি দিয়েছে। তাদেরেই এই ভয় এই পি, ডি, অ্যাক্ট এ। তা ছাড়া মাননীয় সদস্য একটা কথা বলেছেন যে যাদের ২ কানি জমি তাদের পর্যন্ত নোটিশ দিয়ে ধান আদায় করা হয়েছে। কোন স্পেসিফিক কেইস উনি দিতে পারেন নি। যদি এই রকম কেইস হয়ে থাকে তাহলে এস, ডি, ও এর কাছে দরখাস্ত করার পর উপযুক্ত দায়িত্বশীল অফিসার পাঠিয়ে সেগুলি তদন্ত করা হয়েছে এবং মকুব ও করা হয়েছে। ভুল ত্রুটি হতেও পারে। যখনই রিপোর্ট হয়েছে তখনই তদন্ত করে সেই কেইস মীমাংসা করা হয়েছে আমি জানি, কাজেই বিরোধীতা করাই তাদের স্বভাব, সেই স্বভাবের বশবর্ত্তী হয়ে অনেকটা প্রলাপের মতই এগুলি বকছেন। এর কোন যুক্তি নাই। বিশেষ করে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মাননীয় সদস্য ঘনশ্যাম বাবু সেংক্রাকের কথা বলেছেন। গতকল্যকার এক বক্তৃতায় বিরোধী সদস্যদের পাকিস্থান দরদের কথা যে ভাবে উল্লেখ করতে পেরেছেন আজকে সেংক্রাকের সম্পর্কে হাউস এর কাছে তারা কিছুই উল্লেখ করেননি। কাজেই সেংক্রাক প্রীতি যে তাদের নাই তা আমরা কি করে বুঝব। গত নির্বাচনের সময় যে তপশীলের চীৎকার উঠেছিল কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে, বিশেষ ভাবে সংক্রাকের যে নোটিশ আছে তাহাতে লেখা থাকে যে যারা অ-আদিবাসী তারা এখান থেকে সরে পড়োন। এই যে একটা ভাব এটার সম্বন্ধে তাদের কোন কথা নাই। হাউস এর সামনে তারা তো খুবই বলে থাকেন

কিন্তু এই যে অ-আদিবাসী সম্পর্কে সেংক্রাকদের যে নোটিশ সেই সম্পর্কে তো কোন দিনই তারা বলেন না। কাজেই তাদের সাথে যে একটা প্রীতি প্রণয় আছে সেটাই প্রমান করে। যেহেতু সেংক্রাক সম্পর্কে তারা কোন কথা হাউসে বলেননা। কাজেই আজকে পি, ডি, অ্যাক্ট এর যে ভয় সেই ভয়ের কারণ আছে। যারা দোষ করবেনা তাদের ভয়ের কারণ নাই। তাদের নিজের জানা আছে যে আমরা পি, ডি, অ্যাক্ট এ পড়ার মত কাজ করছি। কাজেই পি, ডি, অ্যাক্ট টা উঠে যাক এটাই তাদের বক্তব্য। কাজেই আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারিনা; কারণ এই প্রস্তাবের মধ্যে কোন যুক্তি নাই। এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker— I call on Hon'ble Minister Sri Prafulla Kr. Das.

SRI PRAFULLA KR. DAS (Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহোদয় ডেটিনিউ রিলিজ করা সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করছি। ডেটিনিউ দের রিলিজ করবার প্রস্তাব এনে তিনি স্বভাব সুলভ ভাবে রুলিং পার্টি'র উপর যে দোষারূপ করেছেন আমি তারও প্রতিবাদ করছি। পরিচ্ছন্নতাই আমাদের স্বভাব আর তার বিরোধিতা করেন আপনারা। ডেটিনিউ রিলিজ করার ব্যাপারে তিনি যদি সুষ্ঠুভাবে একটা যুক্তি দেখাতে পারতেন তবে খুশী হতাম। যতটুকু যুক্তি দেখাতে পারেন নাই তার বেশী দোষারূপ করেছেন রুলিং পার্টি'র উপরে। তার বক্তৃতার মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অবকাশ তিনি পেয়েছেন। তার বক্তৃতার কিছু অংশ আমি তুলে ধরব যা থেকে বুঝা যাবে তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কতখানি। তিনি বক্তব্যের প্রথমে বলেছেন যে তাদের কেন ডিটেনশান করা হয়েছে সেটা তিনি জানেন না তবে সেটা ফুড প্রকিউরমেন্ট এ বাধা দান কিংবা ফরেষ্ট প্ল্যানটেইশান এ বাধা দিবার জন্য হতে পারে। তিনি ঐ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ মাত্র করেছেন এবং তা থেকে বুঝা যায় যে ঐ ব্যাপার গুলি তাদের মধ্যে পরিচিত এবং আলোচিত বিষয়। ফুড প্রকিউরমেন্ট এ বাধা দিবার ব্যাপারে এই হাউসে বহুবার আলোচিত হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে এই রাজ্যের জনসাধারণকে উপযুক্ত মত খাদ্য দিতে হলে বাহির থেকে যেমন আমাদের চাউল আমদানি করতে হবে সেই ভাবে এ রাজ্যের যে ফসল উৎপাদন হয় তারও সমভাবে বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকার Procurment এর যে ব্যবস্থা করেছেন, সেটা পত্র পত্রিকা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বেশ পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে ১২॥ কানি বা তদূর্দ্ধে যাদের জমি তাদের নিকট হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট quota collection করবে এবং তাঁদের উদ্বৃত্ত বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে তাই আনা হবে। সেই খাদ্য যারা উৎপাদন করে না, যারা গরীব, landless তাদের নিকট ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করা হবে। তা না করলে যারা মজুতদার তারা ধান চাউল খরিদ করে একটা অসুবিধার সৃষ্টি করবে। সেই জন্য এই প্রকিউরমেন্ট করা হয়েছে। সরকারের এই

খাদ্য নীতিকে ব্যর্থ করার জন্য, জনসাধারণকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলার জন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে এই সব কাজ করছে। আমার মনে হয় এই দুষ্কার্য্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত ছিল। সরকার যথা সময়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পেরেছেন। তাই সমাজ বিরোধীরা সরকারের খাদ্য নীতি ব্যর্থ করার যে প্রয়াস করেছেন তা সার্থক করে তুলতে পারেনি। মোহনপুরের খবর আমরা জানি। একদিকে যেমন ধনী জোতদারদের ধান না দিবার জন্য এক্সাইটেড করেছে, অন্যদিকে তারা একটা পলিসি গ্রহণ করেছে যে প্রথম যখন সরকারী কর্ম্মচারীরা রিকুইজিশন করতে যাবে তখন স্বেচ্ছায় তারা ধান দেবে এবং টাকাও গ্রহণ করবে। পরে যখন কর্ম্মচারীরা ধান আনতে যাবে তখন নারী বাহিনী গঠন করে ধানও লুট করবে, টাকাও লুট করবে। এইভাবে কোন কোন জায়গায় সরকারী কর্ম্মচারীরা ধান ও টাকা সব ফেলে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। এই সব ষড়যন্ত্রের পিছনে কিছুটা উগ্র মস্তিষ্কের কারসাজী আছে তা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই সব সমাজবিরোধী কাজ যখন চলছিল তখন আমাদের বিরোধী-দলের মাননীয় সদস্যরা কোন কিছুই বলেননি। কাজেই এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে অন্যান্য সরকারী নীতি ব্যর্থ করার পেছনে যেমন তাদের প্রচেষ্টা আছে, এই ফুড্ পলিসিকে ব্যর্থ করার জন্যও তাদের হাত আছে। কেননা সরকার পক্ষকে আক্রমন করা ও বিরুদ্ধাচরন করাই তাদের কাজ, এটা সব ব্যাপারেই আমরা দেখেছি এবং ফুড্ পলিসির বেলায়ও তাই হয়েছে। কারণ বিরোধীদলের কোন রকম কন্‌ষ্ট্রাকটিভ কাজ আমরা আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

মাননীয় সদস্যরা বলে থাকেন ত্রিপুরাকে বাঁচাতে গেলে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল ডেভেলপমেণ্ট দরকার, সমবণ্টন দরকার, এগ্রিকালচার ডেভেলপমেণ্ট দরকার। ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান এর মাধ্যমে এখানকার বহু ল্যাণ্ডলেস জুমিয়া এগ্রিক্যালচারিষ্ট এবং গরীব মানুষ তাদের জীবিকা উপার্জ্জন করে, কিন্তু সমাজবিরোধীরা সেই ফরেষ্ট প্ল্যানটেশানকে ব্যর্থ করতে চেয়েছেন। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু বলেছেন ত্রিপুরার মোট আয়তনের ৬০ ভাগ জায়গা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের দখলে বাকী ৪০ ভাগে মানুষ কি করে বাঁচে। পরক্ষনে তিনি বলেছেন যে জুমিয়ারা বাঁচার দাবীতে সংগ্রাম করছে। তাতে তাদের অপরাধ কি? কাজেই ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান এর কথা বলতে গিয়ে পরক্ষনে জুমিয়ারা বাঁচার জন্যে সংগ্রাম করছে বলেছে। এই দুই উক্তির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। উনি বলতে চান জুমিয়ারা ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান নষ্ট করেছেন বাঁচার দাবীতে। কাজেই মাননীয় সদস্যদের কেউ যদি তাদের মধ্যে থাকেন তাহলে তাদেরকে বুঝান উচিৎ যে ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান নষ্ট করলে তারা বাঁচবেনা। বরং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলপমেণ্ট ত্রিপুরার অর্থনীতির বুনিয়াদকে শক্ত করবে, অগণিত জনতার মঙ্গল করবে। যার জন্য সরকার সচেষ্ট সেই ইণ্ডাষ্ট্রির জন্যই ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান বাবার প্ল্যানটেশান নষ্ট করা সমাজ বিরোধীদের উচিৎ হয় নাই এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ

রাখা মাননীয় সদস্যদের উচিৎ হয়নি।

তাদের সঙ্গে ডাইরেক্ট যোগাযোগ আছে একথা আমি বলছিনা। তবে উচকানী মূলক কথা এখানেও বলছেন বাইরেও বলছেন। ওনারা বলতে পারেন এটা অনুমান করাই স্বাভাবিক। তিনি একথা বলেছেন যে ফরেষ্ট প্লেন্টেশান এর জায়গায় কিছু কিছু নূতন লোক বসিয়েছে আমাদের কংগ্রেস পার্টি থেকে। এই সমস্ত জায়গায় নাকি জুমিয়া পুনর্ব্বাসন হওয়ার কথা ছিল। মাননীয় সদস্যের এই উক্তির পিছনে এই উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের জন্য জায়গাটা উদ্বাস্তুরা দখল করে রয়েছে। যেমন ৫ম সিডিউলের দাবীতে ওনারা বলে থাকেন যে নন-ট্রাইবেলরা ট্রাইবেলদের অধিকার হরণ করেছে। সুতরাং তাদের বাঁচার জন্য নন-ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে ট্রাইবেলদের একতাবদ্ধ হতে হবে। ট্রাইবেলদেরে নন-ট্রাইবেল দের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার যে মন একটা প্রচেষ্টা ৫ম সিডিউল দাবীর মধ্যে রয়েছে, তেমনি জুমিয়াদের জায়গায় রিফিউজিরা বসেছে বলে রিফিউজিদের বিরুদ্ধে জুমিয়াদের ক্ষেপিয়ে তোলার ও একটা অপচেষ্টা চলছে। তিনি বলেছেন যে এ সমস্ত নূতন লোক যারা জায়গা পায়নি তারাই ফরেষ্ট প্লেন্টেশান নষ্ট করেছে। এধরণের অভিযোগ তিনি আগে বলেন নি আজকে নূতন করে বলেছেন। ডেটিনিউদের মুক্তির স্বপক্ষে তিনি বলেছেন যে পশ্চিম বাংলায় যে ফেমিলি এলাউয়েন্স পায় এখানে তা পায় না। ওখানে যে সমস্ত ডায়েট দেওয়া হয় এখন তারা তা পাচ্ছেন না। এবং তারা দূরে আছে বলে আত্মীয় স্বজনের দেখা করার সুযোগ পাচ্ছে না। জেলখানা আর শ্বশুর বাড়ী এক কথা মনে করলে চলবে না। আমার মনে হয় আমাদের জেলখানাও সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে তৈয়ারী। এবং এই কোড আইনে যে সমস্ত বিধান আছে, তাদের ডায়েট, পোষাক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সেই বিধান মতই দেওয়া হয়। তাছাড়া না খেয়ে ওদের নাকি ওজন কমছে। আমরা জানি এর আগে মাননীয় সদস্য থেকে আরম্ভ করে অনেকেই কোন না কোন সময়ে জেলে থেকে ফিরেছেন এবং আমরা দেখেছি ওজন কমাত দূরের কথা বরং সকলে নাদুশ নাদুশ চেহারা নিয়ে এই হাউসে দেখা দিয়েছেন। সুতরাং ঐ সমস্ত জেলে ওনারা অনাদরে থাকেন আমার মনে হয় না বরং বাইর থেকে ভালই আছেন নতুবা নাদুশ নাদুশ চেহারা হবে কেন। সেই দিক থেকে ওনাদের প্রস্তাবে যে কোন যৌক্তিকতা নেই তা আমরা সকলে বুঝতে পেরেছি। আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আর দুই একটি কথা বলছি। যে কংগ্রেসী এলাকায় ছামনুতে আট জনের না খেয়ে মৃত্যু তিনি বলেছেন অনেক মানুষ মরেছে তিতি ৮ না বলে ৮০ ও বলতে পারতেন, এতে কোন যুক্তি নেই। কিন্তু না খেয়ে ত্রিপুরাতে আজ পর্য্যন্ত কোন লোক মারা যায় নি। কেননা, না খেয়ে একটি লোক ও যাতে না মরতে পারে তার ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার রেখেছেন।

AGHORE DEB BARMA— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাসয় হাউসের মধ্যে একটি Rules of

নিয়ম আছে যে যদি লাল বাতি জ্বলে তা হলে সে মেম্বারই হউক আর Ministerই হউক তাকে Speaker এর Permission seek করতে হয়, যদি আরো বলেন। যদি Speaker Permission দেন তাহলে বলতে পারেন আর যদি permission না দেন তাহলে বসে পড়তে হয়। মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর কোন Permission ও নেননি, বসে ও পড়েননি। সুতরাং Contempt of the Chair হয়েছে। কেন তিনি breach of Privilege এ পড়বেন না।

SHRI SACHINDRA LAL SINGH (Chief Minister) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার মনে হয় he can draw the attention of the Chair.

Mr. SPEAKER :— এটা Point of order এর বিষয় বস্তু নয়।

SHRI PRAFULLA KR. DAS :— (Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যদি একটু attentive হতেন তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতেন অধ্যক্ষ মহোদয় যখন বলেছেন, "Time is over." তখন আমি বলেছি, "বক্তব্য শেষ করার আগে আমি আর দুটি কথা বলছি।" সুতরাং automatically এটা Permission বুঝা যায়। যাহাই হউক কংগ্রেসের মধ্যে ভাগাভাগি নিয়ে কোন্দল সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি যা বলেছেন তার জবাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেবেন। তারা যে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কয়টুকরা হয়েগেছেন, এখন যে ছিটকিয়ে পরে কে কোথায় রয়েছেন তার কোন ঠিকানা নেই। কংগ্রেস ভীরু বলে detenu দেরকে আগরতলা জেলে রাখতে পারেননি, দূরে সরিয়ে রেখেছেন, এ কথাটা সত্যি নয়। কংগ্রেস সরকার শক্তিশালী বলেই, তাদের সাহস আছে বলেই,- detinu দের ধরেছে এবং সমস্ত সমাজ বিরোধী কাজ কঠোর হস্তে দমন করেছে। তাই তাদের বড়াই অনেক কমে গেছে। এটা কংগ্রেস সরকারের বলিষ্ট নীতির ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই বলেই মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— Now I would call on Hon'rble Chief Minister.

SHRI SACHINDRA LAL SINGH (Chief Minister) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর বাবু প্রস্তাব এনেছেন যে P. D. Act এ ধৃত আসামী যারা তাদিগকে মুক্তি দেওয়ার জন্য। তিনি তা বলতে গিয়ে অনেক দীর্ঘ ভাষণ এই হাউসে দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, "কংগ্রেস সরকার ভীরু।" Anti-social যারা তাদেরকে কংগ্রেস সরকার ধরবে, সেই জন্য আটক করা হয়েছে। আইনের বিধান বলেই তাদিগকে আটক করা হয়েছে। Anti-social activities ত্রিপুরার প্রত্যেকটি জনসাধারণ ঘৃণা করেন বলেই, সরকারের কাজে জনসাধারণের সহযোগিতা আছে বলেই তাদেরকে আটক করা হয়েছে। ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছে বলেই, শান্তির ও শৃঙ্খলার অভাব বোধ করেছে বলেই এই আইন প্রবর্ত্তিত হয়েছে এবং তাদেরকে জেলে আটক রাখা হয়েছে। তাদেরকে যখন জেলে রাখা হয় তখন একটি Advisory Boardএর সামনে

তাদেরকে নেওয়া হয়। Advisory Board scrutiny করে, সুপারিস করলে তাদেরকে জেলে রাখা হয়। তাদের মধ্যে ৬ জন Habious Corpus করেছে, যা নাকচ করা হয়েছে। অতএব বুঝা যায় যে সুপ্রীম কোর্ট অব ইণ্ডিয়ার anti-social কে আটক করে রাখার অনুমোদন আছে। এবং তার আইনানুগ পন্থা আছে। সেই ভিত্তিতে রাখা হয়েছে। আর বাকী যারা আছেন তারা মনে করে ছিলেন এটা একটা test case. যখন test case এ তারা পরাস্থ হলেন, তখন তাদের মধ্যে বাকী যারা ছিলেন তারা Gudicial Commissiner court এ Writ Case করে ছিলেন এবং এখনও তারা জেলে আটক আছেন। তারা বলতে গিয়ে বলেছেন যে কংগ্রেসের মধ্যে একটা কোন্দল লেগেছে। তার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করিনা। তার কারণ হ'ল এই, তারা নিজেদের দিয়েই নিজেদের স্বরূপটা দেখলেন এবং যা চিন্তা করেন তার Expression অযাচিত ভাবে বের হয়ে যায়। তার প্রধান কারণ হ'ল এই Indian Communist Party। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন, যেটাকে নিয়ে খুব গর্ব করা হ'ত, যে আমাদের Party Scrutiny করে Cadre তৈরী করে, একেবারে হিমালয় পর্বতের মতো অচল, অটল, এরা বলছে। কিন্তু এখন দেখছি কি, Right, left & Nakshalist আর আরেকটা হল Sangkrack. এই চারিটি দলে বিভক্ত হয়েছে। এবং আরো কত বিভক্ত হবে, তার কোন হিসাব মিলবে না, ঠিকানা মিলবে না। তাই তারা মনে করেন, অন্য দলও ঠিক সেইভাবে তাদের মতো আছে এবং তাদের সেই চিন্তা নিয়ে, তারা ত্রিপুরার কংগ্রেস পার্টি সম্বন্ধেও চিন্তা করেছেন। কাজেই আমি তাদের ঐ চিন্তাটি অনবরত করতে বলব, এটা নিয়ে আনন্দে থাকুক, সুখে থাকুক, স্বাচ্ছন্দে থাকুক, এটা নিয়ে একটা আনন্দ উপলব্ধি করবে। কারণ ফ্রাস্‌টেশান যখন হয় মানুষের, তখন তারা আকাশ কুসুম পরিকল্পনা অনুভব করে। কারণ first and foremost হল Romance তারা খুব ভাল বাসেন। অতএব এই যে বন আইন অমান্য কর', প্রাণ দেবো তো ধান দেবো না, এই যে পরিকল্পনাগুলা, এই যে চিন্তাধারাগুলা frustrated party গুলার অবদান। তাই তারা বন আইন অমান্য করতে গিয়ে প্রমীলা বাহিনী গঠন করেছে। তার আগে তাদের ছিল শান্তি সেনা। এবং শান্তি সেনা এখন ভেঙ্গে তার রূপ নিয়েছে অশান্তি সেনায়। তার রূপ কেন হ'ল তারও একটা কারণ আছে। কারণ তারা মনে করেছিল ১৯৫০ এর যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসে মনে করেছিল সিজার অপ পাওয়ার বাই আর্মড রিভোলিউশান এবং তার যে গতি, তারা নিজেরাও লক্ষ্য করেছেন এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরাতেও তার অভিব্যক্তি গেরিলারূপে শান্তিসেনা গঠন করা হয়েছে। সেই গেরিলা সেনা আজকে আর নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। ফ্রাষ্টেটেড করে রাখতে হবে। কিন্তু লোককে রাখতে হলে নূতন নূতন স্লোগান দাও। তখন স্লোগান হল কি আমরা ব্যালট এর মাধ্যমে যাব। ব্যালট এর মাধ্যমে প্রমাণিত হ'ল এই সবে মাত্র তিনজন

আছেন। আর বড় বড় মোল্লা, মস্তান যাকে বলে। উনাদের ভাষায়ই বলছি, মস্তানরা প্রত্যেকই ধরাশায়ি হয়েছেন। সেই মোল্লা গেল ব্যালটও গেল, এখন কি করা যায় উপজীবিকা তো একটা করতে হবে। তারপর আবার পার্টি'তে গলদ। যেমন একদিকে চীন আর অন্য দিকে রুশ। পড়ে গেলেন অত্যন্ত বিপদে। চীন বলছেন আমরা রেভোলিউশান এর মাধ্যমে ক্ষমতা আনবো। ওয়ার্ল্ড এর প্রত্যেক জায়গায় উই ওয়ান্ট ওয়ার। এখন রাশিয়া বলছেন পিসফুল ট্রেডিশান এ। এখন লেগে গেল পাটিতে Party তে গলদ ইণ্ডিয়াতে! তারা তো নিজেরা নাচেন না, তাদেরকে নাচায়। রাশিয়ান ডলার এবং পিকিং ডলার তাদেরকে নাচায়। তারা যদি না নাচেন তবে ডলার বন্ধ হবে। কারণ এই নাচের উপর নির্ভর করে তাদের, ডলার রোবল, পাউণ্ড পাওয়া যাচ্ছে। ফলে হ'ল দুই party কেহ বলছেন আর্মড রেভোলিউশান করবো, কেহ বলেছেন ব্যালট। এবার আবার তার মধ্যে থেকে নক্স্যালাইট বের হয়ে গেল। তাদের অবস্থা ও তাই। তারা মানুষকে ভয় দেখিয়েছিল, এবং ভয়ের মাধ্যমে হাত করছিল। তারপর যখন দেখেন যে আর্মড রেভোলিউশান টোট্যালি ফেইলিউর তখন তাদের মধ্য থেকে চিৎকার দিয়ে বললেন যে আমরা ব্যালট এ যাব। তখন তারা বললেন যে এত দিন ধরে তোমরা বললে, ভয় দেখালে আর্মড রেভোলিউশান এর মাধ্যমে ক্ষমতায় আসবে। আবার এখন বলছ ব্যালট তাহলে আমাদেরকে খুন করলে কেন, জখম করলে কেন? মানুষকে ডাকাতি করে, অত্যাচার করে ধন দৌলত লুট করলে কেন? সর্বশান্ত করলে কেন? মার! মার! এই দালাল দিগকে।— তখন আর একটি রূপ নিতে হ'ল তখন আর একটি দল ওদের ভিতরে ভিতরে আন্দোলন শুরু করল। তাকে ঢাকতে গিয়ে তারা বললেন তোরা যেখানে যা খুসী তা কর, আমরা Ballot এ যাব। যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দু'টি ভাগ হয়ে গেল তখন বিপদে পড়ে গেল। তখন একদল রুশের দিকে আর একদল চীনের দিকে। এবং তার মধ্যে থেকেও আর একটি group extremist হ'ল, আর Centrish বলে আর একটি group হ'ল। এই চারটি group দেখা দিয়েছে। আজ কিন্তু আবার বিপদ হয়েছে। পাকিস্তানকে Arms দিয়েছে। তারাই একদিন T. T. C. তে বলেছিলেন, আয়ুব খাঁ Dictator, অতএব তাহাদিগকে condemn করেছেন। তারপর যখন দেখা গেল এই চীন অস্ত্র দিচ্ছে, পিকিং তার সাথে Pact করছে, আর হালে পানি নেই। একদল বলল তারা চীনের ভক্ত- আর, একদল রুশভক্ত। এখন আবার আরও বিপদ, চীন অস্ত্র দিয়েছে পাকিস্থানকে আর রুশ ও অস্ত্র দিয়েছে পাকিস্থানকে। তাই রাতারাতি শুনলাম কি, পাকিস্থান বাঁধ দাও আমাদের আপত্তি নেই। গুলি কর ত্রিপুরার প্রান্তে, আক্রমণ কর ত্রিপুরাকে, আক্রমণ করুক তবু বলব দোস্ত কারন রুশ অস্ত্র দিয়েছে। তাই আজ বলতে হবে দোস্ত।

SRI AGHORE DEB BARMA :— Point of order. আমার প্রস্তাবে পাকিস্তানকে Arms দেওয়ার কোন কথা নেই। কাজেই এই প্রসঙ্গ এখানে আসতে পারে না।

Sri SACHINDRA LAL SINGH (Chief Minister) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তিনি বলেছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে কোন্দল দেখা দিয়েছে। সেই কোন্দলকে দেখাবার জন্য এই প্রশ্নগুলা আসতে পারে।

Mr. SPEAKER :— He has given reply only.

SRI SACHINDRA LAL SINGH :— (Chief Minister) ভয়ের কোন কারণ নেই। কারণ আপনিই বলেছেন, আপনি উক্তি করেছেন এবং আপনার উক্তিই আমি এই সভায় স্পীকারের মারফতে নিবেদন করছি, আর কিছু নয়। কারণ আমি আগেও বলেছি যে আপনাদের অবস্থা বিপন্ন। কারণ রাশ তার policy change করেছে। আজ রাশ policy হয়েছে চেকশ্লোভাকিয়ার মত একটি ছোট রাজ্য তাকে আক্রমণ করেছে। তাহলে দেখা যায় যে যদি কোন রাষ্ট্র powerful হয় তবে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আর থাকতে পারবে না। এই যে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছে এবং তার প্রতিবাদ ভারতবর্ষ ও করেছে সৈন্য অপসারণ করার জন্যে বলেছে তাই তাদের অবস্থা কি হবে। এখন তারা কিরূপ নিবে। এখন ত্রিপুরার অধিবাসীরা ভারতবর্ষের অধিবাসীরা তাদের ত্রিশঙ্কুর অবস্থা দেখছে। কারণ অন্য দেশের মতন নাচ এই দেশে চলে না। যেমন পুতুলের অভিব্যক্তি নিজের স্বরের ধারা হয় না অন্যের ধারা হয়, ঠিক ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির অবস্থাও হয়েছে পুতুলের মত। অতএব তাদের নিজের চিন্তা ধারা থেকে প্রভাবিত হয়ে তারা আজকে এই পথে আসতে বাধ্য। তারই স্বরূপ হিসাবে তারা মনে করেছে ত্রিপুরাতে, "ফরেষ্ট, রাবার Plantation কেটে ফেলে, কাজু বাদাম plantation কেটে ফেলে, বিরাট বিপ্লব ইত্যাদি করবে। গাছ কেটে ফেলেই যদি সংগ্রাম হয় তাহলে কি সেটা বাঁচার সংগ্রাম? আমি অনুরোধ করব শাল গাছ না কেটে চুতরা গাছ কেটে গায়ে মেখে সংগ্রাম করলে আরো ভাল। তাই তাদের frustration এর ফল হয় এই তিন জন লোক। আর বাকী গুলো হেরে এখন কি করবে, কাজ কি, কি ভাবে চলবে? তাই গাছ কাটতে শুরু করেছে, প্রমিলা বাহিনী আক্রমন কর ফরেষ্টারকে, তুলে ফেল শাল গাছ, তুলে ফেল রাবার plantation, এই ভাবে সংগ্রাম কর। এই ভাবে নিরীহ জনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত করে সরকারের যে কার্য্যক্রম তাকে অচল করার চেষ্টা তারা করেছেন। জনসাধারণের শান্তি এবং নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করা হয়েছে। সেজন্য তাদেরকে আটক করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই জানেন ত্রিপুরা ঘাটতি অঞ্চল, procurement করা হয়। ১২½ কানির জমির উপরে লেভি ধার্য্য করা হয়েছে। তারা কি করল? পাহাড়ে পাহাড়ে সভা সমিতি করে জানিয়ে দিল, "তোমরা ধান দেবে না" তারা মুখে খুব বড় বড় কথা বলেন, "কৃষাণ

মজদুর" গরীব যারা, দিন মজুর যারা, ছোট ছোট মানুষ যারা তা-দিগকে অন্ন দিতে হবে। এবং অন্ন দেওয়ার জন্য যখন policy গ্রহণ করা হল তখন বড় বড় জোতদার যারা কালো-বাজারী করেন তাদের সাথে হাত মিলিয়ে ত্রিপুরার জনসাধারণকে খাদ্যের দিকে বিরাট ভাবে আঘাত করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করেছেন। ত্রিপুরার জনসাধারণের ঐক্য ও সংহতি দিয়ে আমরা তাদের এই অপচেষ্টা ব্যর্থ করেছি। তারা শুধু এই ধরনের antisocial activities ই করেন নি। যখনই যে কোন জায়গায় একটি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তখনই সেই জায়গায় তাদের ফৌজকে নিয়ে জনজীবনকে বিপর্য্যস্ত করার জন্য চেষ্টা করেছে। এবং তারই জন্য ত্রিপুরার জনসাধারণ আজ উত্তপ্ত. এবং সেই জন্যই ত্রিপুরার জনসাধারণের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে আমরা সেই P. D. Act প্রচলিত করেছি, তাদের এই anti-social activities কে crush করার জন্য এবং তার ফল আমরা হাতে হাতে পেয়েছি এবং তার সাথে সাথে ঐ antisocial activities গুলো বন্ধ হয়েছে। কিন্তু frustrated life আবার সুরু হয়েছে ঐ সেংক্রাক রূপে। কারণ Communism এর যা কিছু আছে সেটাই তারা সেংক্রাকের মধ্যে প্রচার করছেন। এবং তালিনিতে ১৯৬২ তে যে coference হয়েছে তাতে তারা প্রচার করেছেন যারা উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছেন তাদের কোন সংস্থান হয়নি এবং যারা ট্রাইবেল আছে তাদেরকে ধ্বংস করা হচ্ছে। তাদিগকে জনপথ থেকে বিতারিত করা হয়েছে। ১৯৬২ তে যে কন্‌ফারেন্স করা হয়েছিল তার প্রস্তাব যদি আপ-নাদের সাহস থাকে তা হলে এসেম্বলীতে প্রডিউস করুন তার মধ্য দিয়ে আপনাদের যে স্বরূপ ত্রিপুরার জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ হবে। এবং সেই কন্‌ফারেন্স এর মূলেই আজ ত্রিপুরাতে এই সেংক্রাক দলের সৃষ্টি হয়েছে। যারা frustrated, যারা arm revolution এর জন্য, ব্যালটের জন্য জনসাধারণকে প্ররোচিত করেছিল, "ধান দেবনা জান দেব"। তোমরা বন আইন অমান্য কর, আমরা arm revolution করব। এবং সেই সেংক্রাককে সংরক্ষনের জন্য মাননীয় সদস্য এই হাউসের সামনে অনেক তথ্য উত্থাপন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যে রিয়াং সম্প্রদায় সব সময়ই অবহেলিত ছিল। মহারাজার আমলে একটা Privileged class create করা হয়েছিল, ঐ অবহেলিত জাতিকে control করার জন্য। সেই সময় রিয়াং সম্প্রদায়ের তসলামপা মহারাজের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছিলেন। তখন অঘোর বাবু ছিলেন "জয়তু মহারাজার" দলে। ট্রাইবেল জনজীবনে যে জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে— তার মধ্য দিয়ে তাদের এক বিরাট পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তাই তসলামফার উপরে তাদের এত আক্রোশ। অতএব আমি আবার অনুরোধ করব ফৌজিয়াকে পরিবর্ত্তন করুন। হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দরকার। কিন্তু তা হবার উপায় নাই—তাই সেংক্রাক রূপে এর আত্ম প্রকাশ হচ্ছে। মাননীয় সদস্য রবিরাংখল মহাশয় সেখানে গিয়ে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বিস্তারিত জ্ঞাত হয়ে তাদের স্বরূপ এই হাউসে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। তারাই

তাদের গঠন করেছেন এবং তাদের সাথে যুক্ত আছেন। যারা তাদের শত্রু হয়েছেন তারা হলেন শ্রীনিশি সরকার মহাশয়, শ্রীক্ষিতীশ দাস মহাশয়, শ্রীরবি রাংখল মহাশয় ও তসলমপা। তাদের নীতিই হল যে অনবরত অসত্য কথা বলে যাও, তাহলে জনসাধারণ তাহা সত্য বলে গ্রহণ করবে। হিটলার ত তা করেছিলেন। আজ ইন্টারন্যাশন্যাল কমিউনিজম পার্টি'র মধ্যে মত দ্বিধাবিভক্ত কেন? সোস্যালিজমের এর নামে তাদের প্রকৃত স্বরূপ আজ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কাজেই আজকে ভারতের জনগণের যে চিন্তাধারা সেই সব অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে আপনারা সতর্ক হউন নতুবা ইতালিতে কমিউনিষ্ট পার্টি'র যে অবস্থা, রুমানিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়াতে যে অবস্থা সেই রকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। তবে বিভীষণ যে সকল দেশে নাই তা নয়, আজকের কাগজে দেখেছি যে ৪ জন বিভীষণ পেয়েছে। অতএব যারা antisocial তাদের আটক রাখার জন্য আপনাদের আনন্দিত হওয়া উচিৎ এবং বলব যে আপনারা P. D. Act জিন্দাবাদ বলুন।

Mr. Speaker— Now I call on Hon'ble member Shri Aghore Deb Barma.

SHRI AGHOR DEB BARMA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সব বক্তৃতা দিয়েছেন তা বিষয় বস্তুর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কোথায় নকশাল বাড়ী রাশিয়া, ডলার পাউণ্ড ইত্যাদির মধ্যেই কাটিয়েছেন। অর্থাৎ বন্দীদের আটক রাখার পক্ষে কোন রকম যুক্তি তিনি দেখাতে পারেন নাই। আমার একটা কথা এখানে বলা দরকার, মাননীয় সদস্য দেবেন্দ্রবাবু ও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যারা নাকি আটক আছেন তারা নাকি মস্তান্। এখানে Ex—Mp আছেন ২ জন এবং Ex—MLA আছেন ১ জন। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের দায়িত্বশীল একজন মন্ত্রী ও M.L.A, তাদের সম্পর্কে এমন একটা কটূক্তি করতে পারেন শুনে আমি তাজ্জব বনে যাচ্ছি। আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে বর্ত্তমানে যারা আটক আছেন তাদের ছেড়ে দিলেই যদি state endanger হয়ে যায় তা হলে বলতে হবে যে কংগ্রেস ২৭টি আসন পেয়েও জনসাধারণের উপর ভরসা করতে পারছেন না।

(Interruption)

তাদের আটক না রাখলে আজ রাজত্ব চালান যাচ্ছেনা এটা জনসাধারণের প্রতি অবিশ্বাসের কথা। সেই জন্যই আজকে ২৬ জন আদিবাসী কম্যুনিষ্ট পার্টি'র নেতাকে জেলে আটক করা হয়েছে। Democracy বলে অনেক কথাই আপনারা বলে থাকেন, কিন্তু এই হাউসের কথাই ধরা যাক, মাননীয় সদস্যরা অনেক সময় টিট্‌কারী করে বলেছেন অঘোর দেববর্মা সামান্য ভোটে জিতে এসেছেন। ঠিক আছে আমাদের তরফ থেকে আমরা কোন দিন বলি নাই যে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরও এক মন্ত্রী যিনি এক সময় ৪৫ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। এই সব কথা আমরা কোন সময়ই বলি নাই। আমরা ২ জন মাত্র সদস্য, কোন প্রস্তাব আনতে হলে ১ জন proposer, ২ জন seconder এর দরকার হয়, তাও আমরা

সব সময় পারি না, এই হল গণতন্ত্রের অবস্থা। তিনজনের মধ্যে ১ জনকে আটক রেখে ভারতের গণতন্ত্র রক্ষা করা হচ্ছে। ১ জন M. L. A কে ছেড়ে দিলে যে কোথা দিয়ে গণতন্ত্রের কবর হবে তা বুঝি না। কাজেই এই যে একটা আতঙ্ক তা হচ্ছে ruling party এর দুর্ব্বলতার লক্ষণ। জনসাধারণের ভোটে আপনারা নির্ব্বাচিত হয়েছেন, রাজ্য শাসন করছেন, কিন্তু এই ২৬ জন মানুষকে ছেড়ে দিলে যে কোথা দিয়ে গণতন্ত্র নষ্ট হবে তা বুঝি না। সেংক্রাক সম্বন্ধে আমার প্রস্তাবে যদিও কোন উল্লেখ করি নাই মাত্র ১ বার উল্লেখ করেছিলাম কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কথাটা aggravate করেছেন। কিন্তু detention এর যে ground দেওয়া হয়েছে তাতে তার কোন চিহ্নই নেই। একথাটা আমি বলেছিলাম। আর এখানে বলা হয়েছে যে তারাই নাকি স্যাংক্রাকের সৃষ্টি করেছে। এবং তারাই পরিচালনা করছে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি হাউসের মধ্যে একটা প্রশ্ন করছি আজ পর্য্যন্ত স্যাংক্রাকের নেতা এবং কর্ম্মী বলে যাদের ধরা হয়েছে তাদের মধ্যে C. P. M. ও C. P I. এর কর্ম্মী আছে কি-না? একটিও নাই। যারা আছেন তারা hostile Congress কর্ম্মী। বসু সেন ইত্যাদি॥ কাজেই তাদেরে ধরলে সমস্ত কিছু উদ্ঘাটন হয়ে যাবে। নিজেদের সমস্ত অন্যায়গুলি ঢাকবার জন্য আজকে এগুলি বলা হচ্ছে। কথায় আছে যত দোষ নন্দ ঘোষ নিজেরা দোষ করে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ruling party র সদস্যগণ প্রায়ই এসব কথা বলে থাকেন। আমি জোর করে বলতে পারি যে আমার Constituency তে কোন স্যাংক্রাক নেই যেখানে সেংক্রাক এলাকা বলে ঘোষনা করা হয়েছে সেটা আপনাদের Ruling party র সদস্যদের এলাকার মধ্যে। কারা করেছে? Hostile কংগ্রেস worker রা কাজেই নিজেরা অপরাধ করে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেই। এই যদি অবস্থা হয় তা হলে বলার কিছুই নাই। P. D. Act সম্পর্কে মাননীয় একজন সদস্য বলেছেন P. D. Act সম্বন্ধে ভয়ের কি কথা আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের Constitutional যে right ভারতবর্ষের যে কোন নাগরিক যে কোন দল গঠন করতে পারে. যে কোন দল পোষণ করতে পারে। এমন right constitution এর মধ্যে আছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পার্টি করেছি। আমাদের কমিউনিষ্ট পার্টি তিনটা হউক বা চারটি হউক সেটি বড় কথা নয়। এটা আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের সাংবিধানিক অধিকারের কথা। কাজেই আজকে মানুষের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার যে অধিকার, বক্তব্য রাখার যে অধিকার তাহা বন্ধ করতে হবে পেছনের দরজা দিয়ে। তার নাম হল কালো কানুন। এই জন্য এই Preventive detention Act কে বলা হয়েছে কালো কানুন বৃটিশরা আগে এসব করত। মানুষকে শুধু শুধু বিনা দোষে বছরের পর বছর আটক করে রাখত। এটা হলো to supress the democratic rights এভাবে আজকে ruling party

বৃটিশ পরিত্যাক্ত এই নীতি গ্রহন করেছে। সামনে বলবে যে তুমি সব করতে পার, কথা বলতে পার, তোমার সব অধিকার আছে। কিন্তু তার democratic অধিকার আজকে ধীরে ধীরে খর্ব্ব করা হচ্ছে। আর একটি কথা হলো ধান দিতে নাকি নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে যেখানে সরকারী নীতি হিসাবে ১২॥ কাণির উর্দ্ধে যাদের জমি আছে তাদের থেকে লেভি হিসাবে ধান সংগ্রহ করার জন্য Notice serve করা হয়। প্রথমে লেভি হিসাবে অর্থাৎ লেভির নাম দিয়ে Notice গুলি serve করা হয়। পরে বলে যে requisition. সুযোগ সুবিধা মত এগুলি বদলিয়ে নেওয়া হয়। আমি যদি requisitionই ধরে নেই—requisition এর ভাবে যদি treat করা হয়, যেখানে সরকারী ঘোষনা নীতির বিরুদ্ধে ধানগুলি Collection করা হয়। যার জমি নেই—এমন বহুনজীর আমরা বহুবার দিয়েছি তার জন্য আমরা অনেক কিছু আন্দোলন করেছি, সভাসমিতি করেছি—পত্রিকাতে এ নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছি কিন্তু তা সত্বেও যদি জবর দস্তি করে ধান সংগ্রহ করা হয় তাহলে নিশ্চই বাধা দেওয়া হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আরও সময় চাই।

Mr. SPEAKER :—Yes one minute.

SRI AGHORE DEB BARMA :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১ মিনিটে হলে তো আমার কিছু বলা হবেনা। আমার অনেক কিছু বলার ইচ্ছে ছিল। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বক্তৃতার বিরোধীতা করতে গিয়ে অনেক reference টেনেছেন। আমার সেই সমস্ত বিষয়ের উত্তর দেওয়ার সুযোগ হলনা। খাদ্যনীতি সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। এটা হল মজুতদারদের তোষণের নীতি। মজুতদাররা ক্ষেতে ধান মজুত করতে পারে, মুনাফা করতে পারে—তার দিকে দৃষ্টি রেখে এগুলি করা হয়েছে। আর—Non-tribal সম্পর্কে মাননীয় একজন Minister বলেছেন যে এখানে tribal, non-tribal এর কোন কথা নয়, একটা সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের যুদ্ধ লাগায়ে দেওয়ার প্রশ্ন নয়। এটা যদি কেউ করে থাকেন তাহলে Ruling party করেন। আমাদের দিক থেকে আমরা এ সমস্ত কাজ কোন দিনই করি নাই। আমি যে প্রশ্নটা তুলছিলাম মুহুরীরপুর Reserve forest সম্পর্কে, যেখানে Tribal ই নেই, সেখানে Tribal জুমিয়া দেওয়ার ও কোন প্রশ্ন উঠে না। সেখানে Tribalই নেই সেখানে শুধু শুধু জুমিয়াদের নাম কেন দিতে গেল। Tribal কে দাও একথা আমি বলছি না। তবে যেখানে Tribal নেই সেখানে শুধু শুধু Tribal লাগিয়ে রেখেছে। যেখানে যারা আছে তাদেরই দেওয়া উচিৎ। আমি একথা বলছি না যে অন্য জায়গা থেকে Tribal এনে এখানে বসিয়ে দেওয়া হউক।

Mr. SPEAKER :—Hon'ble member ; time is over.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বলার ইচ্ছা থাকলে ও আর বলার উপায় নেই। কাজেই আমি আমার প্রস্তাবটি Stick করছি।

Mr. SPEAKER :—The question before the House is that—This Assembly directs the Govt. to release immediataly the detenues of Tripura.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'. As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

I think, Noes have it, Noes have it, Noes have it. The Resolution is lost.

The House stands adjourned till 11.a.m on mondy, the 26th August, 1968.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Starred question No. 18 By Shri Aguhore Deb Barama

1. Whether it is fact that a huge quantity of foodgrains have been damaged in Choraibari ;
2. if so, the reasons thereof ?

ANSWER

1. No.
2. Does not arise.

Slarred Question No. 156 by Shri Abhiram Deb Barma. M. L. A.

QUESTION

১) রেশনের চাউলের পরিমান বৃদ্ধির জন্য সরকারের নিকট কোন আবেদন আছে কি ?
২) থাকিলে রেশন বৃদ্ধি করা হইবে কিনা ?
৩) করিলে কি পরিমান বৃদ্ধি করা হইবে ?
৪) না করিলে তাহার কারণ কি ?

ANSWER

১) হাঁ।
২) না।
৩) প্রশ্ন উঠেনা।
৪) সরকারের নিকট বর্ত্তমানে যে চাউল আছে উহাতে বর্ত্তমানে পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে।

Starred Question No. 286 Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal.

QUESTION

১) তেলিয়ামুড়া বাজার উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা মাননীয় সরকারের আছে কিনা ?

Answer

১) হাঁ ।

Starred Questions No. 64 Shri Bidya Ch. Deb Barma M. L. A.

QUESTION

১) ত্রিপুরার কোন ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট ব্লকের এলাকার মধ্যে এই বছর কয়টি রেশন সপ খোলা হইয়াছে ?

Answer

১। ব্লকে নাম	রেশন সপের সংখ্যা
কাঞ্চনপুর ট্রাইবেল ডেভলপমেন্ট ব্লক—	৭
অমরপুর মাল্টি পার্পাজ ব্লক—	৫
ডুম্বুর নগর ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট ব্লক—	৩
ছামনু ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট ব্লক—	৪
সাতচান্দ ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট ব্লক—	৪

২। ব্লকের নাম — ১।১।৬৮ ইং হইতে ২২।৬।৬৮ইং পর্য্যন্ত যে খাদ্যশস্য বিক্রয় হইয়াছে। (কেজি হিসাবে)

ব্লকের নাম	চাউল	ধান্য	গম/আটা
কাঞ্চনপুর ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট ব্লক—	৫৮১	৪৭,৩০০	৪২,১২০
অমরপুর মাল্টি পার্পাজ ব্লক—	৭,০২৫	৬৪,০২৫	৮৫,৯০০
ডুম্বুর নগর ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট ব্লক—	১২,০১০	৪৮,৩০০	৯,৫৬০
ছামনু ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট ব্লক—	৪,৪০০	২১,৩০০	৪৩,৬০০
সাতচান্দ ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট ব্লক—		৪৬,৪০০	৯৬,৬০০

Starred Question No. 68 by Shri Bidya Ch. Deb Barma. M. L. A.

QUESTION

১) এই বছর ত্রিপুরা সরকার এ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ চাউল এবং গম কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে পাইয়াছেন ;

২) মোট ঘাটতির উহা কত অংশ হইবে ;

৩) গত বছরের তুলনায় উহা কত বেশী ;

৪) যদি বেশী হইয়া থাকে তবে এ বছর গত বছরের তুলনায় খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ কি কি ?

ANSWER

১) ১৯৬৮ইং সনের জানুয়ারী হইতে জুন মাস পর্যন্ত।

চাউল—১৭,৪০০ মেট্রিক টন। গম—১৮,৫০০ মেট্রিক টন।

২) ৫৭·৫%   ৩) ১৪,৮০০ মেট্রিক টন।

৪) সময় মত বৃষ্টি না হওয়ায় গত আমন শস্য ভাল না হওয়ায়, অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু, কৃষি কাজে মজুরের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি হেতু এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গত জানুয়ারী মাস হইতে সরকারী চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হেতু এই বছর খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

Starred Question No. 69. by Shri Bidya ch. Deb Barma. M. L. A,

QUESTION

১) ১৯৬৮ সালে অমরপুর মহকুমায় চাউলের সর্বোচ্চ দর কত উঠিয়াছে ;

২) অমরপুর বিভাগে কোথায় কোথায় সরকারী রেশন সপ আছে এবং কোন সপ হইতে এ পর্য্যন্ত কত চাউল ও আটা সরকারী দরে বিক্রয় হইয়াছে ;

৩) মাথা পিছু সপ্তাহে ১ কিলো পরিমাণ চাউল ও আটা বিক্রয় করা হইয়াছে ;

৪) আগরতলা সহরে যে হারে রেশন সপ দেওয়া হয় ইহা তাহা অপেক্ষা বেশী না কম ? কম হইলে কত কম ;

ANSWER

১) ৪·২৫ পঃ প্রতি কেজি।

২)

রেশন সপের নাম	১।১।৬৮ ইং হইতে ২২।৬।৬৮ইং পর্য্যন্ত কত খাদ্য শস্য বিক্রয় হইয়াছে কেজি হিসাবে		
	চাউল	ধান	আটা/গম
অমরপুর টাউন	৪,৮৪৫	৪৬,৪৪৫	৬৭,৫০০
অম্পি	—	৭,৮০০	৫,৩৫০

তৈদু	—	১,৭৪০	—
নূতন বাজার	—	১,৯৮০	৩,৪২০
চেলাগাঙ্গ	২,১৮০	৬,৮৬০	৯,৬৩০
রাইমা	—	৩৬,৪০০	—
গণ্ডা ছড়া	৬,১০৫	৪,৫০০	৫,১৮০
বোলাং বাসা	৫,৯০৫	৭,৪০০	৪,৩৮০

৩) মাথা পিছু প্রতি প্রাপ্ত বয়স্ককে সপ্তাহে ১৭৫০ গ্রাঃ খাদ্য শস্য এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ককে তার অর্দ্ধেক দেওয়া হয়। ইহা ৭৫০ গ্রাঃ চাউল অথবা ১১২৫ গ্রাঃ ধান এবং ১০০০ গ্রাঃ আটা গম হিসাবে দেওয়া হয়।

৪) আগরতলায় প্রতি রেশন সপে ৭০০ কার্ড হিসাবে রেশন সপ খোলা হইয়া থাকে। অমরপুর বিভাগেও এই ভিত্তিক রেশন সপ খোলা হইয়াছে।

Stared Question No. 172 by Shri Aghore Deb Barma. M. L. A.

QUESTION

১) বিগত বন্যার জলে আগরতলা শহরতলী অভয়নগর, ভাটি অভয়নগর ও রঞ্জিত নগর ইত্যাদি এলাকাগুলিতে যে ভয়াবহ ক্ষতি হয়েছে সরকার ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার গুলির সাহায্যের জন্য কি কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ;

২) যদি সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে সাহায্যের প্রকার এবং পরিবার পিছু পরিমান ?

ANSWER

১) আগরতলা, অভয়নগর, ভাটি অভয়নগর ও রঞ্জিতনগরের বন্যা পীড়িত ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল এবং বন্যা পীড়িতদের মধ্যে উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিনা মূল্যে ড্রাই রেশন ও ক্যাম্প ডোল দেওয়া হইয়াছিল।

২) সাহাযের প্রকার এবং পরিবার পিছু পরিমাণ নিম্নোক্ত রূপ :—

এলাকার নাম	সাহায্য প্রাপ্ত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিগণের সংখ্যা		সাহায্য বাবত মোট ব্যয়ের পরিমান
	ড্রাই রেশন বাবত	ক্যাম্প ডোল বাবত	টাকা
রনজিৎনগর	১১৮০ জন	১১৫ জন	২৩৭৬·৩০
অভয়নগর	১৪২২ জন	৭০ জন	১৫১৯·৫০
ভাটিঅভয়নগর	১২৯৭ জন	৫৫ জন	১৪৭৭·৯০
মোট—	৩৯০২ জন	২৪০ জন	৫৩৭৩·৭০

প্রাপ্ত বয়স্কের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ২৫০ গ্রাম ও অপ্রাপ্ত বয়স্কের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ১২৫ গ্রাম

ড্রাই রেশন ও পরিবার পিছু তের টাকা হইতে পঁচিশ টাকা পর্যন্ত ক্যাশ ডোল দেওয়া হইয়াছে।

Starred question no —14

Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

1) Is it a fact that there is no provision in the Tripura Land Revenue & Land Reforms Act, 1960 for appointment of two categories of Asstt. Settlement Officers ?

2) Is it a fact that though the Gazetted and No-gazetted Asstt. Settlement Officers are equal in power in respect of their functions under provision of above said Act their pay and status are not equal ?

3) If so, is it not against the provisions of Article 14 of the Indian Constitution where identical pay and status has been guaranteed for persons having identical powers and doing the same work ?

4) If it be so, what action will be taken to rectify the position ?

ANSWER

1) Yes.

2) Yes.

3) No.

4) Does not arise.

Starred question No 272

Shri P. R. Das Gupta.

QUESTION

1) Whether any representation from the people of Brajabinodinipur under Mohanpur Block has been received by Mohanpur B. D. O. for the repairing of Brajabinodinipur Bund under Test Relief work in 1967 and 1968 ;

2) If so, the step taken ?

ANSWER

ANSWER

1) A representation was received in October, 1967 for construction of 2 (two) Nos. of bunds and another was received in July, 1968 for construction of 1 (one) No. of bund ;

2) 1 (one) No. of bund was constructed in 1967-68 and the representation received in July, 1968 is under examination.

Starred question No. 271

NAME OF M. L. A. :— Shri P. R. Das Gupta.

QUESTION

1) Total loss sustained by the people due to the recent flood in Katakhal in the month of July, 1968 ;

2) Total no. of petitions received from the distressed people and social organisation for giving relief ;

3) The step taken ?

ANSWER

1) Rs. 2,00,000/—(Two lakhs) approximately.

2) 754 petitions.

3) Free ration in the shape of dry ration such as Chira, Gur, Rice and Atta were given to the needy affected people of Katakhal areas for a period of 4 to 8 days. Cash grant was also given to deserving people of that area.

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন নং 1038

প্রশ্নকারী সদস্যের নাম :— শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাংথল।

প্রশ্ন

২। খোয়াই মহকুমার পুলিনপুর মৌজায় মালা ছড়ার উপর বাঁধ ও নালা নির্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। ঐ বাঁধ ও নালা নির্মিত হইলে কত একর পরিমিত শস্য ক্ষেত্রে জল সেচ করা হইবে ?

৩। ঐ বাঁধ ও নালা নির্মানের জন্য কোন আবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় পাইয়াছেন কি ?

৪। যদি পাইয়া থাকেন তাহার জন্য কি ব্যবস্থা হইতেছে ?

উত্তর

১। মালাছড়া প্রকল্পের নিকট তরসাবাড়ী খালের উভয় পার্শ্বস্থ বর্ত্তমান বাঁধটির উন্নয়নের একটি পরিকল্পনা আছে। নালা নির্মানের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২। অনুমান ৩৫০ একর উপকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩। এই ব্যাপারে কথা হইয়া থাকিতে পারে।

৪। এই উদ্দেশ্যে ৭৭৭২ টাকার একটি প্রকল্প ইতিপুর্ব্বে মঞ্জুর হইয়াছে।

Unstarred Question No. 65

Name of M. L. A. : Shri Bidya Chandra Deb Barma.

QUESTION

১। গত ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের বাজেটে কোন্ বছর রিলিফ ষ্টেট, রিলিফ, দাদন ও খয়রাতি সাহায্যের বাবদ কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহার আলাদা আলাদা হিসাব।

২। ঐ বরাদ্দ টাকা নভেম্বর মাস হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে কোন বছরে কত খরচ হইয়াছে ?

৩। কোন বছরে কত টাকা বাঁচিয়াছে অথবা বাজেট বরাদ্দ হইতে অতিরিক্ত খরচ হইয়াছে ?

ANSWER

১। বাজেট বরাদ্দ অর্থ ঃ—

ষ্টেট রিলিফ

১৯৬৫-৬৬— টা ২,২৫,০০০

১৯৬৬-৬৭— টা ১৫,০০,০০০
১৯৬৭-৬৮— টা ৪,২৫,০০০
১৯৬৮-৬৯— টা ১,৫০,৯০০

গ্র্যাচিউয়িটাস্ রিলিফ

১৯৬৫-৬৬ — ১০,০০০
১৯৬৬-৬৭ — ৫,০০,০০০
১৯৬৭-৬৮ — ৪,০০,০০০
১৯৬৮-৬৯ — ১,০০,০০০

দাদন

১৯৬৫-৬৬ — ১,১০,০০০
১৯৬৬-৬৭ — ৩,৬৫,০০০
১৯৬৭-৬৮ — ১,২৫,০০০
১৯৬৮-৬৯ — ২,৮০,০০০

১) নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত খরচ :—

টেষ্ট রিলিফ

১৯৬৫-৬৬ — ১৪,৪৪০·৩৩
১৯৬৬-৬৭ — ২,৫৬,১৬৭·১৮
১৯৬৭-৬৮ — ৮৯,৪৯০·০০
১৯৬৮-৬৯ — —

গ্র্যাচিউয়িটাস্ রিলিফ

১৯৬৫-৬৬ — —
১৯৬৬-৬৭ — ২৮,০৮৩·০০
১৯৬৭-৬৮ — ৪২,০৬২·৫০
১৯৬৮-৬৯ — —
১৯৬৫-৬৬ — ১১,৭৪৫·০০
১৯৬৬-৬৭ — ২৪,৫৭০·০০
১৯৬৭-৬৮ — ১,০০০·০০
১৯৬৮-৬৯ — —

৩) মঞ্জুরীকৃত টাকার উদ্বৃত্ত :—

বছর	টেষ্ট রিলিফ টাকার পরিমাণ	অতিরিক্ত বরাদ্দকৃত টাকা টাকার পরিমাণ
১৯৬৫-৬৬	২১,০০০·০০	×
১৯৬৬-৬৭	১,২২,০০০·০০	×
১৯৬৭-৬৮	১২,০০০·০০	
১৯৬৮-৬৯	—	×
	গ্র্যাচিউটিয়াস রিলিফ	—
১৯৬৫-৬৬	—	—
১৯৬৬-৬৭	টা.২,২৩,৮০০.০০	—
১৯৬৭-৬৮	২৩৮·০০	—
১৯৬৮-৬৯	—	—
	দাদন	
১৯৬৫-৬৬	১,৪৫৩·০০	—
১৯৬৬-৬৭	—	—
১৯৬৭-৬৮	—	—
১৯৬৮-৬৯	—	—

Starred question No. 260.

By Shri Ghanashyam Dewan. M. L. A

QUESTION

১) বর্তমান ১৯৬৮ সনে গত জুলাই মাস পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার ব্যাপক খাদ্যাভাব ও অর্থাভাব মোকাবিলা করিবার জন্য দাদন লোণ, কৃষি ঋণ, টেষ্ট রিলিফ ও খয়রাতি বাবতে কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন ?

২) তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব কত ?

ANSWER

১) দাদন লোণ— ২,৫৯,৩১০.০০ টাকা

কৃষি ঋণ — ১,৬৮,৮০০.০০ ”

টেষ্ট রিলিফ— ৩,৬৮,৮৯৫.০০ ”

খয়রাতি সাহায্য ৫৭,৭০০'০০ টাকা

২) বিভাগ ভিত্তিক হিসাব

বিভাগের নাম	দাদন লোন	কৃষি ঋণ	টেষ্ট রিলিফ	খয়রাতি সাহায্য
	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
১) ধর্ম্মনগর	১৫,০০০	—	২০,০০০	৩,০০০
২) কৈলাসহর	৪৫,০০০	১৮,০০০	৫১,১০০	১৬,০৬২
৩) কমলপুর	৩১,০০০	৩,৮০০	৪২,৫০০	২১০
৪) খোয়াই	৫৩,৪৭০	২২,৩৫০	৭৫,৬৯৪	৪,৭৯৩
৫) সদর	২২,৯৯০	৪০,৬৫০	৫০,০০০	৭১০
৬) সোনামুড়া	৫,০০০	৫,০০০	১,৫০১	৪,২৩৩
৭) উদয়পুর	১৭,০০০	২৪,৬০০	৪৮,০০০	৮,৯১৯
৮) অমরপুর	১৫,০০০	১৫,০০০	৩১,১০০	৭,৫০০
৯) বিলোনীয়া	৪৬,০০০	২৭,৮০০	৩৩,০০০	৭,৬৭৩
১০) সাব্রুম	৬,৮৫০.	১১,৬০০	১৬,০০০	৫,০০০
মোট—	২,৫৯,৩১০	১,৬৮,৮০০	৩,৬৮,৮৯৫	৫৭,৭০০

Starred question No 219
by Shri Monoranjan Nath M.L.A,

QUESTION

1) What are the reasons for not issuing Parchas to the persons of refugee colonies specially in the area of Birchandranagar under Kailashahar Sub—Division ;

2) Will they be given parchas without delay ?

ANSWEE

1) Before the stage of attestation, the persons of the refugee colonies could not produce documentary evidence in respect of allotment of land made in their favour by the Rehabilitation Department and as such no parcha could be issued in their favour. But during the stage of attestation and in subsequent stages, Khatians were opened in their favour on production of requisite documentary evidence and on verification of their physical possession.

2) No parcha can be given to them as the stage of Bujharat is already over.

Unstarred Question No. 34
By Shri Bidya Chandra Deb Barma M.L.A.

QUESTION

১। সরকার কি চতুর্থ পরিকল্পনার কোন খসড়া তৈরী করিয়াছেন ;

২। যদি তৈয়ার করিয়া থাকেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ;

৩। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সরকার ১৯৬৮—৬৯ইং সনের প্লেন বরাদ্দ বাবত কত টাকা দাবী করিয়াছিলেন ;

৪। এই পরিকল্পনা রচনার ব্যাপারে সরকার কি জনসাধারণের সহযোগিতা গ্রহণ করেন ;

৫। যদি করিয়া থাকেন, তাহা কিভাবে করা হয় ?

ANSWER

১। চতুর্থ পরিকল্পনা নূতনভাবে তৈয়ারের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ এইমাত্র পাইয়া খসড়া তৈয়ার করা হইতেছে।

২। এখন এই প্রশ্ন উঠে না।

৩। মং ৯১৩·১১৪ টাকা (নয় কোটী তের লক্ষ এগার হাজার চারিশত টাকা) মাত্র।

৪। হাঁ।

৫। উন্নয়ন সমিতির আলোচনার মাধ্যমে নানা পরিকল্পণার বিবেচনায়, জনসাধারণের অভিমত ও কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিকল্পণার খসড়া রচনা করা হয়।

Unstarred Question No. 66 by Shri Bidya Ch Deb Barma M.L.A.

QUESTION

১। ত্রিপুরার কোন মহকুমায় কয়টি রেশন সপ এ বছর খোলা হইয়াছে এবং কোন মহকুমায় কত রেশন কার্ড ইস্যু করা হইয়াছে ;

২। কোন মহকুমায় এ বছর এ পর্য্যন্ত রেশন সপ মাধ্যমে কত চাউল ও আটা বিক্রয় করা হইয়াছে ;

৩। আগরতলা সহরে মোট কত রেশন কার্ড আছে অবং মোট কত চাউল ও আটা ও আটা এ বছর এ পর্য্যন্ত বিক্রয় করা হইয়াছে।

ANSWER

১)

বিভাগের নাম	রেশন সপের সংখ্যা	রেশন কার্ডের সংখ্যা
সদর—	৯৬	৮০,০৮৮
উদয়পুর—	১৩	৭.৭৯১
সোনামুড়া—	৬	৫,৩০৩
বিলোনীয়া—	৯	৪.৭২৫
সাব্রুম—	৪	২,৬০৭
অমরপুর—	৮	৪,৫১৩
খোয়াই—	১৪	৯,৮৯৪
কৈলাসহর—	১২	৯'৪৪২
কমলপুর—	১০	৯,৪৯০
ধর্মনগর—	১১	৮,৮৪৫

২) বিভাগের নাম — ১।১।৬৮ইং হইতে ২২।৬।৬৮ইং পর্য্যন্ত খাদ্য শস্য বিক্রয়ের পরিমান

বিভাগের নাম	চাউল	ধান	গম/আটা
সদর—	৪৯,৭৮,৪২৪ কেজি	৮,২৫,৬৯৯ কেজি	৮০,৩৭,২৭৬ কেজি
উদয়পুর—	১০,০০০ ”	৮৮,০০০ ”	৫,৪৮০০০ ”
সোনামুড়া—	৩৪,০০০ ”	৪৮,৮৫০ ”	৩,৪৬,৩৬৩ ”
বিলোনীয়া—	১৬,১০০ ”	৪৪,৪০০ ”	১,০৮,০০০ ”
সাব্রুম—	——	৪৬,০০০ ”	১০,৬০০০ ”
অমরপুর—	১৯,০০০ ”	১,০২,০০০ ”	৯৫,০০০ ”
খোয়াই—	১,০৭,৮২৫ ”	১,২৭,১০০ ”	৩,০৯,৫০০ ”

কৈলাসহর—	৪৪,৩০০০ ”	১,৩৯.৮০০ ”	২,২৯,৫৪০ ”
কমলপুর—	৪৫,২১০ ”	১,৬৭,৪৫৯ ”	২,৫৮,৫৫০ ”
ধর্ম্মনগর—	১,২৩,২৮০ ”	৫৭,১০০ ”	৩,৮৯,৫৯০ ”

৩) মোট ৪৩,৮৫৭টি রেশন কার্ড আছে। ১।১।৬৮ ইং হইতে ২২।৬।৬৮ ইং পর্য্যন্ত ৪৫,১৩,৫৬৮ কেজি চাউল, ৮,২৫,৬৯৯ কেজি ধান ও ৫০,১৫,৫৮৭ কেজি আটা/গম বিক্রয় করা হইয়াছে।

Unstarred Question No 13

By Shri Khitish Ch. Das M. L. A.

QUESTION

সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় জানাইবেন কি?

ক) কমলপুর মহকুমায় মোট কতটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি বর্ত্তমানে আছে। এই সোসাইটিগুলির নাম কি?

খ) সরকার হইতে কোন সোসাইটি কত টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে. সোসাইটি ভিত্তিক ঋণের পরিমাণ কত টাকা?

গ) কমলপুর কনজিউমার কো-অপারেটিভ সোসাইটির নগদ টাকা বর্ত্তমানে কত আছে বা আদৌ টাকা আছে কিনা? যদি থাকিয়া থাকে তবে ঐ টাকা কাহার নিকট আছে। ঐ টাকা দিয়া ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাইতেছে বলিয়া মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

ঘ) কমলপুর কমজিউমার কো-অপারেটিভ সোসাইটির ১৯৬১ হইতে ১৯৬৮ ইং মার্চ পর্য্যন্ত কি কি ব্যবসা করিয়াছে, সন প্রতি কত টাকা লাভ বা লোকসান হইয়াছে? ঐ সোসাইটিতে ১৯৬১ ইং কত টাকা মূলধন ছিল? ১৯৬৮ ইং মার্চ পর্য্যন্ত মূলধন কত আছে জানাইবেন কি?

ANSWER

ক) কমলপুর মহকুমায় মোট ৫০ (পঞ্চাশ) টি কো: অপারেটিভ সোসাইটি আছে। সোসাইটিগুলির নাম সংশ্লিষ্ট "ক" (A) চিহ্নিত কাগজে দেওয়া হইল।

খ) সরকার হইতে কোন সোসাইটি কত টাকা পাইয়াছে ও তাহাদের ঋণের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট "খ" চিহ্নিত কাগজে দেওয়া গেল।

গ) বর্ত্তমানে সমিতির নিকট নগদ টাকা ৫৯·৪৪ পঃ ও ত্রিপুরা ষ্টেট-কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে টাকা ২,০০৭·১৬ পঃ গচ্ছিত আছে। ঐ নগদ তহবিল সমিতির সেক্রেটারী

শ্রীকানাইলাল মজুমদারের নিকট আছে। সমিতির তহবিল কাহারও ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে খাটানো হইতেছে এই কথা সত্য নহে

ঘ) এই সমিতি ১৯৬৩ ইং সনের ২রা জানুয়ারী রেজিষ্ট্রী হইয়াছে।

সমবায় বৎসর ১৯৬৩-৬৪ হইতে সমিতি ন্যায্য মূল্যের দোকান ও কেরোসিন তৈলের ব্যবসা আরম্ভ করে। অডিটের হিসাব দৃষ্টে সমিতি ১৯৬৩-৬৪ সনে, টাকা ১,৬৬৬·৩৭ পঃ এবং ১৯৬৪-৬৫ সনে, টাকা ৪০৫·৪১ পঃ যথাক্রমে নীট লাভ করে।

সমিতির পরবর্ত্তী কালের খাতাপত্রাদি সমিতির প্রাক্তন সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমার দরুন পুলিশের হেফাজতে থাকায় এবং অডিট করা সম্ভব না হওয়ায় লাভ ক্ষতির হিসাব দেওয়া সম্ভব নহে।

১৯৬১ ইং সনের মূলধনের প্রশ্ন উঠে না ; সেইহেতু তখন এই সমিতিই ছিল না, এবং ১৯৬৮ ইং সনের মূলধন, খাতাপত্র পুলিশের হেফাজতে থাকায় বর্ত্তমানে সঠিক বলা সম্ভব নয়।

ANNEXURE—'A' ("ক")

List of Co-operative Societies under Kamalpur Sub-Division.

1. Bastutyagi Samabaya Samiti Ltd.
2. Salema Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
3. Halahali Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
4. Bilashchara Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
5. Sebagram Sarbartha Samabaya Samity Ltd.
6. Lutma Udbastu Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
7. Abhanga Sarbarth Sadhak Samabaya Samity Ltd.
8. Kulai Kanchanpur Colony Sarbarth Sadhak S. S. Ltd.
9. Sree-Guru Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
10. Kanchanpur Adibashi Service Cooperaitve Society Lld.
11. Pataberi Khadi Gramodyog Samabaya Samity Ltd.
12. Ramkrishna Tant Silpa Samabayn Samity Ltd.
13. Krishi Mangal Sarbarth Sadhak Samabaya Samiti Ltd.

14. Jamthungbari Service Cooperative Society Ltd.
15. Pragati Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
16. Kamalpur Multipurpose Cooperative Society Ltd.
17. Dhalai Janakalyan Serviae Cooperative Society Ltd.
18. Kamalpur Cooperative Credit Society Ltd.
19. Shikaribari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
20. Gandachera Adibashi Sarbartha Sadhak Samrbaya S. Ltd.
21. Jamthung Phal Chash Samabaya Samity Ltd.
22. Kaimachera Sarbarth Sadhak Samabaya Samity Ltd.
23. Sadhubari Chatra Silpa Samabaya Samity Ltd.
24. Baligaon Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
25. Tuiramchera Cooperative Purchase & Sale Society Ltd.
26. Manikbhander Sarbarth Sadhak Samabaya Samity Ltd.
27. Kamalpur Primary Marketing Cooperative Society Ltd.
28. Kamranga Tant Silpa Samabaya Samity Ltd.
29. Bhawalibasti Adibashi Sarbarth Sadhak S. S. Ltd.
30. Maharani Tane Silpa Samabaya Samity Ltd.
31. Kulai Service Cooperative Society Ltd,
32. Gandhinagar Mrit Silpa Samabaya Samity Ltd.
33. Balaram Service Cooperative Society Ltd.
34. Janakalyan Service Cooperative Society Ltd.
35. Singhagar Service Cooperative Society Ltd.
36. Katalutma Service Cooperative Society Ltd.
37. Chulubari seva Samabaya Samity Ltd.
38. Salema Seva Samabaya Samity Ltd.
39. Sri-Durga Service Cooperative Society Ltd.
40. East Manikbhander Service Cooperative Society Ltd.
41. Kanhuchera Adibashi Seva Samabaya Samity Ltd.
42. Bhowaliabasti Tant-O-Charka Silpa Samabaya Samity Ltd
43. Janata Service Cooperative Soeiety Ltd.

44. Sadhak Maharani Matsajibi Samabaya Samity Ltd.
45. Kamalpur Cooperative Consumers' Stores Ltd.
46. Sri Shiba Service Cooperative Society Lid.
47. Jaharnagar Bhumihin Seva Samabaya Samity Ltd.
48. Adibashi Krishak Seva Samabaya Samity Ltd.
49. Nalichara Bhumihin Seva Samabaya Samity Ltd.
50. Debichera Bhumihin Seva Samabaya Samity Ltd.

ANNEXURE—B. ("খ")

List of Co-operative Societies under Kamalpur Sub-Division showing the amount of loan received by them fromGovernment.

SL. No.	Name of the Society	Amount of Govt. Loan.	REMARKS
1.	Kanchanpur Adibashi Service Coop. Society Ltd.	Rs. 11,650.00	
2.	Dhalai Janakalyan Service Coop Society Ltd.	Rs. 2,000.00	
3.	Jamthungbari Service Coop Society Ltd.	Rs. 2,000.00	
4.	Kamalpur Coop. Credit Society Ltd.	Rs. 14,335.00	
5.	Pragati Sarbarth Sadhak Samabaya Samity Ltd.	Rs. 5,000.00	Ind. Deptt
6.	Bilashchara Sarbartha Sadhak Samabaya Samity.Ltd.	Rs. 53,750.00	Rehab.
7.	Krishimangal Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.	Rs. 2,000.00	

8.	Baligaon Sarbarth Sadhak Samabaya Samiiy Ltd.	Rs. 7,500.00	
9.	Sevagram Sarbath Sadhak Samabaya Samity Ltd.	Rs. 52,250.00	Rehab. ,,
10.	Halahali Sarbarth Sadhak Samabaya Sumity Ltd.	Rs. 295.00	
11.	Sriguri Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.	Rs. 1,071.00	
12.	Lutma Udbastu Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.	Rs. 49,800.00	Rehab ,,
13.	Lulai Kanchanpur Colony Sarbatha Sadhak Samabaya Samity Ltd.	Rs. 53,336.00	Rehab ,,
14.	Avanga Sarbarth Sadhak Samabaya Samity Ltd.	Rs. 1,800.00	
15.	Sadhak Maharani Matshajibi Samabaya Samity Ltd.	Rs. 8,300.00	Agri ,,
16.	Ramkrishna Tant Silpa Samabaya Samity Ltd.	Rs. 5,800.00	Ind ,,
17.	Sadhubari Chatra Silpa Samabaya Samity Ltd.	Rs. 5,000.00	do
18.	Kamranga Tant Silpa Samabaya Samity Let.	Rs. 650.00	Ind Deptt
19.	Maharani Tant Silpa Samabaya Samity Ltd.	Rs. 1,000.00	do
20.	Bhawaliabasti Tant-O-Charka Silpa Samabaya Samity Ltd.	Rs. 13,000.00	do
21.	Tuiramchara Coop. Purchase & Sale Society Ltd.	Rs. 3,000.00	
22.	Kamalpur Primary Marketing Coop. Society Ltd	Rs. 68, 750.00	

Starred Question No. 70 By Bidya Ch. Deb Barma- M. L. A.

QUESTION

১) Foodgrains Requisition order অনুসারে এই বছর এ পর্য্যন্ত কত খাদ্য (ধান এবং চাউল) সরকার কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

২) ইহা ছাড়া অন্যান্যভাবে সরকার কর্ত্তৃক সংগৃহীত খাদ্যের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব ;

৩) যদি কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি মাধ্যমে ঐ খাদ্য সংগৃহীত হইয়া থাকে তবে ঐ সকল সোসাইটির নাম ও সংগৃহীত খাদ্যের পরিমাণ।

ANSWER

১। বিভাগের নাম	চাউল কেজি হিসাবে	ধান কেজি হিসাবে
সদর—	৩২৩	১,৭৮,৮১১
সোনামুড়া—	১৪,০১৬	১,৫০,৮৬৪
উদয়পুর—	৮-০০০	২,১১,০০০
বিলনীয়া—	৫,৮১৮	৩,৫১,২৪৫
সাব্রুম—	১,১৩৬	৩,১৩,৯৭২
অমরপুর—	—	১,৪৩,৮৭২
খোয়াই—	০৭৯	১,৫১,৭২৮
কমলপুর—	—	১,৮৬,৭৩২
কৈলাসহর—	—	৩,৯৪,০০০
ধর্ম্মনগর—	৯,৭০০	৫,৮৯,৪০০
	৩৯,০৯২	২৬,৭১,৬২৪

২। বিভাগের নাম	চাউল কেজি হিসাবে	ধান কেজি হিসাবে
সদর		২,৬০০
সোনামুড়া—	৪২৬	৩,৯৬০
উদয়পুর—	—	—
বিলোনীয়া—	—	—
সাব্রুম—	৬৯১	৪০৬
অমরপুর—	৩২২	৫,৬৯৮
খোয়াই—	—	—

কমলপুর—	—	৮৩২
কৈলাসহর—	১,৫০০	৪০,০০০
ধর্ম্মনগর—	—	২৮,৬০০
	২,৯৩৯	৮২,০৯৬

(ইহা স্বেচ্ছায় বিক্রেতা অথবা খোলা বাজার হইতে সরকার পক্ষে কো-অপারেটিভ সোসাইটী মারতে সংগৃহীত)

৩।

বিভাগের নাম	কো-অপারেটিভ সোসাইটীর নাম	সংগৃহীত ধান এবং চাউলের হিসাব কেজি হিসাবে	
		চাউল	ধান
সদর—	বিশালগড় প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি—	৩২৩	১৮,৩২৫
	জিরানীয়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি—	—	২৬,২১৩
	মোহনপুর প্রাইমারী মার্কিটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি—	—	২৩,৩০০
	সংকটরাম পাড়া কো-অপারেটিভ সোসাইটি—	—	৪৭,৩৮০
	নেহাল চন্দ্র নগর এস্, এস্, এস্, লিঃ—	—	৪,৬৩৩
	প্রাণ বল্লভ সাহা—	—	১,৫৬০
সোনামুড়া—	সোনামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ—	২,৮০১	৬৪,৮৮১
	সোনামুড়া কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ —	৮,৮৪৪	৫০,৭৯৪
	রবীন্দ্র নগর এস, এস, এস, এস, লিঃ—	২,৭৯৭	৩৯,১৪৯
উদয়পুর—	উদয়পুর প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ —	৮,০০৭	২,১১,০০০
বিলোনীয়া—	বিলোনীয়া মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ —	৫,৮৩৮	৩,৪০,৫২৫
	বিলোনীয়া কনজিউমার্স ষ্টোর্স লিঃ —	—	১০,৭২০
সাব্রুম—	সাব্রুম প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ		

	সোসাইটি লিঃ —	৯১৫	২,৮৮,৭৬০
	শ্রীনগর এবং কৃষ্ণনগর কো-অপারেটিভ		
	সোসাইটি লিঃ —	—	২৫,৪২০
	সমরেন্দ্র গঞ্জ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ—	৮৫২	১৯৮
অমরপুর—	অমরপুর প্রাইমারী মার্কেটীং কো-অপারেটীভ		
	সোসাইটী লিঃ —	৩২২	১,৪৯,৫৭০
খোয়াই—	খোয়াই প্রাইমারী—	৭৯	৭৮,০০০
	মার্কেটিং কো-অপরেটিভ সোসাইটি লিঃ —		
	তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী —	—	৭৩,৭২৮
	মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ —		
কমলপুর—	কমলপুর প্রাইমারী—		১,৮৭,৫৬৪
	মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ—		
কৈলাসহর—	কৈলাসহর প্রাইমারী	১,৫০০	৪,৩৪,০০০
	মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ —		
ধর্মনগর —	হিতসাধনী মার্কেটিং —	—	৪,৪৯,১০০
	কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ —		
	কাঞ্চনপুর প্রাইমারী—	৯,৭০০	১,৬৮,৯০০
	মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ—		

UNSTARRED QUESTION. No. 100

By Shri Bidva Ch. DebBarma.

QUESTION

১) সাব্রুম, খোয়াই, ধর্মনগর এবং সদর বিভাগে যাদের একদ্রোণ বা তাহার বেশী জমি থাকা সত্বে ও Allotment Rules অনুসারে সরকারী খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নামের তালিকা;

২) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ঐ জমি Allot করা হইয়াছে কি ?

ANSWER.

১) জন স্বার্থের প্রয়োজন নামের তালিকা দেওয়া যায় না, যাহা হউক সাব-ডিভিসন-ওয়াইজ সংখ্যা দেওয়া হইল ঃ—

সাব-ডিভিশন	সংখ্যা
সাব্রুম	১৭৮
খোয়াই	৯৬

ধর্ম্মনগর	৭০
সদর	২৯০

UNSTARRED QUESTION NO. 178

By Shri AGHORE DEB BARMA.

Question

১) বিগত বন্যার প্লাবনে ত্রিপুরায় মোট ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার এবং গৃহ হারাদের মধ্যে কোন বিভাগে কত পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হয়েছে;

২) আউস এবং আমণ ফসলের বীজ ধান (সদ্য রোপিত) বিভাগ ভিত্তিক কত পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে,

৩) বিভাগ ভিত্তিক বীজধান এই পর্য্যন্ত কত পরিমান সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১)

২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে ।

৩)

UNSTARRED QUESTION NO. 150

BY SHRI ABHIRAM DEB BARMA, M. L. A.

Question

Will the Hon'ble Minister in-charge of the food Deptt. be pleased to state—

a) What is the number of ration shops opened in Tripura upto June, 1968 ;

b) the number of ration shops in each Division ;

c) the number of ration cards issued in each Division upto June, 1968 ;

d) the quantity of rice and atta actually lifted in each Division from January, 1968 to June, 1968 ;

e) is there any demand to abolish the system of categorisation of ration cards ;

f) if so, what is the instruction of the Govt. in this respect ?

ANSWER

a) 195 Nos.

	Sadar	—	96
b)	Sonamura	—	6

Udaipur	—	14
Belonia	—	10
Sabroom	—	4
Amarpur	—	9
Khowai	—	14
Kamalpur	—	14
Kailashahar	—	12
Dharmanagar	—	16

c)

Sadar	—	80,088
Sonamura	—	5,980
Udaipur	—	11,364
Belonia	—	5,060
Sabroom	—	2,627
Amarpur	—	4,560
Khowai	—	11,588
Kamalpur	—	9,490
Kailashahar	—	9,442
Dharmanagar	—	10,244

d). Name of Sub-Division. Quantum of foodgrains lifted from fair price shops from 1. 1. 68 to 30. 6. 68.

Name of Sub-Division	Rice (in Kg.)	Paddy (in Kg.)	Atta/Wheat (in Kg.)
Sadar	49,78,821	8,25,699	80,37,626
Sonamura	44,000	48,850	3,61,363
Udaipur	2,20,689	2,15,459	10,26,373
Belonia	16,300	52,760	1,16,030
Sabroom	11	48,400	10,08,000
Amarpur	36,000	1,66000	1,19,000
Khowai	1,39,570	1,27,900	3,51,650
Kamalpur	76,365	1,67,717	4,08,602
Kailashahar	44,300	1,39,800	2,29,540
Dharmanagar	1,358,41	83,100	4.21,090

e) No.

f) Does not arise.

Unstarred Question No. 230 By Sri Ghanasyam Dewan M. L.A.

QUESTION

১) কৈলাসহর বিভাগে গত ১৯৬৫, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ ও বর্ত্তমান সন ১৯৬৮তে যে সমস্ত সরকারী রেশন সপ খোলা হইয়াছে তাহাদের নাম ও রেশন কার্ডের সংখ্যা কত ?

ANSWER

১৯৬৫

১) রেশন সপের নাম	রেশন কার্ডের সংখ্যা
কৈলাসহর ১নং	১,৩৩৬
কৈলাসহর ২নং	৬৪৩
মানিকপুর	৬২০
গোবিন্দ বাড়ী	২৭৪
ছাউমনু	১,০২৩
মাছলীছড়া	৪৫৪
মনু	১,১৫৫
চৈলেংটা	১,১৮২
ধুমাছড়া	৩৪২
কাঞ্চনবাড়ী	১,৩৫৪
ফটিক রায়	১,৪১৮
কুমার ঘাট	১,৪৯৪
	১১,২৯৫

১৯৬৬

রেশন সপের নাম	রেশন কার্ডের সংখ্যা
কৈলাসহর ১নং	৯৯২
কৈলাসহর ২নং	১,০৩২
কৈলাসহর (গ্রামাঞ্চল)	২,৪১০
গৌরনগর	৮৬৭
দলুগাও	১,১৮৫
ফটিক রায়	১,৬৫৩

রেশন সপের নাম	রেশন কার্ডের সংখ্যা
কুমার ঘাট	৮৭২
কাঞ্চন ছড়া	৪২৫
কাঞ্চন বাড়ী	৮০০
মনু	১,৩৫২
চৈলেংটা	১,১৯২
ধুমাছড়া	৮৯৬
ছাউমনু	৭০০
মানিক পুর	৪০০
গোবিন্দবাড়ী	২৮০
	১৫,০৫২

১৯৬৭

কৈলাসহর (সহরাঞ্চল)	১,৫৯৮
কৈলাসহর (গ্রামাঞ্চল)	২,৮৭৯
দলুগাও—	১,৬৬৭
ফটিকরায়—	১,৫২৫
কুমার ঘাট—	১,৪৪১
মনু—	১,১৫২
ছাউমনু—	৩৬০
	১০,৬২২

১৯৬৮

রেশন সপের নাম	রেশন কার্ডের সংখ্যা
কৈলাসহর সহরাঞ্চল ১নং—	১,০৫৬
কৈলাসহর সহরাঞ্চল ২নং—	৭৭২
কৈলাসহর গ্রামাঞ্চল ১নং—	১,০১৪
কৈলাসহর গ্রামাঞ্চল ২নং—	১,৪২৯
ফটিক রায়—	১,৩৬৫
কুমার ঘাট—	১,৩০৫
কাঞ্চন বাড়ী—	৯৫০
কাঞ্চন ছড়া—	২০০

রেশন সপের নাম	রেশন কার্ডের সংখ্যা
মাছুলী—	৭২১
মনু—	৬১০
ধুমাছড়া—	৩৩৫
চৈলেংটা—	৬১৩
ছাউমনু—	৭১৮
জুলাই—	৬৯০
	১১,৭৭৮

Unstarred Question No 239

By Shri Ershad Ali Choudhury & Shri Sunil Chandra Dutta.

QUESTION

১। ১৯৬৮ ইং সনের জুন মাসের ভয়াবহ বন্যায় কোন বিভাগে কত পরিবার লোক গৃহহীন হইয়াছিল এবং বন্যাক্লিষ্ট লোকদের ক্ষতির পরিমান কত ;

২। আশ্রয় শিবিরে কত লোককে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল ,

৩। কোন বিভাগে বন্যাক্লিষ্ট কত পরিবারকে কি পরিমাণ ও কি প্রকারের রিলিফ কত দিন দেওয়া হইয়াছিল ?

ANSWER

১)
২) } তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
৩)

Unstarred Question No. 278.

By Shri Jatindra Kumar Majumder.

QUESTION

ক) ১৯৬৮-৬৯ সনে ৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত ত্রিপুরার সদর বিভাগের কৃষি দাদন ঋণ বাবদ কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) ;

খ) উল্লিখিত সনের উল্লিখিত তারিখ অবধি ত্রিপুরা সদর পূর্ব্বাঞ্চল ব্লক এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে বিতরিত কৃষি দাদন ঋণ এর পরিমাণ (ব্লক এলাকার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব);

গ) কিসের ভিত্তিতে উক্ত ঋণ দেওয়া হইয়াছে ?

ANSWER

ক) দাদন ঋণ বাবদ মোট— ২৯,৯৯৫ টাকা

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ—

১)	বিশালগড় ব্লক—	৯৮৭৫, টাকা
২)	মোহনপুর ,,—	৭২৪৫ ,,
৩)	জীরানীয়া ,,—	১২৮৭৫ ,,
		মোট—২৯,৯৯৫ টাকা

খ) জীরানীয়া ব্লক এলাকায় মোট ১২৮৭৫, টাকা। গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১)	বঙ্কিম নগর গাঁও সভা—	২৮০৲ টাকা
২)	পাতিনা পাড়া—	২৪০৲ ,,
৩)	পশ্চিম বড়জলা—	৪০০৲ ,,
৪)	পূর্ব্ব বড়জলা—	২২০৲ ,,
৫)	বেল বাড়ি—	১০০৲ ,,
৬)	জয়নগর—	২৪০৲ ,,
৭)	জীরাণীয়া খলা—	২০০৲ ,,
৮)	পূর্ব্ব দেবেন্দ্র নগর—	৪৯৫৲ ,,
৯)	মজলিশপুর—	২৮০৲ ,,
১০)	লক্ষ্মীপুর—	৫৭২০৲ ,,
১১)	ভৃগুদাস বাড়ি—	২২০৲ ,,
১২)	ওয়াখিন গড়—	২০০৲ ,,
১৩)	কাখিরাম বাড়ি—	২৪০৲ ,,
১৪)	রাম্মাপুর—	২৪০৲ ,,
১৫)	পুর্ব্বনোয়া গাঁও—	৪০০৲ ,,
১৬)	মান্দাইনগর—	২৪০৲ ,,
১৭)	শিবনগর—	২৮০৲ ,,
১৮)	দিনবন্ধুনগর—	১৩৩৫৲ ,,
১৯)	রামচন্দ্রনগর—	১৫৪৫৲ ,,
		১২.৮৭৫৲ ,,

গ) ঋনের আবেদন পত্রগুলি যথার্থ ভাবে অনুসন্ধানের পর ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

STARRED QUESEINN NO. 825
By : SHRI AGHORE DEB BARMA.
QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Sarvey & Settlement Department be pleased to state—

1. Total number of raiyats who have land above the ceiling limit and its division.wise break up ;
2. Total number of raiyats who have family holding but below ceiling limit and its division-wise break up ;
4. Total number of raiyats who have land above basic holding but below family holding and its division-wise break up ;
4. Total number of raiyats who have land less than basic holding and its division-wise break up ?

ANSWER

1.

Name of Sub-Division.	Total number of Raiyats.
Sadar	142
Khowai	135
Kamalpur	34
Kailashahar	17
Dharmanagar	78
Sonamura	—
Udaipur	22
Belonia	24
Amarpur	27
Sabroom	31
	510

2.

Name of Sub-Division	Total number of raiyats.
Sadar	2,808

Name of Sub-Division	Total number of raiyats
Khowai	2,780
Kamalpur	1,186
Kailashahar	792
Dharmanagar	1,019
Sonamura	395
Udaipur	536
Belonia	686
Amarpur	450
Sabroom	470
	11,122

3.

Name of Sub-Division	Total number of raiyats
Sadar	13,076
Khowai	4,707
Kamalpur	2,597
Kailashahar	14,305
Dharmanagar	5,549
Sonamura	5,220
Udaipur	3,066
Belonia	4,053
Amarpur	2,444
Sabroom	2,605
	54,757

4.

Name of Sub-Division	Total number of raiyats.
Sadar	35,107
Khowai	10,815
Kamalpur	4.757
Kailashahar	13,046

Name of Sub-Division	Total Number of Raiyats
Dharmanagar	18,615
Sonamura	6,682
Udaipur	13,795
Belonia	17,663
Amarpur	2,301
Sabroom	6,751
	1,49,530

UNSTARRED QUESTION NO. 861
By Shri SUNIL CH. DATTA

QUESTION

ক) সরকারী খাস ভুমি দখলকারী ভুমিহীন কত পরিবারকে ১৯৬০ ইং সন হইতে ১৯৬৭ ইং সন পর্য্যন্ত ভুমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে;

খ) ১৯৬০ ইং সন হইতে ১৯৬৭ ইং সনের বাৎসরিক সংখ্যা ও বন্দোবস্ত দেওয়া ভুমির পরিমাণ ?

REPLY

ক) ৪২,৭৩৩টী পরিবারকে।

খ) এতদ্ সংগীয় তালিকায় দ্রষ্টব্য।

STATEMNT RELATING TO UNSTARRED QUESTION NO. 861

ALLOTMENT MADE TO LANDLESS UNAUTORISED OCCUPANTS.

Name of Sub-Division	1960		1961		1962		1963		1964	
	No.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area
Sadar	—	—	—	—	—	—	5083	758.11	4931	747.70
Khowai	—	—	—	—	1526	369.34	1306	280.45	—	—
Kamalpur	—	—	—	—	275	40.13	1102	218.12	—	—
Kailashahar	—	—	—	—	—	—	150	27.82	256	257.49
Dharmanagar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonamura	—	—	—	—	7	7.56	2314	238.15	3691	613.58
Udaipur	—	—	—	—	1775	222.00	2056	293.61	2062	240.20
Belonia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amarpur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sabroom	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL—	—	--	—	—	3583	639.03	11991	1816.26	10920	1858.97

STATEMENT RELATING TO UNSTARRFD QUESTION NO. 861

ALLOTMENT MADE TO LANDLESS UNAUTORISED OCCUPANTS.

Name of Sub-Division	1965		1966		1967		TOTAL	
	No.	Area	No.	Area	No.	Area	No.	Area
Sadar	2210	613.04	51	21.45	—	—	12266	2140.30
Khowai	53	57.01	27	30,02	1369	3175.50	4281	3912.32
Kamalpur	856	989.20	130	115.02	—	—	2563	1362.47
Kailashahar	257	201.89	427	558.21	—	—	1030	1045.41
Dharmanagar	1341	1047.07	647	1159.81	116	7.78	2104	2214.66
Sonamura	—	—	—	—	181	212.63	6193	1071,92
Udaipur	596	193.10	463	333.05	417	221.39	7369	1503,35
Belonia	2915	818.45	195	330.21	—	—	3110	1148,66
Amarpur	424	209.46	1485	1238.02	140	509.56	2049	1757.04
Sabroom	792	93.00	1176	319.04	—	—	1968	412.04
TOTAL—	9415	4222.22	4601	4104.83	2223	3926.86	42733	16568.17

UNSTARRED QUESTION NO. 1004
By Shri BIDYA CHANDRA DEB BARMA.

QUESTION

১) Tripura Land Revenue & Land Reforms Rules. 1961 এর ৩৮ ধারা অনু-সারে Value of land এবং profits of Agriculture এর কোন Register রাখা হয় কি না;

২) যদি রাখা হইয়া থাকে উহা কি ভাবে তৈরী করা হয় ?

ANSWER

১) না, এরূপ কোন রেজিষ্টার রাখা হয় না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

26th August, 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A.M. on Monday, the 26th August, 1968.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, Four Ministers, The Dy. Minister, Dy. Speaker, and Twenty Four Members

QUESTIONS.

Mr. Speaker—To-day in the list of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Question. Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 161

Shri S. L Singh—Question No. 161 Sir.

প্রশ্ন-	উত্তর—
(১) ছামুনু সরকারী অফিসে সেংক্রাক আক্রমণের ঘটনা সত্য কিনা ;	(১) না, ছামুনুতে কোন সরকারী অফিস সেংক্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই।

প্রশ্ন—	উত্তর—
(২) সত্য হইয়া থাকিলে এইরূপ আক্রমণের পূর্ব্বে প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল কিনা ;	(২) প্রশ্ন উঠে না।
(৩) বর্ত্তমান প্রতিরক্ষার শক্তি বৰ্দ্ধিত করা হইয়াছে কিনা ;	(৩) প্রশ্ন উঠে না।
(৪) ২নং প্রশ্নের উত্তর যদি না হয় তবে ইহার কারণ কি ?	(৪) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ছামনু ব্লক অফিস সরকারী অফিস কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন ছিল যে 'ছামনু সরকারী অফিসে আংক্রোক আক্রমণের ঘটনা সত্য কিনা ? আমি তার উত্তরে বলেছি 'না' ? অর্থাৎ ছামনু সরকারী অফিসে কোন আক্রমণ হয় নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— অঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ২০২।

শ্রীএস. এল. সিংহ ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ২০২ স্যার।

প্রশ্ন—

(১) ত্রিপুরা বিধান সভায় গৃহীত ভাষা সম্পর্কিত বিল গত ২০।১।৬৫ ইং তারিখে রাষ্ট্রপতির এ্যাসেন্ট পাওয়া সত্বেও কার্য্যকরী হচ্ছে না কেন ?

উত্তর—

(১) ত্রিপুরার সরকারী ভাষা আইনের ২ (১) নং ধারা অনুসারে কোন নির্দিষ্ট তারিখ হইতে বাংলা ভাষা সর্বপ্রকার অথবা নির্দিষ্ট কোন সরকারী ব্যাপারে সরকারী ভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে মুখ্য প্রশাসক তাহা ১৯৬৩ ইং সনের কেন্দ্রীয় অঞ্চল সম্বন্ধীয় আইনের ৩৪নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দ্ধারণ করিয়া সরকারী রাজপত্রে ঘোষণা করিবেন এবং বিভিন্ন সরকারী কার্য্যের প্রয়োজনে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানের জন্য বিভিন্ন তারিখ নির্দ্ধারণ করিবেন।

প্রথমতঃ উক্ত আইন কার্য্যকরী করা সম্পর্কে এইরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে জেলা অফিসসমূহে ব্যবহৃত বর্তমান ইংরাজী শব্দাবলীর যে প্রচলন আছে উহার তালিকা প্রণয়ণ করতঃ মহারাজার আমলে প্রকাশিত রাজপত্র ও আইন বহি হইতে বাংলা পরিভাষা সংকলন করিতে হইবে। এতৎ সম্পর্কে গঠিত কমিটি বিগত ৬/১১/৬৭ ইং তারিখে এক সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং পরিভাষা সংকলনের কাজে অগ্রসর হইয়াছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন অ্যাসেমব্লীতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় চলতি বৎসরের গত ২৫শে বৈশাখ তারিখ থেকে বংলা ভাষা ত্রিপুরাতে প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে চালু করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— এমন কোন প্রতিশ্রুতি আমি দিতে পারিনা, দেওয়া উচিত ও নয়। কারণ আমি তার ডিফিকাল্টি জানি যে পরিভাষা ব্যাতিরেকে বাংলাকে গ্রহণ করা একটা দুরূহ ব্যাপার হবে। পরিভাষা প্রণনের জন্য একটা কমিটি গঠিত হয়েছে এবং সেই অনুসারে কার্য্য অগ্রসর হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করে উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে বা অন্যান্য রাজ্যের ভাষাগুলি সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার হতে আরম্ভ হয়েছে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— বিহারে হিন্দী তারা এখন প্রচলন করেছে। আর বংলা দেশে বাংলা ভাষা বিল যদিও গৃহীত হয়েছে তথাপি এখন পর্যন্ত কোন কিছু করতে পারছে না। আমরা বেংগলকে অ্যাজ ফার অ্যাজ প্র্যাকটিকেবল ফলো করছি পরিভাষার ব্যাপারে এবং তার সাথে মহারাজের আমলে যে ভাষা ছিল তার পরীক্ষা নিরীক্ষা হচ্ছে। এটা হয়ে গেলে তখনি আমরা বাংলা ভাষা প্রচলন করতে পারব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই ভাষা চালু করবার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তা কখন গঠন করা হয়েছে এবং কত জনকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে তাদের নাম সহ ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— অতীতে নাম দেওয়া হয়েছ। ৬, ১১, ৬৭ইং তারিখে গঠন করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কাজ আর কত বৎসর লাগবে শেষ করতে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— এটা পরিভাষা কমিটির উপর নির্ভর করে।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৩৪।

শ্রীএস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২৩৪।

প্রশ্ন—	উত্তর—
১। B. O. P. গুলিতে নিযুক্ত সীমান্ত রক্ষীরা পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী যাহারা গরুচুরি ডাকাতি ও অন্যান্য অসদুদ্দেশ্যে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে তাহাদিগকে বাধা দেয় কি ? অথবা গ্রেপ্তার করে কি ?	১। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

প্রশ্ন—	উত্তর—
২। যদি উত্তর হঁ্যা হয় তবে প্রতি রাত্রে সীমান্তে এতগুলি গরুচুরি ও ডাকাতি কি ভাবে হয় ?	২। তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মনমোহন দেববর্মা

শ্রীমনমোহন দেব বর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯৮

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ২৯৮

QUESTION,	ANSWER.
1. No. of Dacoities happened during 1966—67, 1967—68 and 1968—69	1. Information is under collection
2. Whether any attempt has been made to unveil the reasons of this crime ;	2. Information is under collection
3. In how many cases the police has traced out the suspected guilty persons and arrested accordingly :	5. Information is under collection
4. How many persons have been proved guilty in the court ?	4. Information is under collection

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেব বর্মা

শ্রীঅভিরাম দেব বর্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬২

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ১৬২

প্রশ্ন—	উত্তর—
(১) কতজন নিরাপত্তা আইনে আটক বন্দী পারিবারিক ভাতার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন ;	(১) ৩৩ জন।
(২) কতজনকে পারিবারিক ভাতা দেওয়া হইয়াছে ;	(২) ৬ জনকে পারিবারিক ভাতা দেওয়া হইয়াছে এবং আরও চারজনের পারিবারিক ভাতা মঞ্জুর হইয়াছে।
(৩) দেওয়া থাকিলে কাহাকে কত দেওয়া হইয়াছে ;	(৩) (ক) যাহাদের পারিবারিক ভাতা পূর্ব্বেই মঞ্জুর হইয়াছে তাহাদের নাম :—

			মাসিক
১।	শ্রীদশরথ দেব	—	১০০৲ টাকা
২।	শ্রীবিরেন্দ্র দত্ত	—	১০০৲ ,,
৩।	শ্রীভুলু কুকি	—	৫০৲ ,,
৪।	শ্রীসরোজ চন্দ্র	—	৫০৲ ,,
৫।	শ্রীসাধন ত্রিপুরা	—	৫০৲ ,,
৬।	শ্রীরাবিয়া দেববর্মা	—	৫০৲ ,,

(খ) যাহাদের পারিবারিক ভাতা সম্প্রতি মঞ্জুর হইয়াছে তাহাদের নাম ও ভাতার পরিমাণ

			মাসিক
১।	শ্রীমতি জগতশ্রী নোয়াতিয়া	—	২৫৲ টাকা
২।	শ্রীনগেন্দ্র দেববর্মা	—	৫০৲ ,,
৩।	শ্রীমণি দেববর্মা	—	৫০৲ ,,
৪।	শ্রীকরুণা কুমার রায় (বসাক)		৫০৲ ,,

প্রশ্ন—	উত্তর—
(৪) না দেওয়া হইয়া থাকিলে, না দিবার কারণ কি ?	৪। প্রশ্ন উঠে—
(৫) গ্রামবাসীর নিকট হইতে রাজবন্দী পরিবারের—দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সরকারের কাছে কোন দরখাস্ত আছে কি ?	৫। না, কোন দরখাস্ত সরকারের হস্তগত হয় নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—বাকী যাদের এখনও পারিবারিক ভাতা মঞ্জুর হয় নাই, তা না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা ম্যাজিষ্ট্রিয়েল এনকোয়ারীর উপর নির্ভর করে। দেখা হয় যে তার পরিবার আছে কিনা এবং সেই অনুসারে দেওয়া হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—বর্তমানে পারিবারিক ভাতার জন্য কোন অনশন ধর্মঘট চলেছে কিনা ?

শ্রীএস, এল. সিংহ :—নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—যাদের ভাতা মঞ্জুর হয়েছে ১০০ টাকা এবং ৫০ টাকা করে বর্তমান অবস্থায় তারা এই টাকায় চলতে পারে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তাহাদিগকে অবস্থা চলার জন্য দেওয়া হয় নাই। তারা যা আর্ণ করে সেই অনুসারে দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ডেটেনুাদের ভাতা দেওয়া সম্পর্কে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে কি স্কেল আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— ওয়েষ্টবেঙ্গলে যে স্কেলই থাকুক না কেন তারা যা আর্ণ করে তার পরিপ্রেক্ষিতে দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ওয়েষ্ট বেংগলের হারে ডেটেনিউদের ভাতা দেওয়ার জন্য কোন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— আমি এইরকম কোন প্রতিশ্রুতি কাউকে দিই না, দিতে পারি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কিসের ভিত্তিতে এনকোয়ারী করা হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— আইনের যে প্রসিডিউর আছে সেই প্রসিডিউর অনুসারে তদন্ত করা হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সেই অনুসারে রিপোর্ট দেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন হয় বিয়েও করে নাই, তার পরিবার নাই, সে পাবে অথচ যার ছেলে মেয়ে আছে সে কিছুই পাবে না এটা কি রকম ভিত্তি, আইনের মধ্যে কি এই কথা লিখা আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— আইনের বিধান আছে যে আফটার এনকোয়ারী দিতে হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— এনকোয়ারীটা কি ভিত্তিতে হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— বললাম তো যারা আর্ণ করেন না তাদের দেওয়া হয় না এবং যারা অন্যের উপর নির্ভরশীল তাদের দেওয়া হয় না এবং তারা যা যা আর্ণ করেন সেই অনুসারে দেওয়া হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— এমন লোক আছে যার উপর নির্ভরশীল ছেলে মেয়ে আছে, তাহাদিগকে দেওয়া হচ্ছে না কিন্তু যে বিয়ে করে নাই তাকে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— প্রথম এনকোয়ারী হয় এবং পরে সেটা স্ক্রুটিনি হয়। সেই অনুসারে তারা পাবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— কোয়েশ্চান নং ৩১৩।

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৩১৩।

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is a fact that Shri Tapas Ranjan Choudhuri K. G. O. has recently been promoted as in-charge of printing section of Survey & Settlement Department ;	1) Yes.
2) If so, there any supersession of his seniors ;	2) No.
3) If so, why ?	3) Does not crise.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, শ্রীতাপস রঞ্জন চৌধুরীকে কানুনগো থেকে কবে প্রমোশন দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সার্ভে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে তাপস রঞ্জন চৌধুরী থেকে অনেক সিনিয়র কানুনগো আছেন কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে—Whether it is a fact that Shri Tapas Ranjan Choudhury K. G. O. has recently been promoted as in-charge of Map printing Section of Survey & Settlement Department—উত্তরে বলা হয়েছে—'Yes' Question No. 2—if so, is there any supersession of his seniors উত্তরে বলা হয়েছে—'No'. Question No. 3. if so, why ? :—উত্তরে বলা হয়েছে—'Does not arise.'

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে পারেন, শ্রীতাপস রঞ্জন চৌধুরী, সেটেলমেণ্ট অফিসারের কোন আত্মীয় হন কিনা।

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, প্রমোশান কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয় ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—ট্রেনিং'এর উপর ভিত্তি করেই এই প্রমোশন দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন সিনিয়রিটি সম্পর্কে কোন বিচার বিবেচনা করা হয় কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে কাহারও সিনিয়রিটি সুপারসীড করে দেওয়া হয় নাই, ট্রেনিং'এর উপর বেসিস করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কি একথা বলতে চান, এই ডিপার্টমেণ্টে শ্রীতাপস রঞ্জন চৌধুরী থেকে সিনিয়র কেউ নাই ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—ম্যাপ প্রিণ্টিং সেকশানে তার থেকে সিনিয়র কেউ নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—সার্ভে সেটেলমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে কানুনগো হিসাবে শ্রীতাপস রঞ্জন চৌধুরী থেকে সিনিয়র কেউ আছে কি না ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি একথা স্বীকার করবেন, যেহেতু শ্রীতাপস রঞ্জন চৌধুরী সেটেলমেণ্ট অফিসারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সেইজন্য সিনিয়রিটি সুপারসীড করে তাকে প্রমোশান দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—সরকার এইরকম করতে পারে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি জানেন, এই ডিপার্টমেণ্টে যারা সিনিয়র, তার বিরুদ্ধে রিট পিটিশান করতে যাচ্ছেন ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—যদি অন্যায় থাকে তাহলে সেটা করা তাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—শ্রীতাপস রঞ্জন চৌধুরীকে যদি ম্যাপ প্রিণ্টিং সেকশানে প্রমোশান দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই পোষ্টের নাম কি ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :—অফিসার ইন-চার্জ, ম্যাপ প্রিন্টিং সেকশান।

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—Is it equivalent to the post of Asstt. Settlement Officer ?

Shri S. L. Singh :—I want notice of it Sir.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—Is it a Gazetted post ?

Shri S. L, Singh—I want notice of it Sir.

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 204

Shri S. L, Singh—Question No. 204 Sir.

প্রশ্ন —

১। গত আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরার কোন মন্ত্রীর টি, এ, ও, ডি, এ, বাবদ মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর—

১। মুখ্য মন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও উপমন্ত্রী যিনি গত আর্থিক বৎসরে (১৯৬৭—৬৮) যত টাকা টি, এ, ও, ডি, এ বাবত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল—

	১৯৬৭—৬৮
মুখ্য মন্ত্রী	৫,৯১১·৫০
চিকিৎসা ও শ্রমমন্ত্রী	৭,৩০৯·১০
ফাইন্যান্স ও শিক্ষামন্ত্রী	৪,০১৫·৩০
ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মন্ত্রী	৩,৮২০·৬০
পশুপালন ও কারামন্ত্রী	১,৪৬৮·০০
উপমন্ত্রী	৩,২২০·১০

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই টি. এ. ও. ডি. এ. কি কি বাবদ নেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— যারা যেই ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, সেই ডিপার্টমেন্টের কাজের জন্য তাদেরকে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— কোশ্চেন নাম্বার ১৬৩।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৩ স্যার।

প্রশ্ন—	উত্তর-
১। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর হইতে ত্রিপুরা প্রশাসন ত্রিপুরার নিরাপত্তা বন্দীদের সম্পর্কে কোন পত্র পাইয়াছেন কি ?	১। হাঁ।
২। পাইয়া থাকিলে ইহার সারমর্ম্ম কি ?	২। D. I. R বন্দীদের সমতুল্য সুবিধা গুলি P. D. Act বন্দীদের বেলায়ও প্রযোজ্য করার এবং ভাগলপুর জেলে আটক ত্রিপুরায় বন্দীদিগকে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুবিধার্থে অন্য কোন জেলে পরিবর্ত্তন করা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করার জন্য।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে পারেন তাদের এই রিপ্রেজেন্টেশন সম্পর্কে সরকার কি বিবেচনা করেছেন।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তার উত্তর আগেই দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬ স্যার।

প্রশ্ন —	উত্তর—
১। ত্রিপুরা সরকার Preventive Detention Act এ আটক ভাগলপুর সেন্ট্রেল জেলের আটক বন্দীদের নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত কি কোন অভিযোগ পাইয়াছেন যে তাহাদের সকল চিঠি পত্র (বিহার হইতে ত্রিপুরা এবং ত্রিপুরা হইতে বিহারে) আটক করিয়া ভাগলপুর জেল কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের আত্মীয়স্বজন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন।	১। না।
২। যদি ঐ অভিযোগ পাইয়া থাকেন, তবে ঐ অভিযোগের কি কোন জবাব আটক বন্দীদের দেওয়া হইয়াছে।	২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। জবাব না দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহার কারণ কি ?	৩। প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker Any other question of Shri Bidya Chandra Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 38.

Shri S. L. Singh—Question No. 38 Sir.

প্রশ্ন –	উত্তর—
১। গত ৫ বছরে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যাহারা বিভিন্ন কারণে সরকারের বিরুদ্ধে আদালতের আশ্রয় লইয়াছেন তাহাদের নাম ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
২। এই সকল মামলার কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার পরাজিত হইয়াছেন ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩। এই সকল মামলায় সরকারের মোট এ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ হইয়াছে ?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—দেয়ার ইজ এনাদার কোয়েশ্চান অব শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশচান নাম্বার ৫২।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—কোয়েশচান নাম্বার ৫২ স্যার।

QUESTION.	ANSWER.
১। গত ১৮-৩-৬৮ তারিখে Starred Question No. 665 এর জবাবে যে মোটর দুর্ঘটনার তদন্তের কথা বলা হইয়াছে সেই তদন্ত কার্য্য কি শেষ হইয়াছে ?	১। না এখনো চলিতেছে ;
২। যদি শেষ হইয়া থাকে, তাহার ফলাফল কি ?	২। প্রশ্ন উঠে না।
৩। ঐ তদন্ত যে অফিসার করিয়াছেন তাহার নাম ?	৩। এস, আই, শ্রী আর, সি, মুখার্জি এই তদন্ত কার্য্য চালাইতেছেন।

প্রশ্ন	উত্তর—
৪। দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হইয়াছে কি?	৪। হ্যাঁ।
৫। যে গাড়ীটি দুর্ঘটনা করিয়াছিল, তাহার নম্বর কত?	৫। টি, আর, এ,—৩১১

Mr. Speaker :—There is no Unstarred Question to-day.

CALLING ATTENTION

The Calling Attention given notice of by Shri Rajkumar Kamaljit Singh on 22nd August, 1968 to which the Minister concerned agreed to make a statement to day the 26th August, 1968, on—

"Daring dacoity with heinous murder in the house of Kshetra Mohan Sarker of Chhechheria, Bamutia, P. S Sidhai, Tripura on 16.8.68."

I would now call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh to make a statement.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, on the night of 16-8-68 at about 2330 hrs. to 2400 hrs. a gang of dacoits numbering 10/12 being armed with arrows, spears and daos etc. and with torch light committed dacoity in the house of Shri Kshetra Mohan Sarker S/O Late Guru Charan Sarker of village North Chochuria P. S Sidhai and took away 6 head of cattle and cash Rs. 300/-. The dacoits forcibly entered into the dwelling huts of Kshetra Mohan Sarker and tied his hands by rope threatened him with dire censequence for which he remained silent After the retreat of dacoits he managed to come out of his hut and found his servant Norattam Das dead due to injuries caused by the dacoits. On this information a regular case has been started at Sidhai P. S. vide case No. 7(8)68 U/S 396 I. P. C. and O/C Sidhai P. S. has taken up the investigation of the case. None has yet been placed under arrest in connection with this case. The place of occurrence is situated in an isolated area within 1½ miles from the Indo-Pak border and it is suspected that Pak criminals are responsible for this crime.

An anti-dacoity camp has been opened there and the C. I. is camping there. Investigation is proceeding.

Shri Ghanashyam Dewan :— Point of clarification. এই জায়গা থেকে বি, ও, পি, কতদুর ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—নোটিশ চাই ।

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from Hon'ble Member Shri Jatindra Kumar Majumder on the subject—গত সপ্তাহে বিশালগড় থানার অন্তর্গত হীরাপুর স্কুলের শিক্ষক হরেন্দ্র দেববর্মার উপর দুর্বৃত্ত দল কর্ত্তৃক অমানুষিক অত্যাচারজনিত মৃত্যু ।

I would call on the Hon'ble Minister in charge of the department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L. Singh :—I will make the statement on 27th Augnst.

Mr. Speaker :—I have received a communication from the District Magistrate, Tripura regarding change of place of detention of Shri Bidya Ch. Dev Barma, M L. A. which reads as follows :—

Dear Shri Speaker,

I have the honour to inform you that Shri Bidya Chandra Dev Barma, M.L.A. who was detained in the Bhagalpur Central Jail was transferred to Central Jail, New Delhi under order of the Supreme Court of India in connection with his Writ petition in the Supreme Court. Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A.,

left Bhagalpur Central Jail on 13. 6. 68 and reached Central Jail, New Delhi on 14. 6. 68. Shri Deb Barma returned from New Delhi at Bhagalpur Central Jail on 2. 8. 68.

Yours faithfully,

Sd/- Illegible,

District Magistrate, Tripura

23. 8. 68.

GOVERNMENT BUSINESS (LEGISLATION)

Consideration & Passing of the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968)

—o—

Mr. Speaker—Next item in the List of Business, the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968) is to be taken into consideration. I shall request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to move his motion for consideration of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968) be taken into consideration at once.

Mr. Speaker— The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968) be taken into consideration at once.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No Voice)

The Motion is carried.

Mr. Speaker-- Clause 2 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES,

(No. Voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker—Clause 3 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker :— Schedule do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES

(No Voice)

I think AYES have it. AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker :—Clause 1 do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice— AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No Voice)

I think AYES have it. AYES have it. AYES have it.

Mr. Speaker :—The Title do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say AYES.

(Voice—AYES)

As many as are of contrary opinion will please say NOES.

(No Voice)

I think AYES have it. AYES have it, AYES have it.

Mr. Speaker—Next business is the Passing of the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968). I shall now request the Hon'ble Krishnadas Bhattacharjee to move his motion for Passing of the Bill.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker—The question before the House is that the Appropriation (No. 4) Bill, 1968 (Bill No. 4 of 1968) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice—AYES)

As many as are as of contrary opinion will please say 'NOES'.

(No Voice)

I think AYES have it.

AYES have it. AYES have it.

The Billl is passed.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS
(RESOLUTION)

Mr. Speaker—Next item in the List of Business is Private Members, Resolution. I would call on Shri Aghore Deb Barma to move his Resolution that as the recent flood in Tripura has caused havoc to the standing crops etc. causing collosal loss and untold suffering to the peasants and as in the present detorioraiting economic condition this devastating flood has only aggraveted the poverty afflicted peasants, this House directs the Govt. to remit the land Revenue of the current financial year of the peasants of the flood affected areas.

Shri Aghore Dev Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে as the recent flood in Tripura has caused havoc to the standing crops etc causing collosal loss and untold suffering to the peasants and as in the present deteriorating economic condition this devastating flood has only aggraveted the poverty of the afflicted peasants, this House directs the govt. to remit the land Revenue of the current financial year of the peasants of the flood affected areas. অর্থাৎ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্তমান এই আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরাতে অন্যান্য বৎসরের তুলনায় তীব্রভাবে যে অন্নাভাব দেখা দিয়েছিল এবং বিভিন্ন মফঃস্বল এলাকাতে অনেক লোক অনাহারে মারা

পায় এ সম্পর্কেও সরকার নিশ্চয়ই খবরাখবর রাখেন, দিনের পর দিন অভাব যে কি স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বলার আবশ্যক থাকে না। যে flood গত কিছুদিন পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্য হয়ে গেল এটা যেন অনেকটা মরার উপর খাড়ার ঘা। এমনি মানুষ অভাবের তাড়নায় আজকে অর্থনৈতিক একটা বিপর্য্যয়ের মুখে, অনেক কষ্ট করে ধার কর্জ্জ করে আউস ধান করেছে, কেউ আমন ফসল ফলাবার জন্য বীজের ধান ইত্যাদি বপন করেছে। কিছুদিন আগে যে বন্যা হয়ে গেল সেই বন্যায় ত্রিপুরার কৃষকদের আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্ত ধুলিস্মাৎ করে নিয়ে গেছে। কাজেই সেই দিক দিয়ে যদি কৃষকের কথা চিন্তা করতে হয় তাহলে একথা অনস্বীকার্য্য যে বর্ত্তমান সনের যে খাজনা সেটা মকুব করা দরকার। তাছাড়া আমরা জানি যে ভূমি সংস্কার আইনের মধ্যে উল্লেখিত আছে যে যদি এই রকম অবস্থা দেখা দেয় রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে খাজনা মকুব করতে পারেন। একটা clause এ আছে। সেই clause নম্বরটা আমার মনে নেই। কাজেই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যদি আমরা gazetteগুলি দেখি তাহলে কি দেখতে পাই—একদিকে মানুষের দারিদ্রতা, অভাব, অন্যদিকে বন্যায় আক্রান্ত হয়ে মানুষ হায়হুতাস করছে, একবার নয় দুইবার নয় অনেক কষ্ট করে বীজের ধান জোগাড় করার পর তারা ধান বুনেছে। যে ফসলগুলি পেলে তাহারা খুশী হত সেই ফসলগুলি যখন নষ্ট হয়ে গেল তখন সরকারী পক্ষ থেকে flood affected হিসাবে যে সাহায্য সহায়তা করা হচ্ছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম সরকার নিজেই স্বীকার করবেন। ক্ষতির তুলনায় তাহা কিছুই নয়। কিছুটা মানুষকে সান্তনা দেওয়া মাত্র। সেই দিক দিয়ে আমরা যদি গত তিন তিনটা gazetteগুলো দেখি তাহলে দেখব তাহাতে ক্রোক সংসিত নোটিশ ইত্যাদি লেগেই আছে। একে দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা এর মধ্যে বন্যা ত্রিপুরার কৃষক কূলকে কি যে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে এটা রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। ত্রিপুরার মধ্যে এমন কতগুলি জায়গা আছে যেমন চড়িলাম forest office এর সামনে যে জায়গা আছে সেগুলি খুবই ভাল জমি। যারা আর একটু দক্ষিণ দিকে যান তাহলে দেখবেন এক পসলা বৃষ্টি হলে মাঠকে সাগরের মত দেখা যায়। দুদিন তিন দিন পর্য্যন্ত সেখানে জল জমে থাকে, রোয়া আউস ফসলের মধ্যে যদি এই সব বাড়তি জল এসে জমে থাকে তাহলে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। সেখানে আউস ফসল কিভাবে নষ্ট হয়েছে রাস্তা থেকে দাঁড়ালেই দেখা যায়। মাননীয় সদস্য যারা সেই দিকে যান তাঁরা একটু ক্ষনেক লক্ষ্য করলে তা দেখতে পারবেন। তদুপরি চড়িলাম থেকে আরম্ভ করে লালসিং মুড়ার দক্ষিণ এবং পশ্চিম অঞ্চল upto দুর্গানগর entire এলাকাতে ২।৩ বার flood হওয়ার ফলে আউস ফসল তো নষ্ট হয়েছে তদুপরি যে সমস্ত কৃষক বীজের ধান সংগ্রহ করে রোয়া দিয়ে ছিল অতি কষ্টে, তা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। বার বার ধান সংগ্রহ করে রোয়া লাগানো কৃষকদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। শুধু চড়িলাম বা লালসিংমুড়ার ঘটনা নয়। ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্র, কি কৈলাশহর কি খোয়াই, সব স্থানের অবস্থা যদি আমরা দেখি সেখানেও একই অবস্থা। কোন মহকুমাই এই flood থেকে রেহাই পায় নাই। এবারকার বন্যায় সব ধ্বংস করে নিয়ে গেছে।

আশাকরি এই সম্পর্কে সকলে একমত হবেন এবং সেই দিক দিয়ে আমি প্রস্তাব করছি অন্ততঃ এবারের মত হাল সনের খাজনা থেকে তারা যেন রেহাই পায়। এবারের অবস্থা বিবেচনা করে তাদের হাল সনের খাজনা মকুব করা দরকার। আজকে তারা আউস ধানতো পেলই না, আমন ধান যে পাবে তারও নিশ্চয়তা নাই। কাহার কিরূপ ক্ষতি হয়েছে তা বিবেচনা না করে ঢালাও ভাবে যদি ক্রোক এবং সংসিত নোটিশ দেওয়া হয় তাহলে যাদের এক কানি দুই কানি জমি আছে তারা খাজনা দিতে না পারার ফলে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে। জমি বন্ধক বা বিক্রি করতে কৃষকরা বাধ্য হবে। অর্থাৎ সাধারণ কৃষকদের জমি হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আজকে সরকার থেকে বলা হয় বেশী ফসল ফলাও, দো-ফসল ফলাও, কিন্তু আজকে দিনের পর দিন যদি তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হতে থাকে বা তাদের জমি যদি না থাকে এবং যারা ধনী কৃষক বা মহাজন তাদের হাতে আস্তে আস্তে যদি জমিগুলো গিয়ে পড়তে থাকে--তাহলে আজকে production এর দিক দিয়ে ক্ষতির কারণ। আমরা বরাবরই দেখেছি নিজের জমি চাষ করা একটা জিনিষ আর বর্গা করা আর একটা জিনিষ। কাজেই সেই দিক দিয়ে কৃষকদের হাত থেকে যদি জমি চলে যায় তাহলে production এর দিক দিয়ে ক্ষতির কারণ হবে। কাজেই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার বিবেচনা করে এই হাল সনের খাজনা মকুব করা দরকার বলে মনে করি। সেজন্য বিধান সভায় মধ্যে আজ আমি এই প্রস্তাব রাখছি। আশা করি আমার প্রস্তাবটা গৃহীত হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Is any member like to participate in the discussion ?

Sri T. M. Das Gupta (Minister)—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বন্যার বিষয় নিয়ে ইতিপূর্ব্বেও House এ আলোচিত হয়েছে। এখানে যে প্রস্তাবটি এসেছে আমি তাহা গ্রহণ করতে পারছিনা তার কারণ হচ্ছে ইতিমধ্যে সরকারের তরফ থেকে যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সেগুলো করা হয়েছে এবার সত্যি ত্রিপুরা তথা সমগ্র দেশেরই একটা দুর্ভাগ্য যে গত কয়েক বৎসর খরার জন্য আমাদের বহু জায়গায় ফসল ইত্যাদি নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এটার ব্যতিক্রম, এবার এল দুর্য্যোগ, বিশেষভাবে বন্যা ত্রিপুরাতে এসেছে। কোন কোন স্থানে একবার দু' বারও বন্যা হয়ে গেছে, বৈশাখের মাঝামাঝি সময়ে একবার বন্যা হয়ে গেল, আবার দিন ১৫ আগে বন্যাতে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং সরকারের তরফ থেকে যতটুকু করা সম্ভবপর করা হয়েছে। এটা সত্যি কথা তাদের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তাহা সম্পূর্ণ পূরণ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তা না হলেও আংশিক যাতে তারা কিছুটা উপকৃত হয় তার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে grant হিসাবে যাতে D. M. এর কাছ থেকে কৃষকরা পেতে পারেন তার জন্য ৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এ ছাড়া test relief and gratuitous relief বাবত D. M.এর কাছে ১১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। যাতে সেই টাকা বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে বন্যার দ্বারা যে সমস্ত অঞ্চল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাদের বাড়ীঘর নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা জলের জন্য আটক পরে গেছে তাদের কে প্রাথমিক যে সাহায্য তাহা দেওয়া হয়েছে।

তারপর সেই সঙ্গে এক সপ্তাহের রেশন কোন জায়গাতে চিড়ে, গুড় দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। তাছাড়া যারা Camp এ ছিল যাদের বাড়ী ঘর খারাপ তাদের ১ সপ্তাহের চাউল বা আটা, কোন ক্ষেত্রে ডাল এই সমস্ত মিলিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। কাজেই এই দুর্দিনে সরকারের তরফ থেকে যতখানি করা যতখানি কর্তব্য এবং যতখানি আমাদের এই বাজেটের সীমানার মধ্য থেকে করা সম্ভব ততখানি করা হয়েছে। কারণ সাহায্যের কথা যদি বলতে হয় তাহলে অর্থ দিয়ে শেষ করা যায়না, কারণ আমরা জানি কারো কারোর একক ভাবে ক্ষতি হয়েছে এবং সেই ক্ষতির পরিমাণ বেশী তার জন্যই এই অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। যাদের বাড়ীঘর বন্যায় ভেঙ্গে গেছে তাদের আর্থিক সাহায্য করার বিষয় সরকার বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করছেন। সরকারের দিক থেকে বন্যার যে সাহায্যের দিকটা আছে তা প্রয়োজনোপযোগী এবং আমাদের আর্থিক সঙ্গতির উপরে নির্ভর করে ত্রিপুরার ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে করা হয়েছে। যেখানে কৃষকদের কৃষি লোন দরকার এবং যে সমস্ত কৃষক সময়মত আবেদন করেছেন বীজ ধানের জন্য তাদের মধ্যেও বীজের ধান বিলি করার ব্যবস্থা হয়েছে। যে সমস্ত ধান সরকারের stock এ ছিল তার মধ্যে যে ধানগুলো উৎপাদিকা শক্তি আছে তাহা কৃষি বিভাগের কর্মীদের দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে তারপর জায়গায় জায়গায় দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আর অধিকন্তু এর আগেও বলা হয়েছে যে আমরা বিবেচনা করছি যে tax এর দিক দিয়ে কিছুটা relief তাদের দেওয়া যায় কিনা। এখানকার আইন অনুয়ায়ী প্রথমত: যা করতে হবে সেটা হল suspension। Tax যেটা আছে সেটাকে suspension করে সেটাকে মাপ দেওয়া যায় কিনা সেটা পরবর্তী পর্য্যায়ে বিবেচনা করতে হবে। কাজেই revenue মাপ করার ক্ষমতা সরকারের নেই। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য উপযুক্ত ভাবে পাঠাতে হবে। সেই জন্যই প্রথমাবস্থায় suspension এর কাজ আরম্ভ হয়েছে। কাজেই সেখানে সরকার তার করণীয় কাজ যথোপযুক্ত সময়েই আরম্ভ করেছেন, সেখানে এই রকম প্রস্তাব আনার কোন যৌক্তিকতা নেই। এরকম প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে বুঝা যাবে সরকার তার কাজে গাফিলতি করছেন, মন্ত্রীরা তাদের করণীয় কাজ করছেন না এবং তারই জন্যে যেন এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে বন্যার ব্যাপারে কি ভাবে সাহায্য করা যায় সেটাও করা হচ্ছে এবং আরও কিভাবে বন্যাপীড়িত লোকেদের সাহায্য করা যায় সেটাও সরকারের বিবেচনাধীন আছে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাবের কোন যৌক্তিকতা নেই। আমরা তাই এই প্রস্তাব নিতে পারছিনা। কিন্তু বন্যায় যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের প্রতি সরকারও মন্ত্রীমণ্ডলী অত্যন্ত সহানুভূতিশীল এবং তাদের প্রতিটি দাবী সরকারের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু সম্ভব পূরণ করার জন্য সরকার উদ্বিগ্ন। কাজেই এই বলেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু খাজনা মকুবের যে প্রস্তাব এনেছেন ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থায় তা আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি এবং সমর্থন করি। কারণ ত্রিপুরার উপর দিয়ে যে দুর্য্যোগ চলে গেছে তা যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে

পাই যে এই বন্যার পূর্ব্বেও যে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিল তার ফলে মানুষ না খেয়ে মরছিল। এবং বেশ কিছু লোক মরেছেও খাদ্যাভাবে, আবার তার উপরে এই বন্যার প্রকোপে বহু কৃষকের ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমি এই সংবাদ পেয়েছি যে, সাবরুমের ছোটখিল এলাকায় খাজনার নোটিশ পড়েছে বন্যার পরেও। ছোট খিলের গোবিন্দ মাঠ প্রতি বছরই বন্যার জলে ডুবে যায় এবং ফসল নষ্ট হয়। সেখানে একটি মাত্র ফসল ছাড়া আর কিছুই করার উপায় থাকে না। এমতাবস্থায় ত্রিপুরা সরকার যদি বন্যাক্লিষ্ট জনসাধারণের কথা চিন্তা না করেন তাহলে কৃষকদের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে। আগামী যে দিন আসছে সেই দিনটি আরও দুঃখজনক হবে বলে মনে করি। অনেক কৃষক বীজ ধানের অভাবে জমিতে ফসল করতে পারছেন না। সেই দিক থেকে অঘোর বাবুর প্রস্তাব যুক্তি-সংগত ও গৃহীত হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে যে কথাটির উল্লেখ করেছেন তাতে তিনি আমার প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন বলে আমি মনে করি। তবে তিনি সমর্থন করতে গিয়ে একথা বলেছেন যে ফ্লাড এফেক্টেড জনসাধারণকে আমরা সহানুভূতি সহকারে সাহায্য করছি। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার এই বিপর্যয়ে বেশ টাকা দিচ্ছেন। কিন্তু শুধু সমবেদনা জানায়েই যদি শেষ হতো তাহলে এ প্রশ্ন উঠত না। অবশ্য তিনি একথাও বলেছেন যে, যদিও ত্রিপুরার এই দুর্গত জনসাধারণের সাহায্যের জন্য সরকার বেশ টাকা খরচ করছেন, চিড়া, গুড়, বীজের ধান ইত্যাদি দিচ্ছেন—তাও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার তুলনায় সাহায্যটি কিছুই নয়। একথাও তিনি স্বীকার করেছেন। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে, যে কথাটার প্রতি তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যে সরকার থেকে বীজের ধান, কৃষি ঋণ পাওয়া যায়—এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন। একটা নজীর হিসাবে আমি বলছি যে ত্রিপুরা সরকারের কৃষি ঋণ খামখেয়ালী ভাবে দেওয়া হয়। কৃষি ঋণ যদি পেতে হয় তার কতগুলো formalities observe করতে হয়। প্রথমে তাকে দরখাস্ত দিতে হবে S.D O. র কাছে। সেই B. D. O,র কাছেই দিক আর যার কাছেই দিক না কেন দরখাস্তকারী আসবে S. D O.র কাছে। তারপর যেদিন দরখাস্ত দিবে সেদিন ঋণ মঞ্জুর হওয়ার তো কোন কারণ নাই। তারপর ২।১ দিন করে মাসের পর মাস গত হওয়ার পর ঋণ মঞ্জুর হবে। এমনও ঘটনা আছে যে গত ফেব্রুয়ারী মাসে যারা কৃষি ঋণের দরখাস্ত দিয়েছে সেগুলি ৩।৪ বার তদন্ত হয়ে ও পড়ে আছে। এখন পর্য্যন্ত সেগুলি মঞ্জুর হয়নি। কাজেই এই বন্যার ফলে যারা খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের হাল, গরু ও বীজের ধান নাই, খোরাকী নাই এমতাবস্থায় তাদেরও ঐ একই অবস্থা হচ্ছে ঋণ মঞ্জুরের বেলায়। তারা কি চাষাবাদের জন্য ঋণ সংগ্রহ করতে যাবে না খোরাকীর ব্যবস্থা করবে? ২।১ দিন যদি ঋণের জন্য আসাযাওয়া করতে হয় তা না হয় একটি reasonable time, কিন্তু ঘরের কাজকর্ম্ম ও গৃহস্থির যাবতীয় কাজ ফেলে মাসের পর মাস তাকে ঋণের জন্য আগরতলা

দৌড়াতে হবে আর এটা সম্ভব ?

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে কিছু পরিমাণ ঋণের টাকা দেওয়া হবে। এই ঘোষণার ফলে বহু লোক আগরতলায় এসে দরখাস্ত দিয়েছে। হাজার হাজার দরখাস্ত পড়ে আছে। ইনকোয়ারীও হয়েছে এবং হচ্ছে। ইনকোয়ারী করতে যিনি যাবেন তাকেও কিছু দিতে হয়। কারণ তাকে যদি খুসী করানো যায় তাহলে গ্রামে গিয়ে ইনকোয়ারী না করলেও চলবে। এখন পর্য্যন্ত ঐ সব দরখাস্ত dispose of করা হচ্ছেনা। আজ ভাদ্র মাস পার হয়ে যাচ্ছে। শ্রাবণের দশ থেকে ভাদ্রের দশ পর্য্যন্ত রোয়া দেওয়ার সময়। অথচ এখনও ঐ সব কৃষকদের বীজের ধান বা ঋণের টাকা কিছুই দেওয়া হয়নি। আশ্বিন মাসে যদি রোয়া দেয় তাহলে ধান গাছ যা কিছু উঠবে তাতে ধানের ছড়া বেরুবে না। এটাই আমাদের অভিজ্ঞতা। এখনই রোয়া দেওয়ার উপযুক্ত সময়। অথচ এ সময় সে বীজ ধান বা ঋণ পাবে না। তাকে দেওয়া হবে আশ্বিন মাসে অর্থাৎ কৃষিকাজে তার ঋণের টাকাটা কাজে লাগাতে পারলো না...... মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঘুমাচ্ছেন......তা আপনাদের রাজত্ব—আপনারা ঘুমাবেন এতে বলবার কি আছে......

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় একজন কৃষককে এভাবে ঋণের দরখাস্তের পিছনে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় ২/৩ শত টাকা খরচ হয়ে যায়। প্রত্যেকবার তাকে আগরতলায় আসতে হলে দৈনিক ১০৲ টাকার মতো খরচ হয়। তারপর সে বড়জোর ২৫০৲ টাকা ঋণ পেলো। খরচ বাদ গিয়ে বড়জোর ৪০৲ টাকা তার margin থাকে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে দেখা যায় যে, কৃষিঋণ পেতে হলে clearance certificate দিতে হয়। সেই certificate এর দরখাস্ত দিতে হবে S. D. O.—সাহেবের অফিসে। কেরাণী বাবুর তো মায়ের শ্রাদ্ধ পড়েনি। কাজেই কেরাণী বাবুকে কিছু ঘুষ দিলে তিনি দয়া করে পুরাণো রেকর্ড দেখে clearance certificate দেবেন। কাজেই অনেক legal এবং illegal formalities ও আছে। Terms and conditions এর মধ্যে এমন কোন কথা নাই যে, mortgage দেওয়ার পর clearance certificate নিতে হলে কেরাণী বাবুকে এত টাকা দিতে হবে। আবার ঘুষ না দিলে কেরাণী বাবু ও clearance certificate দিবেন না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, illegal formalities কিছু তাকে observe করতে হয় — এই কৃষি ঋণ পেতে হলে। মুহুরী, দালাল, অফিস কাচারীতে টাকা দিতে দিতে অবশেষে যখন সে টাকা পায় তখন দেখা যায় যে তার ৩০/৪০, টাকা মাত্র margin থাকে। একদিকে তাদের কাজের ক্ষতি হলো অন্যদিকে হয়রাণী হতে হলো। টাকা যা পেলো তাও কৃষি কাজে আসলো না। কাজেই কৃষি ঋণ দেওয়ার নামে কৃষকদের হয়রাণী করাই হচ্ছে। যাতে অতি সহজে কৃষিঋণ পেতে পারে সে ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন বলে মনে করি। কিন্তু একথা বললেই তো বলবেন যে, D. M. আছে, S. D. O. আছে, B. D. O. আছে তারাই তো সব করছেন। কিন্তু একটা অফিসে এটা হওয়ার পর সমস্ত অফিস ডিঙ্গিয়ে এলে পরে ঋণ মঞ্জুর হবে।

আর একটা কথা হচ্ছে, S. D. O. বড় জোর ২৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত কৃষিঋণ দিতে পারেন। ২৫০৲ টাকার উপর হলেই তাকে D. M. এর কাছে prayer করতে হবে। কাজেই জমি মরট্গেজ দিয়ে অনেকেই D. M. এর কাছে দরখাস্ত করে। কিন্তু মাসের পর মাস prayer গুলো পড়ে থাকে, আর দেওয়া হয় না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Reference স্বরূপ একটা ঋণের আবেদন সম্পর্কে আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। ১৯৬৭ সালে আবেদন করা হয়।

To The District Magistrate & Collector, Govt. of Tripura, Agartala.

Prayer for Payment of agricultural loan amounting to Rs. 400/- ইত্যাদি তারা দরখাস্ত করেছে আর প্রায় ৩ মাস হয় এখন পর্য্যন্ত file এ চাপা পড়ে আছে। এই হল অবস্থা। কাজেই এই প্রস্তাবটি আমি হাউসের সামনে রাখছি। (Interruption from members) এখানে আরো এমন দরখাস্ত আছে এত detail এ আমি যেতে চাই না। এখানে দেবেন্দ্র চন্দ্র দাসের ও একটা দরখাস্ত আছে। আনন্দ দাস, গোপাল দাস, হাছন দাস, ক্ষেত্রমোহন দেবনাথ, পাণ্ডব দেবনাথ ইত্যাদি ৩৩ জনের দরখাস্ত আছে। ১৯৬৮ সালে S D O র নিকট যে সব দরখাস্ত করা হয়েছে তার সামান্য একটা তালিকা দিচ্ছি। তারা হল, উষারঞ্জন দেববর্মা পিতা বীরচরণ ঠাকুর, আমতলী, বিশ্রামগঞ্জ গণেশচন্দ্র দেববর্ম্মা, বংমালা, যতীন্দ্র দেববর্ম্মা, প্রজাকান্ত দেববর্ম্মা বংমালা। ওয়াদী রায় দেববর্মা প্রমোদনগর, চিত্তরঞ্জন দেববর্ম্মা, বারধোং, মহামানী দেববর্মা, রাধামোহনপুর, অনিলকৃষ্ণ সরকার, চন্দ্রমোহন সরকার, খলেশ্বর, অশ্বিনীকুমার দেববর্ম্মা পিং হরিবন্ধু দেববর্মা, রতনপুর। রাধেকৃষ্ণ দেববর্মা পিং মঙ্গলচন্দ্র দেববর্মা, ব্রজপুর। বিপিন বিহারী নাথ পিং বিনোদ বিহারী নাথ, ঈশানচন্দ্র নগর। জিতেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধর, পিং জগবন্ধু সূত্রধর ইত্যাদি বহু নাম আছে। এইগুলি সব agricultural loan প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত। সরকার থেকে ঋণ দেওয়া হয় না এমন কথা আমি বলি না, কিন্তু নানারকম formality observe করে যে সময় টাকা দেওয়া হয় তখন তাদের কাজে আসে না, কাজেই যে যে জায়গায় বৎসরে দুই দুইবার floodএ জমি নষ্ট হয় তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যাহাতে সত্বর ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি অনুরোধ করব। সর্ব্বশেষে floodএ ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের এবারকার খাজনা যাতে মুকুব করা হয় এই বক্তব্য রেখেই আমার প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Now I am puting to vote the resolution moved by Shri Aghore Deb Barma. The question before the house is that, As the recent flood in Tripura has caused havoc to the standing crop etc. causing collosal loss and untold suffering to the peasants and as in the present deteriorating economic condition this devasting flood has only aggravated the poverty of the afflicted peasants, this House directs the Govt. to remit the land revenue of the current financial year of the peasants of the flood affected areas.

The Resolution was put to vote and lost

Mr. Speaker—There is another resolution of Shri Monomohan Deb Barma I would call on Shri Deb Barma to move his Resolution that "This Assembly is of opinion that যেহেতু আগরতলা, আমতলী, টাকারজলা রাস্তাটি সদর দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলের একটি মাত্র যাতায়াতের উপায়, সেইজন্য জনসাধারণের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা ও অধিকতর প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য এই রাস্তাটির উন্নয়ন এখনই দরকার।

Shri Manomohan Deb Barma—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে যেহেতু আগরতলা—আমতলী (টাকার জলা) রাস্তাটি সদর দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চলের একটি মাত্র যাতায়াতের উপায়—সেই জন্য জনসাধারণের যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা ও অধিকতর প্রশাসনিক দক্ষতার জন্য এই রাস্তাটির উন্নয়ণ এখনই দরকার।

এই রাস্তাটির উন্নয়ণ দরকার আছে মনে করেই এই প্রস্তাব আমি এনেছি। ৬/৭ বৎসর পূর্ব্বে এই রাস্তাটি নির্মিত হয়। কাঁচা রাস্তার জন্য বর্ষাকালে এই রাস্তা ভেঙ্গে যায়। সুদিনে রিক্সা চলে। গত বৎসর যেহেতু বৃষ্টি কিছু কম ছিল যেহেতু কিছু গাড়ী চলাচল করতে পারত, এবার বৃষ্টির জলে প্রায় সকল রাস্তাই ভেঙ্গে গেছে এবং Bridgeগুলি সব অকেজো হয়ে পড়ে আছে এবং আয়ুস্কাল প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং সনগুলি মানুষ মারার অধিকার অর্জন করেছে। সেই জন্য আমি মনে করি এই রাস্তাটি এখন মেরামত করা দরকার। আনন্দনগর, গাবরদি, জম্পুইজলা, দেওয়ানপাশা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় ৪০ হাজার লোক এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে। কাজেই বিশেষ যোগাযোগের ক্ষেত্রে যদি এই রাস্তাটি ভেঙ্গে যায় তবে একটা অসুবিধা দেখা দেয়। এই বারের এই খাদ্যাভাবের দিনে মালপত্র চলাচলের কোন ব্যবস্থা নেই। আবার অন্য দিকে যদি জিরানীয়া বা চম্পকনগর দিয়ে ঘুরে যেতে হয় তবে অনেক দূর দিয়ে ঘুরে যেতে হয় এবং অনেকগুলো নদী পড়ে। জনসাধারণ সহজে নদী পার হতে পারে না—আবার যদিও পার হয় তবে মাঝে মাঝে হয়তো নৌকা ডুবে যায়। এই রকম কারণে গাবর্দি, জম্পইজলা প্রভৃতি জায়গায় এবার বৃষ্টির সময়ে প্রায় ১৫ দিন পর্যন্ত কোন রেশন ছিল না। তার জন্য সেই অঞ্চলে একটা অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যারা গরীব তারা ভীষণ অসুবিধায় পড়ে কারণ—সেই সময় বাজারে চা'ল ছিল না—যদিওবা পাওয়া যায় তার দর ৩৷৷০ টাকা প্রতি কেজি। কাজেই সকল অসুবিধা প্রতিকারের জন্য এই রাস্তাটির উন্নতি দরকার। রাস্তার অভাবে সেখানে সরকারের কোন উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব নয়। এবারে যে সমস্ত seeds কৃষকদের জন্য দেওয়া হয়েছিল সেগুলি সময় মতো গিয়ে পৌছে নি। উন্নত প্রথায় ধান চাষ করতে যে সকল সার বীজ ও যন্ত্রপাতির দরকার সেগুলো অদ্য পর্যন্ত সেখানে গিয়ে পৌছায় নি। এই সকল কারণে এই রাস্তাটির উন্নয়ন খুব তাড়াতাড়ি করা দরকার বলে আমি মনে করি এবং এই বলে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীমনোমোহন দেববর্মা রাস্তার জন্য যে প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছেন সেটা আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি। কারণ আমি নিজেও গ্রামের লোক, গ্রামে আমার সব সময়ই যেতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে flood এর পরের একটি ঘটনা আমি House এর সামনে রাখতে চাই, সেটা হচ্ছে, কোন কারণে আমার গোলাঘাটি যাওয়ার প্রয়োজনে আমি মটর ষ্টাণ্ড গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে টাকার জলায় মটর যায় কিনা, তারা বললে একটা টেক্সী যাবে। কোন রাস্তায় যাবে সেটা আমি জিজ্ঞাসা করি নাই কারণ চালু যখন আছে তবে যাবেই। তারপর প্রায় ১০টার সময় আমাকে বললে যে তাদের যেতে একটু দেরী হবে কারণ অরুন্ধতি গুদাম থেকে কিছু আটার বস্তা নিতে হবে। অন্য দিন এই রাস্তা দিয়ে ৫ ৬ টা জীপ চলাচল করতো কিন্তু ঐ দিন আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কেহ ছিলনা সেখানে যাওয়ার জন্য। প্রায় ১২ টার সময় গাড়ী গুদামে গেল এবং আটার বস্তা তুলল এবং গাড়ীতে আমি আর আমার সঙ্গে আরেক জন এই দুজনই ছিলাম। রাস্তা সম্বন্ধে আমার বিশেষ কোন ধারণা ছিলনা; বড় flood এর পর এই রাস্তা যে কি অবস্থায় আছে তা আমার জানা ছিলনা। মুগুর দিয়ে পিটালে যে অবস্থা হয় আমার শরীরের অবস্থাও ঠিক সে রকম হলো। রাস্তায় বড় বড় খাদ। গাড়ীতে ভীষণ ঝাকুনি। মনে হয় এই বুঝি গাড়ী উলটে যাবে। ব্রীজের যে অবস্থা দেখলাম, কোন Culvert ই ভাল নেই। ঐ culvert গুলির নিকট গাড়ী থামিয়ে, culvert এর উপর তক্তা বিছিয়ে গাড়ী পার করা হয়। এভাবে মানুষকে চলাফেরা করতে হয়। এই ভাবে মানুষের জীবনকে বিপদজনক করে তোলা হয়েছে। এই যে বিরাট এলাকা তা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য মনমোহন দেববর্ম্মা বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এখানে। তিনি যে আলোচনা করেছেন সে সব দিকে যদি রাজ্য সরকার লক্ষ্য করেন এবং সরকার যদি মনে করেন যে ত্রিপুরা রাজ্যকে সামগ্রিকভাবে উন্নত করা হবে বা রাস্তা ঘাট করা হবে, এই যদি তাদের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হয়ে থাকে—আজকে এই বিরাট একটা এলাকাকে অস্বাভাবিক ভাবে না রেখে তাড়াতাড়ি এই রাস্তার কাজে হাত দেওয়া দরকার। তাছাড়া আমরা আরো অনেক দেখেছি, আগরতলা থেকে মোহনপুরই হউক, আর আগরতলা থেকে বিশালগড়, বা চড়িলাম পর্য্যন্তই হউক ইদানীং আগরতলা শহরে যে জ্বালানী কাঠের প্রয়োজন আছে এবং বিভিন্ন বনজ সম্পদ আনার যে প্রয়োজন আছে তাতে যদি টাকারজলার রাস্তা খোলা হয় তাহলে বনজ সম্পদ আনার এবং ঐ সমস্ত এলাকার মানুষের আসা যাওয়ার বিশেষ সুবিধা হয়। চাউল তরিতরকারী প্রভৃতি আনারও সুব্যবস্থা করা যায়। সেদিকে দৃষ্টি রেখে আমি মনে করি এই রাস্তা অতি সত্বর ইটের soling দিয়ে করা বিশেষ প্রয়োজন। এইভাবে মানুষের জীবনকে বিপন্ন করে রাস্তাটিকে এভাবে ফেলে রাখা উচিত নয়। কারণ পুলগুলির যে অবস্থা তাতে যে কোন সময় বিপদ হতে পারে। মানুষের প্রয়োজন বশতঃ trailor এ বসেও যেতে হয়। এত বেশী লোক চলাচল করে এই রাস্তায় যে সব সময় গাড়ীতে স্থান সঙ্কুলান হয়না। কাজেই সব সময় heavy passanger এই রাস্তায় চলাচল করে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অনেক জিপ গাড়ী হয়েছে। কিন্তু এই Jeep গাড়ীতে যেতে হলে তাদের খুশীমত ভাড়া

দিতে হয়। ভাড়া একটু বেশী দিতে হয়, তবু মানুষ যায়। এই সমস্ত গাড়ীর permit আছে কিনা তাও দেখা হয় না, TRT ই হউক, আর T R A ই হউক সব T R A ই হউক সব সময় এগুলি এ কাজেই, এই অবস্থার যাতে পরিবর্ত্তন হয় এবং অন্যান্য রাস্তায় যে সব বাস service আছে তদ্রুপ এই রাস্তায় ও বাস service চালু হউক। মাননীয় সদস্য মনমোহন বাবু প্রস্তাব এনেছিল আমিও এই বিষয়ে একমত হয়ে তার এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker : Now I would call on Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A.—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় House এর সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীমনমোহন বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন যে সদর পূর্ব্বাঞ্চলের যে রাস্তা এটা হলো আগরতলা থেকে আমতলী পর্য্যন্ত। এই রাস্তাটি flood এর পরে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে কোথাও কোথাও রাস্তার চিহ্নও নেই, পুলগুলির অবস্থা খুবই খারাপ এবং এই পুলগুলির ছোট ছোট খুঁটি ও পাল্লা দিয়ে তৈরী। এ অবস্থায় এই পুল ছয়মাসও টিকে থাকতে পারে না। বিশেষ করে এই flood এর পরে কোন কোন পুলের আর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। সেদিন মলয়নগরের পুল দিয়ে একটা বালু বোঝাই ট্রাক আসছিল, তাতে কয়েকজন labourও ছিল। গাড়ী যখন সেই পুলের উপর আসে তখন সেই পুলটি ভেঙ্গে যায়। ফলে কয়েকজন লোকের স্বর্গলাভের ব্যবস্থা হয়েছিল। আজকে শুধু আগরতলা আমতলী রাস্তার কথা বললেই হবে না, আমরা দেখি আসাম আগরতলা রোডের ও সেই একই অবস্থা। জীরানিয়া থেকে চম্পকনগর পর্য্যন্ত যারা রোজ আসা যাওয়া করেন তারা জানেন এই রাস্তার কি অবস্থা। দৈনিক এ রাস্তায় চলাচল করলে নিশ্চয়ই হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হবেন। জিরানীয়া থেকে মান্দাই পর্য্যন্ত যে রাস্তা বহুদিন পূর্ব্বে তৈরী হয়েছিল সে রাস্তার বর্ত্তমানে অনেক জায়গা ভেঙ্গে গেছে এবং পুলগুলি হচ্ছে না। আগে এই সব রাস্তা দিয়ে যে গরু ও মহিষের গাড়ী চলাচল করতো এখন তা করতে পারছে না, মোটর গাড়ী তো দূরের কথা। এ দিকে মোহনপুর থেকে দিগালিয়া হয়ে ডাইমারা পর্য্যন্ত যে কাঁচা রাস্তাগুলি গেছে সেগুলির অবস্থা বর্ত্তমানে যে রকম হয়েছে তা দেখলে পরে মনে হবে ২০/২১ বৎসর কংগ্রেস রাজত্বে থাকার পরে সাধারণ একটা রাস্তার জন্যও বিধান সভায় প্রস্তাব আনতে হয় এটা যেমন লজ্জাস্কর তেমনি দুঃখজনক। কাজেই আজকে যদি যোগাযোগের ব্যবস্থা আমাদের না থাকে, যোগাযোগের রাস্তার যদি উন্নয়ন না হয় তাহলে দেশের উন্নতির কি আশা আমরা করতে পারি? আজকে শুধু আগরতলা—টাকারজলার রাস্তাই নয় সর্ব্বত্রই অনেক রাস্তা এইভাবে পড়ে আছে। এবং এই সমস্ত রাস্তায় দু' পায়ে হেঁটে চলাচল করা যায় না এমন অবস্থায় এসে পৌঁছছে। এই সমস্ত রাস্তাগুলির যদি উন্নতি করা না যায়— এই যে বর্ডারগুলিতে গরু চুরি হয় তারও মোকাবিলা করা যায়না। এই আতংক্রাক করে চিৎকার উঠেছে আজ তারও প্রতি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না শুধু যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্য আজকে খাদ্যের যে অভাব দেখা দিয়েছে, তাতে সেখানে খাদ্য আনা-নেওয়ার যে ব্যবস্থা তা সময়মত পৌঁছা না। এইভাবে আজকে ত্রিপুরার জন-জীবনে যোগাযোগের অবস্থার জন্য একটা দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় সদস্য মনমোহন বাবু যে প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন

তা সময়মতই করেছেন তবে এই প্রস্তাবের সমর্থনে আর কিছু বলার প্রয়োজন মনে করি না। কারণ ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত না উন্নত হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরার উন্নতির আশা আমরা করতে পারি না। কাজেই এই প্রস্তাব House এর কাছে তিনি যে উপস্থিত করেছেন এটা আমাদের সকলের সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri Jatindra Kr. Majumder, M. L. A.—

Hon'ble Speaker, Sir, মাননীয় সদস্য মনমোহন বাবু আজকে House এর সামনে যে প্রস্তাবটি এনেছেন এবং এই প্রস্তাবের মাধ্যমে যে রাস্তাগুলির কথা উল্লেখ করেছেন সেই রাস্তাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই এই প্রস্তাব এসেছে। এই রাস্তাগুলি আগরতলা থেকে আমতলী, গাবরদি, জারুল বাচাই হয়ে সেটা জম্পুইজলা পর্য্যন্ত গিয়েছে। এই রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা আর নেই। কাজেই এই রাস্তার উপর আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। এদিক দিয়ে যে টাকারজলা এলাকা আছে এবং জিরাণীয়ার দক্ষিণ দিক, পূর্ব্ব নয়াগাও ইত্যাদি, দক্ষিণ দিকে জারুল বাচাই এবং রামবাগ ইত্যাদি নিয়ে যে জায়গা সেখানে এই রাস্তা ছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থা আর নেই। যার ফলে সেখানকার জনসাধারণ বিভিন্ন ব্যাপারে বিভিন্ন কাজে যাতায়াত এবং খাদ্যের দিক দিয়ে ration এর ব্যবস্থা এবং অন্যান্য যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এবারকার flood affected যে সমস্ত জায়গা আছে সে সমস্ত এলাকায় সরকার থেকে বীজ ধান দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কৃষকদের সে বীজ ধানও এখনো সে সমস্ত জায়গায় পৌঁছায়নি। কারণ কি? কারণ হচ্ছে ইচ্ছা থাকা সত্বেও রাস্তার অভাবে Block থেকে সে সমস্ত জায়গাতে বীজ ধান পৌঁছাতে পারেনি। এছাড়াও আসাম—আগরতলা রোডের দক্ষিণ দিকে খয়েরপুর থেকে আরম্ভ করে চম্পকনগর পর্য্যন্ত এই যে আসাম—আগরতলা রোডের দক্ষিণাঞ্চল সেখানকার জনসাধারণ তাদের উৎপন্ন শস্য বাজারে আনা নেওয়ার কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। তার জন্যই এই রাস্তার বিশেষ প্রয়োজন। তবে শুধু এই রাস্তাই নয় এটা যোগেন্দ্রনগর হয়ে গাবরদি, জারুলবাচাই, আমতলী হয়ে জম্পুইজলা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গেছে সে রাস্তা থেকে আসাম—আগরতলা রোডের সঙ্গে link রাখা প্রয়োজন। কারণ জম্পুইজলার লোকের যেমন এই রাস্তার প্রয়োজন আছে অর্থাৎ আগরতলায় তারা আসতে পারলে আগরতলার থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা করা যেতে পারবে এই রাস্তার মাধ্যমে তেমনি তারা এই রাস্তার সঙ্গে যে link road আছে—যেমন আমি একটি রাস্তার কথা উল্লেখ করছি সেটা হচ্ছে রাণীরগাঁও—জারুলবাচাই। রাণীরগাঁও—জারুলবাচাইর যে রোডটি আছে P. W. D.র সেই রাস্তাটি ঐ রাস্তায়ই গিয়ে পড়েছে। কাজেই জিরাণীয়া থেকেই একটা link road করা প্রয়োজন। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা মহাশয় বলেছেন যে আজকে একটা রাস্তার বিষয়ও বিধান সভায় আনতে হয়। এটা লজ্জার বিষয়। আমি এটার প্রতিবাদ করি। প্রতিবাদ করি

এই জন্য যে রাস্তার গুরুত্ব আছে। কোন কোন রাস্তা, কেন এই রাস্তা প্রস্তাবাকারে এসেছে এখানে যেটার গুরুত্ব উপলব্ধি করেও তবুও শুধু একমাত্র মাননীয় একজন সদস্যের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করা এটা আমি ভাল মনে করিনা। কারণ এই রাস্তাটির গুরুত্ব না থাকলে এই প্রস্তাবটি আসত না। আর যদি এই রকম ছোট ছোট রাস্তার প্রস্তাব আসে বিধান সভায় তাহলে এরকম শত সহস্র রাস্তার কথা প্রস্তাবাকারে আসতে পারে এটা আমি বলতে পারি। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব এবং public interest এ গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলি রাস্তাই হউক আর যে কোন প্রতিষ্ঠানই হউক বা যা কিছুই হউক সেটা বিধান সভায় জানানো কোন সদস্যের পক্ষেই অসঙ্গত বলে আমি মনে করি না। কাজেই আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য মনমোহন দেববর্ম্মা যে প্রস্তাবটি এনেছেন সেটা সম্পর্কে বিবেচনা করা দরকার। আমি এই প্রস্তাবের পক্ষে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker—Now I call on Hon'ble member Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীমনোমোহন দেববর্ম্মা যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করি। এই প্রস্তাবে দেখা যায় সদর থেকে সদর পূর্ব্বাঞ্চলে যাতায়াতের একটি মাত্র উপায় আছে। সেখানে বর্তমানে ৬০।৭০ হাজার লোকের বাস। সদর থেকে দক্ষিণ দিকে একটি মাত্র রাস্তা আমরা দেখতে পাই সেটা Udaipur হয়ে সাব্রুম, বিলোনীয়া পর্য্যন্ত গিয়েছে। আর একটি উত্তরাঞ্চলের রাস্তা Assam Agartala Road ঐ ৬০।৭০ হাজার লোকের জন্যে যে রাস্তার প্রয়োজন সেটা সরকার স্বীকার করেন এবং সেই জন্যই একটি কাঁচা রাস্তা করা হয়েছে। যেহেতু সব ঋতুতে ঐ রাস্তা ব্যবহার করা যায়না সেই জন্যেই আজকে এই প্রস্তাব হাউসের সামনে এসেছে। সরকার ঐ সব এলাকার লোকদের জন্য রেশন সপের ও ধানের বীজ বিলি করার ব্যবস্থা করেছেন কয়েকদিন আগে আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে টাকারজলা রেশন সপের জন্য আটা ময়দা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু রাস্তার অভাবে, নদীর জন্য সেই আটা ময়দা রেশন সপের মালিক রাণীর বাজারে ষ্টক করে রেখেছেন, রাণীর বাজার ষ্টক করার কারণ হচ্ছে রাস্তা এবং পুলের অভাব। কাজেই এটি একটি নতুন রাস্তার দাবী নয়। যে রাস্তাটা আছে সেটাকে একটু improvement করলেই লোকজন গাড়ী ইত্যাদি যাতায়াত করতে পারবে, তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করবো তারা যেন ঐ রাস্তাটির improvement করেন priority basisএ। যদি বাজেটে ঐ রাস্তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ না থাকে তাহলে P W D Budget এর অন্যান্য হেড থেকে টাকা নিয়ে যেন priority basis এই রাস্তাটির improvement অতি সত্বর করা হয়। এই প্রস্তাবটির সমর্থনে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Chief Minister.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য মনমোহন দেববর্ম্মা রাস্তা উন্নয়নের জন্য একটি প্রস্তাব এনেছেন। একটি রাস্তা যোগেন্দ্রনগর থেকে গাবরদি পর্য্যন্ত এবং আর একটি আমতলী থেকে গাবরদি এবং জম্পুইজলা পর্য্যন্ত একটি রাস্তা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। আর একটি রাস্তার পরিকল্পনা হচ্ছে। উদয়পুর থেকে সুরু করে আমতলী দিয়ে গিলাইমালা যাবে ভায়া জম্পুইজলা। এই অঞ্চলের উপর গুরুত্ব দিয়েই রাস্তার মধ্য দিয়ে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই পরিকল্পনা স্থাপন করা হয়েছে এবং ফোর্থ প্লেনে ধরা হয়েছে। অতএব ঐ জায়গাকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলেই এ গুলো রাস্তার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে টাকারজলা যাওয়ার রাস্তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। গত বন্যায় ত্রিপুরার প্রায় সব রাস্তারই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিগত ১০০ বৎসরে এমন বন্যা ত্রিপুরায় হয়নি।

এগারোটি পুল রাস্তায় আছে সেগুলোকে আমরা উন্নত করার পরিকল্পনা করেছি। উদয়পুর থেকে জিরানিয়া পর্য্যন্ত রাস্তা করার পরিকল্পনা আছে। ঐ অঞ্চলের রাস্তাকেও আমরা উন্নত করবো একই সাথে। ঐ অঞ্চলে একটা কলোনী করারও পরিকল্পনা আছে। অতএব সেই জায়গাটিকে উন্নত করার জন্য আর কি কি করা যায় সে চেষ্টাও আমাদের আছে। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো তিনি যেন আমার এই প্রতিশ্রুতি এবং পরিকল্পনা পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর প্রস্তাবটি withdraw করেন।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble Member Shri Monohan Deb Barma.

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর assurance এর পরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রস্তাব আমি withdraw করছি।

Mr. Dy. Speaker—The question before the House is the withdrawal of the Resolution with the leave of the House.

As many as are of that opinion will please say –'AYES'—(Voice—'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'—(No—Voice)

I think 'AYES' have it. 'AYES' have it. 'AYES' have it.

The Resolution is withdrawn with the leave of the House.

The House stands adjourned till 11 P.M. on 27th August, 1968.

—0—

PROCEEDINGS OF TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

27TH AUGUST, 1968.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at Il A.M. on Tuesday, the 27th August, 1968.

PRESENT

Shri M. L. Bhowmik, Speaker, in the Chair, three Ministers, the Deputy Speaker, Deputy Minister and twentyfour Members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— To-day in the list of business are the following questions to be answerd by the Ministers concerned. Short Notice Question by Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Question No. 314.

Shri T. M. Dasgupta (Minister for Health) :— Mr. Speaker, Sir, Short Notice Question No. 314.

প্রশ্ন	উত্তর
১) কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ত্রিপুরাকে ফ্লাড অ্যাফেক্টেড এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়েছে কিনা ;	১) হাঁ
২) যদি হয়ে থাকে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের অগ্রিম তিন মাসের বেতন দেওয়ার সরকারের পরিকল্পনা আছে কিনা ;	২) হ্যাঁ।

৩) এবং কোন্ মাসে তাহা দেওয়া হবে ? ৩) যথাশীঘ্র সম্ভব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে কর্মচারীদের কি ভাবে এবং কত করে দেওয়া হবে ?

Shri T. M Dasgupta :— According to rules subject to the provision of Rule 215 an amount of advance which may be granted to a Government servant shall not exceed Rs. 500/- or three months pay whichever is less.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কোন্ ক্যাটাগরীর কর্মচারীকে কত টাকা করে দেওয়া হবে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :— রুলসের কথা বলেই দিলাম। রুলসের সংগে হিসাব করে দেওয়া হবে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে যারা ব্যাডলী অ্যাফেক্টেড তাদের পরিবার পিছু কত করে সাহায্য দেওয়া হবে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :— দিস্ ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সমস্ত সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট এম্পলয়ী এখানে আছে অথচ ফ্লাড অ্যাফেক্টেড তাদের অ্যাডভানস কে দেবে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :— এটা আমার সাবজেক্ট ম্যাটার নয়।

মিঃ স্পীকার :— স্টার্ড কোয়েশ্চান—শ্রীবাজুবান রিয়াং।

Sri Jatindra Kr. Majumder :— Mr. Speaker, Sir, I am interested in the question of Shri Bajuban Riyan as he is absent.

Mr. Speaker :— You will get the chance afterwards. Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :— Question No. 287.

Shri T. M. Dasgupta :— Mr. Speaker, Sir, Starred Question No. 287,

প্রশ্ন	উত্তর
১। তেলিয়ামুড়া পশু-হাসপাতালে গো-প্রজননের ব্যবস্থা আছে কিনা ;	১। না।

২। যদি না থাকে তবে গো-প্রজননের ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ;

২। হ্যাঁ।

৩। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হইবে ?

৩। আগামী আর্থিক বৎসরে তিনটি গো-প্রজনন কেন্দ্র খুলিবার প্রস্তাব সরকারের খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় বিবেচনাধীন আছে। ইহাদের মধ্যে একটি তেলিয়ামুড়ায় স্থাপন করার কথা বিবেচনা করা যাইতে পারে।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—আর দুটো কোথায় স্থাপন করা হবে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—এখনও স্থান নির্বাচিত হয় নাই।

Mr Speaker :—Shri Monomohan Deb Barma.

Shri Monomohan Deb Barma :—Question No. 292.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No, 292.

Question	Answer
1. Is it a fact that the patients of some cabins particularly Cabin No. 2 & 3 (Medical) in the G. B. Hospital experiencing difficulties for want of passage leading to the staff nurses' room ;	1 & 2. There are some difficulties, but under the existing conditions it cannot be avoided,
2. If so, whether necessary steps will be taken to remove the difficulties ?	

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—বিশেষ করে ২ নং এবং ৩ নং এ রোগী থাকে তারা রাত্রিতে কোন্ দিক দিয়ে ষ্টাফ নার্সের রুমের ভিতর যান ?

শ্রীটী, এম, দাশগুপ্ত :—খুব সম্ভবত এখন যেটা এমার্জেন্সী রুম আছে তার ভিতর দিয়ে যেতে হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—তা হলে কেবিনে যারা থাকে খুব তাড়াতাড়ি তাদের যেতে হলে তারা কি রকম ভাবে যাতায়ত করেন ?

শ্রীটি. এম. দাশগুপ্ত :—আমার যতটুকু জানা আছে ডাইরেক্ট যাওয়ার কোন রাস্তা নেই। আর একটা রুমের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। সেটা কনষ্ট্রাকশনের সময়ে এইভাবে কনষ্ট্রাকশন হয়েছে। ইমিডিয়েটলী এই ব্যাপারে কিছু কবার নেই। তবে ভবিষ্যতে এই ডিফিকাল্টি রিমুভ করার পরিকল্পনা আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—ইহা কি সত্য যে কেবিনের পেসেন্টরা বিশেষ কারণে ষ্টাফ নার্সের কাছে যেতে হলে অন্য রোগীদের রুমের ভিতর দিয়ে যেতে হয় এবং তাদের তাতে অসুবিধা হয় ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—আমি তো বললাম যে একটা রুমের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। আর ইচ্ছা করলে সামনে দিয়ে যেতে পারেন তাতে সময় একটু বেশী লাগবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—অন্য রোগীদের ঘরে দিয়ে যখন কেবিনের পেসেন্ট যান তখন অ্যাটেনডেন্টরা বাধা দেয় এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন ?

শ্রীটি, এম দাশগুপ্ত :—আমার কাছে এই ধরণের কোন সংবাদ আসেনি। কেবিনে যারা থাকেন তারা নিজস্ব অ্যাটেনডেন্ট রাখতে পারেন। আমি বলেছি যে ফ্রন্ট দিয়ে যদি যেতে চান তাহলে তারা যেতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সমস্ত কেবিনে কোন টেলিফোন বা কোন কলিং বেল আছে কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ভিতরের দিকে দরজা করে দিতে কোন অসুবিধা আছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—ইমারজেন্সী ওয়ার্ডটা এখান থেকে সরানো যায় কি না তার চেষ্টা করা হচ্ছে। পিছনের দিকে একটা কনষ্ট্রাকশান হচ্ছে। ফার্দার কনষ্ট্রাকশান হলে পরে এই ধরণের অসুবিধা নাও থাকতে পারে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—যেসব রোগী এইসব কেবিনে থাকেন তাদের সময় সময় ভয়ঙ্কর অসুবিধা হয়, একথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহনদাশগুপ্ত :—এটা হচ্ছে শুশ্রূষার ব্যাপারে। যারা কেবিনে থাকেন তাদের নিজস্ব এ্যাটেনডেন্ট থাকে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—সব রোগী এ্যাটেনডেন্ট রাখতে পারেন না। সেটা চিন্তা করে ভিতরের দিকে দরজা করে দেওয়ার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজন মনে করেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বর্তমানে এই প্রস্তাব নেই।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—যতি সত্বর ব্যবস্থা করবেন কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—পরীক্ষা না করা পর্যান্ত আমি বলতে পারছিনা। ফার্দার কনষ্ট্রাকশানের পর ইমারজেন্সী ওরার্ড এখান থেকে সরানো যায় কিনা সেটা দেখা হচ্ছে।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, পেসেণ্টের কোঠা থেকে বাইরে যেতে হলে ঘুরে যেতে হয়। রাত্রিবেলা সেখানে গার্ড থাকে, তারা রাত্রিতে যাতায়াতের সময় কোন বাধা দেয় কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমার জানা নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন, বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশানের প্ল্যান করার সময় এইসব জিনিষ ভাল করে বিবেচনা করা হয়নি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—অনেক পুর্বে এই বিল্ডিং কনষ্ট্রাকশান হয়। তখন এদিকটা চিন্তা করে দেখা হয়নি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—কোয়েশচান নাম্বার ৩০১

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশচান নাম্বার ৩০১ স্যার।

QUESTION	ANSWER
1. Whether the Govt. feels the necessity of infectious ward attached to the P. H. C's.	1 & 2.
2. if so what steps have been taken in this respect ?	In all India pattern of P, H. Cs there is no provision for isolation beds.

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, ইনফেকশাস রুমের কি প্রয়োজন আছে ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ— সব প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টারে ইনফেকশাস ওয়ার্ড নেই। প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার যখন স্টার্ট করা হয় তখন তার সীট নাম্বার হয়, ছয়টি। কোন কোন হাসপাতালে সাবসিকোয়েণ্টলী সীট সংখ্যা বাড়িয়ে ১০ থেকে ১২ করা হয়। কিন্তু সেখানে ইনফেকশাস ওয়ার্ডের প্রভিশন নেই।

শ্রীনরেশ রায় ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ইনফেকশাস ওয়ার্ড না থাকাতে কোন কোন সময় রোগীদের নিয়ে ডাক্তারদের অসুবিধায় পড়তে হয়, এইরকম কোন কম্প্লেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পেয়েছেন কিনা।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ— ইনফেকশাস ওয়ার্ড না থাকায় অসুবিধা হয়, সেটা সত্য কথা।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টারগুলিতে ইনফেকশাস্ ওয়ার্ড না থাকায়, কোন কোন সময় ডেলিভারী কেসের বেলায় দেখা যায় তাদের মধ্যে কোন একজনের হয়ত এমন একটা রোগ দেখা দেয়, যাকে ডেলিভারী রুমে রাখা যায় না, এইরকম ক্ষেত্রে সেখানে কি করা হয় ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ— সেটা অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা ডাক্তারেরা করেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীবাজুবান রিয়াং।

শ্রীবাজুবান রিয়াং ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৪।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৪।

Question	Answer
1. Whether it is a fact that Cabin patients of G. B. Hospltal are not suppllied with diet & Medicines from Hospital free of cost ;	1. Cabin patients are supplied with usual diet,routine stock-mixtures and dressing materials, free of cost.
2. If so under what rules they are not so supplied ?	2. Supply of medicine and diet are regulated by a notification of Govt. of Tripura dated 9.4 65.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কট্‌লি মেডিসীন বলতে কত দামের মেডিসীনকে বুঝায় ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—নরমেলী হাসপাতাল থেকে টক মিক্সার ইত্যাদি দেওয়া হয়। তার বাইরে যেসব মেডিসীন সেগুলি কেবিনে যারা থাকেন তাদের বাইরে থেকে কিনে নিতে হয়।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—কোয়েশচান নাম্বার ২৯৩।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশচান নাম্বার ২৯৩ স্যার।

Question	Answer
1. No. of tribal candidates for undergoing nurses' training during the year 1968-69.	1. Not known.
2. No. of selected candidates for the same ;	2. Does not arise.
3. No. of selected candidates who have joined the Nurses' training course ;	3. Not applicable.

Shri Sunil Ch. Dutta :—Hon'ble Speaker, Sir, I can not follow the answer of item No. 1. Here the answer given by the Minister is 'Not known', I can not follow it. What is the meaning of it.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :—It is for 1968-69. এখনও তার সিলেকশান কম্পলীট হয়নি। সেই জন্যই বলা হয়েছে 'নট নোন্'।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—দেন্ দিস সুড বি আন্সারড।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার দি আনসার ইজ নট ক্লীয়ার। দিস সুড বি ক্লিয়ারড।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ— যেহেতু ১৯৬৮-৬৯' এর সিলেকশান এখনও কমপ্লীট হয়নি, সেই জন্য এখানে বলা হয়েছে 'নট নোন'।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—কোশ্চেন নাম্বার ৩০২।

শ্রী তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—কোয়েশচান নাম্বার ৩০২এর।

QUESTION	ANSWER
1. Whether the M/Os getting Non-practising allowance are allowed private practice when posted in rural areas in case of emergency ;	1. No.
2. If not whether the Govt. has made any alternative arrangement so that emergent patient of rural areas may get the services of the M/Os ?	2. All emergency cases are to receive free treatment from all Govt. hospitals and P. H. Cs. and there is no need for separate arrangment.

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, যে সমস্ত গ্রামে রাস্তা ঘাটের অভাব, ইমারজেন্সী কেস্ শহরের কোন হাসপাতালে আনা যায়না, এই সমস্ত শহরে ডাক্তারেরা নন-প্রেকটিসিং এ্যালাউয়েন্স পাচ্ছেন বলে তাঁরা সেইসব অঞ্চলে না যাওয়াতে অনেক রোগী মারা গেছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—সেন্ট্রাল হেলথ সার্ভিসে যারা আছেন, তাঁরা শতকরা ৩০ টাকা এবং শতকরা ৫০ টাকা এ্যালাউয়েন্স পাচ্ছেন যাতে তাদের ফুল সার্ভিসটা হাসপাতালে যে যেখানে আছেন পাওয়া যায় সেই জন্যই তাদের বাইরে প্রেকটিস করতে নিষেধ করা হয়েছে।

শ্রীএর্সাদআলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, যে সমস্ত মেডিক্যাল অফিসার নন/প্র্যাকটিসিং এ্যালাউন্স পাচ্ছেন, তারাও বাইরে প্র্যাকটিস করছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—অভিযোগ এলে পরে আমরা দেখব।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোরচৌধুরী ঃ—ত্রিপুরার মফঃস্বলে ডাক্তার কম। যদি নন-প্রেক্‌টিসিং এ্যালাউয়েন্স দেওয়া হয় এবং ডাক্তাররা জনসাধারণের ডাকে না যেতে পারে, তাহলে জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য অন্য কোন সুযোগ দেবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—এটা ত্রিপুরাতে একটা সমস্যা। প্রাইভেট ডাক্তারের সংখ্যা এখানে কম, দুই এক জন ধর্ম্মনগর এবং আগরতলায় আছে, অন্যান্য সাবডিভিশানে নাই। এই বিষয়ে কিছু লেখালেখি হয়েছে, যেহেতু এটা সেণ্ট্রাল হেল্‌থ সার্ভিস স্কীম, এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে আইন বদলের ব্যবস্থা করা যায়নি।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা ঃ—এই নন-প্র্যাকটাইজিং অ্যালাউন্স দেওয়ার ফলে তাদের ডিউটী আওয়ার বেড়েছে কি ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ—পার্টিকুলার যে ডিউটি আছে সেটা ঠিকই আছে। তিনি বাইরে যেতে পারেন কিন্তু হাসপাতালের রোগীদের জন্য তাকে রেডি থাকতে হবে।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী ঃ—যদি কোন ডাক্তার নন-প্র্যাকটাইজিং অ্যালাউন্স পান এবং উনি যদি মফঃস্বলে কোন রোগীকে দেখতে যান বিনা ফিতে তাহলে কি অপরাধ হবে ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ—এটা আইনগত ব্যাপার। ইট উইল ডিপেন্‌ড অন দি সারকামষ্টেনসেস্।

শ্রীনরেশ রায় ঃ—আমি বলেছিলাম নন-প্র্যাকটাইজিং এ্যলাউন্স পাচ্ছেন এমন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগেরঅভাবে রোগী মারা গিয়েছে এই ধরণের ঘটনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ—আমার কাছে ঠিক এই ধরণের অভিযোগ আসেনি।

Mr. Speaker :—Shri Bajuban Riyan.

Shri Bajuban Riyan :—Question No. 146.

Shri T. M. Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 146.

প্রশ্ন	উত্তর
১। জি, বি. হাসপাতালের রোগীদের বিছানার চাদর, মশারী ইত্যাদি কতদিন অন্তর ধৌত করা হয় ;	১। সাধারণত হাসপাতালের বিছানার চাদর ও মশারী সপ্তাহে ১ বার করিয়া ধৌত করা হয় কিন্তু বর্ষাকালে কখনও কখনও বিলম্বিত হইয়া থাকে।

২। কি উপায়ে ধৌত করা হয় ?

২। সাবান ও সোডার সাহায্যে সিদ্ধ করিয়া ধৌত করা হয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—এটা কারা ধৌত করেন ?

শ্রীটি, এম,দাশগুপ্ত :—এর জন্য কিছু ডিপাটমেণ্টাল স্টাফ আছে যারা এই কাজ করে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—ডিপার্টমেণ্টাল স্টাফ কয়জন আছে ?

শ্রীটি. এম, দাশগুপ্ত :—নোটিশ চাই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—বর্তমানে যে ডিপার্টমেণ্টাল স্টাফ আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন যে সেটাই যথেষ্ট ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :—এখন যে ভাবে কাজ হচ্ছে তাতে নূতন কিছু করার দরকার নেই। আমি একবার মনে করেছিলাম যে যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করব কিন্তুসেটা ও দেখা যায় যে অসুবিধা হচ্ছে কাজেই অন্যভাবে এর ইম্প্রুভমেণ্টের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। কিন্তু যে স্টাফ আছে সেটা কাজের সংগে সংগতি পূর্ণ আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে রোগীদের বিছানার চাদর ১৫ দিন অন্তরও ধোয়া হয় না, একথা ঠিক ?

শ্রীটি, এম দাশগুপ্ত :—সরাসরি আমার কাছে এই ধরণের অভিযোগ পৌছে নাই। তবে যদি রৌদ্র না থাকে তবে মাঝে মাঝে দেরী হয়ে যায়।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রোগীদের নিজস্ব কাপড় ও সেখানে ধোয়া হয় কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :— এই রকম নিয়ম নেই। তবে মিউচ্যুয়াল অ্যারেঞ্জমেণ্ট যদি হয় সেটা হচ্ছে আলাদা কথা ?

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :— মিউচ্যুয়াল অ্যারেঞ্জমেণ্ট বলতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বুঝেন ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :— যদি কাউকে দিয়ে রোগীরা নিজের ময়লা কাপড় ধোয়াতে পারে সেটা তারা জানে। আমি বলতে পারব না।

শ্রীবি, দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মেটারনিটি ওয়ার্ড এবং জি, বি, হসপিটালের অনেকগুলি ওয়ার্ডে যে সমস্ত বিছানার চাদর আছে হয়ত একটা রোগী সেখানে এই মাত্র মরে গেল, পর মুহুর্তেই সেই চাদর ধৌত না করেই নূতন রোগীকে সেখানে শুইয়ে দেওয়া হয়, এই সম্বন্ধে তিনি তদন্ত করে দেখতে রাজী আছেন কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ— আই টেক্ দি ইনফরমেশান ফ্রম দি অনারেবল মেম্বার স্যার।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই সমস্ত কাপড় ধোয়ার জন্য রোগীদের পয়সা দিতে হয় কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ— আমার জানা নেই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ধোয়ার পরেও কাপড়গুলি খুব বেশী পরিষ্কার হয় না কেন ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ— যতখানি পরিষ্কার হওয়া দরকার ততটুক পরিষ্কার হয় না সে অভিযোগ আমি পেয়েছি। তবে ধোয়া হয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী ঃ— এই যে অভিযোগ হচ্ছে এই সমস্ত অভিযোগ আর কতদিন চলতে থাকবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ— অভিযোগ যা পাওয়া যায় সেগুলি তদন্ত করে দেখা হয় এবং তার যা ইম্প্রুভমেণ্ট সম্ভব বর্তমান অবস্থায় সেটা করা হয়।

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন যে বর্ষাকালে কোন কোন সময় ১৫ দিন সময় নেয় কাপড় ধোয়ার জন্য। কিন্তু একটা রোগীর ব্যবহৃত বিছানার চাদর যদি সেই সময় না ধুয়ে আর একটা রোগী ব্যবহার করে তবে পূর্বের রোগীর দেহের রোগ কি পরের রোগীর দেহে যেতে পারে না ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ— তার যদি কোন কনটেজিয়াস ডিজিজ্ থাকে তাহলে স্বভাবতই সংক্রমণের সম্ভবনা থাকতে পারে।

শ্রীবি, দাস ঃ— আমি কনটেজিয়াস রোগ সম্পর্কে বলছি না। আমি শুধু এই টুকু বলতে চাই যে, যে রোগী সেখানে ছিল তার নানারকম রোগ থাকতে পারে। যদি ১৫ দিনের ভিতর ধোয়া না হয় তবে তার থেকে ইনফেকশন হতে পারে কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ— সাধারণত হাসপাতালের নিয়ম হচ্ছে যে সাত দিনে একবার ধোয়ার। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন তার উত্তরে বলেছি আই শ্যাল লুক ইনটু দি ম্যাটার।

শ্রীনরেশ রায় ঃ— রোগীর পরনে নিজস্ব যে কাপড় থাকে সেটা হাসপাতাল থেকে ধোয়ার কোন নিয়ম নাই, এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। তাহলে এই কাপড়গুলি কিভাবে ধোয়ানো হয় ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ— ইহা কি সত্য যে কাপড় ধোয়ার জন্য রোগীদের পয়সা দিতে হয় ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত ঃ— আমার কাছে এরকম কোন ইনফরমেশন নেই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে হাসপাতালে

কোন একস্ট্রা চাদরের ব্যবস্থা আছে কিনা, যদি সাত দিনের মধ্যে ধোয়া না হয় তা হলে এর বদলে অন্য চাদর দেওয়া চলে কিনা ?

শ্রীটি, এম, দাশগুপ্ত :— সাধারণত হাসপাতালে দুই সেট থাকার কথা, তা না হলে ধোয়া চলে না।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে আমাদের সভার সমস্ত সদস্যের এই অভিমত এখন হয়েছে যে কোন রোগী যদি হাসপাতালে যায় তা হলে নূতন নূতন রোগ নিয়ে সে আবার বাড়ীতে ফিরে আসে এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীটি, এম দাশগুপ্ত :— আমি এর মধ্যে একমত নই স্যার।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশচান নাম্বার ৮৩ স্যার।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশচান নাম্বার ৮৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সম্প্রতি ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ফলে চা-শ্রমিকদের মজুরীর হার কি বৃদ্ধি পাইয়াছে ; যদি পাইয়া থাকে কি হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে ;	১। চা-শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি সম্পর্কে সম্প্রতি কোন ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয় নাই।
২। নতুন বর্দ্ধিত হারে শ্রমিকদের মজুরী দেওয়া হইতেছে কিনা ;	২। নিষ্প্রয়োজন।
৩। যদি না দেওয়া হইয়া থাকে, কোন্ কোন্ বাগান কি কারণে তাহা দিতেছেন না ;	৩। নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সম্প্রতি এই চুক্তি না হলে পরে, কবে এই চুক্তি হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—প্ল্যান্টেশান বোর্ডের ১/১/৬৬ অর্ডার মূলে এর আগে একবার চুক্তি হয়েছিল এবং তাতে মজুরীর হার বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং সেটা এখন কার্যে চালু আছে। বাবু ষ্টাফের কতকগুলি বাগান ছিল, সেগুলি পুরোপুরি সুযোগ সুবিধা দেয়নি। এছাড়া অধিকাংশ বাগানেই দেওয়া হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন্ কোন্ বাগান এই চুক্তি অনুসারে দিচ্ছে না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বাবু ষ্টাফের বাগানগুলি দিচ্ছেনা। তার মধ্যে আছে হরেন্দ্রনগর, শিনোদিন, দুর্গাবাড়ী, ছোট ছোট কতকগুলি বাগান যেগুলি ভাল করে চলেনা, যেমন গোপালনগর, কলকলিয়া, গারদটীলা, সোনামুখী, নটীনছাড়া, সরোজিনী ইত্যাদি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে মজুরী কত বর্ধিত করা হয়েছিল ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এখন মেলদের দৈনিক হার হচ্ছে হাজিরা হিসাবে—১·৫৩, অন্যান্য ডি, এ, ·১২ পয়সা, ফিমেলদের দৈনিক হচ্ছে ১,২৩, ডি, এ—১২ পয়সা। এই হারে বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেসব বাবু বাগানের কথা বলছেন যে বাবুদের দেওয়া হয় না। সীমনাছড়া, কৃষ্ণবাড়ী বাগানের বাবুদের এই হারে দেওয়া হয় কি না সেই সম্পর্কে জানেন কি না এবং সেইসব ষ্টাফ থেকে কোন রিপ্রেজেন্টেশান পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে ১,৫৩ এবং ১,৩৪ পয়সা, যে হার, সেই হার সব বাগান দিচ্ছে কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমার কাছে যে ইনফর্মেশান আছে তাতে দেখা যায় সব বাগানই এই হার দিচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন কি না যে অনেক বাগান আছে, যেগুলি এই হারে দিচ্ছে না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—সেপসিফিক কিছু এলে পরে আমরা দেখব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—যে সমস্ত বাগান এই হার দিচ্ছে না, তাদের কি কারণে দেওয়া হচ্ছে না, সেটা অনুসন্ধান করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—সবগুলি বিষয় সরাসরি আমার কাছে আসেনা।

ইনডিভিজুয়েল বাগানের সঙ্গে আলাদাভাবে চুক্তি হয়। ডেইলি হাজিরা কোদালী ইত্যাদি এ্যাসেসমেন্ট করে, কতটুকু কাজ করলে কত টাকা পাবে সেটা চুক্তির মধ্যে আছে সেইভাবে তাদের দেওয়া হয়। সেপসিফিক কোন বাগানের কথা আমার দৃষ্টিতে আসলে পরে আমি দেখব।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—যেসব নিরিখে হাজিরা নির্ধারিত হয়, সেইসব কিভাবে নির্ধারিত হয় মাননীয় মন্ত্রী মাহাদয় বলবেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সেইসব নিরিখ প্রত্যেক বাগান এককভাবে নির্ধারণ করে না তৃতীয় সম্মেলনে সেটা নির্ধারিত হয় ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কনসিলিয়েশানের মাধ্যমে সেইসব নিরিখ সাব্যস্ত করা হয়।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন্ কোন্ বাগান থেকে কতগুলি অভিযোগ এই পর্যন্ত পেয়েছেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার :—মনমোহন দেববর্ম্মা।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা : -কোয়েশচন নাম্বার ২৯৫।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশচান নাম্বার ২৯৫ স্যার।

Quertion	Answer
1. Whether it is a fact that there is no post for Senior eye-specialist in Tripura ;	1. Yes.
2. if so, whether any attempt has been made or is being made for creation of the said post ;	2. the Govt. of India have already been moved for creation of a post of Eye-Specialst in the Specialst Grade of C. H, S.
3. it so, what is the result ?	3. the matter is under considera tion of the Govt. of India-

শ্রীবি, দাস :—বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন আই সেপশালিষ্ট আছে মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আই সেপশালিষ্ট সিনিয়র স্কেলে আগে যেটা 'ডি' ক্যাটাগরী পোষ্ট ছিল, তার মধ্যে একজন আছেন। ভেরী রিসেণ্টলি স্পেশ্যালিষ্ট পোষ্টে প্রমোশান পেয়ে বাইরে পোষ্টেড হয়েছেন।

শ্রীবি, দাস :—এক্ষনে জি. বি, হাসপাতালে আই ট্রাবলসে ভুগছেন, সেই সমস্ত রোগীর সংখ্যা কত ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীবি দাস :—সেই রোগীর সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে, যে সংখ্যক আই স্পেশ্যালিষ্ট আছেন, তাঁরা সেটা মেনেজ করতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— আনমেনেজএবল বলে কোন অভিযোগ আমার কাছে নেই স্যার।

শ্রীবি, দাস :—সকাল সাতটা থেকে লাইন করে দুপুর বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও ডাক্তারবাবুকে দেখাতে পারেন না, এইরকম কোন অভিযোগ আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অভিযোগ নেই বলে তিনি বলছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—কোয়েশচান নাম্বার ১৩২।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—কোয়েশচান নাম্বার ১৩২ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ভারত সংবিধানের পঞ্চম তপশীল চালু করিতে ত্রিপুরা সরকার পুনর্বিবচনা করিবেন কি ?	১। না।
২। ইহা কি সত্য যে এই পঞ্চম তপশীলের দাবী ত্রিপুরার সকল অংশের উপজাতি জনগনের দাবী।	২। সরকার অবগত নহেন।

৩। যদি সরকারের সন্দেহ থাকে তাহা হইলে সকল অংশের উপজাতি জনগনের দাবী কিনা যাচাই করিবার জন্য ত্রিপুরা সরকার উপজাতি জনগনের মতামত গোপন ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত আছে কি না ?	৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই পঞ্চম তপশীল চালু না করার পেছনে সরকারের কি যুক্তি আছে ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা নেই বলে সেটাকে করা হচ্ছে না। ধেরব কমিশনেরে রিপোর্টের বলে এর বিকল্প হিসাবে টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে এটা করা সম্ভবপর এবং তার জন্যই টি, ডি, ব্লক করা হচ্ছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ট্রাইবেল ব্লকের মারফত কি কি সুবিধা ট্রাইবেলদের দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইট ইজ সেপারেট কোয়েশচান, সো আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—ত্রিপুরার পাহাড়ীরা কি অবস্থায় পৌছালে সরকার এর প্রয়োজনীয়তা মনে করবেন ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—বর্তমানে এধরণের চিন্তা সরকারের নেই, সেকথা আমি বলেছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এই টি, ডি, ব্লক কবে, কোন সনে হয়েছিল, মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বার্থ বা তাদের রক্ষা করা হচ্ছে বলে মনে করেন কি না ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—তাদের শিক্ষা, সমাজ ইত্যাদি উন্নয়নের জন্য এই টি. ডি, ব্লকের মারফত অনেক কিছু করা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রশ্নোত্তরে

বলছেন যে পঞ্চম তপশীলের বিকল্প হিসাবে এই টি, ডি, ব্লক চালু করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার সুযোগ সুবিধা বা তাদের উন্নতি অগ্রগতি হচ্ছে কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—তাদের অগ্রগতির জন্যই এই সমস্ত ব্লক করে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, রাস্তাঘাট ইত্যাদির জন্য অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা অত্যন্ত পরিষ্কার। টি, ডি, ব্লক আজকে নুতন নয়। ১৯৫৪ থেকে টি, ডি, ব্লক করা আরম্ভ হয়েছে এই দীর্ঘদিনের মধ্যে এর মাধ্যমে সরকার যে ব্যবস্থা করছেন ত্রিপুরার উপজাতির উন্নতি অগ্রগতির জন্য কিংবা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, সেটা হচ্ছে কি না?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমার উত্তর পুর্ব্বেই আমি দিয়েছি স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি, ত্রিপুরায় পঞ্চম তপশীল চালু করা হবে কি না। তার উত্তরে যে তিনি 'না' বলছেন, সেটা কি সংবিধানের ভিত্তিতে, না ত্রিপুরার পাহাড়ীদের বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে, না ধেবর কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—ধেবর কমিশনের রিপোর্ট এবং বর্তমান অবস্থা, এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করে একথা বলা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—ভারতের সংবিধান অনুসারে পঞ্চম তপশীল ত্রিপুরায় চালু করতে কি অসুবিধা আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমার উত্তর পুর্ব্বেই আমি দিয়েছি।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, পঞ্চম তপশীল কি?

শ্রীতড়িমোহন দাশগুপ্ত :—আমি নোটিশ চাই।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি, পঞ্চম তপশীল ত্রিপুরায় চালু হলে পরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে গোলযোগ অবশ্যম্ভাবী?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা উঠে না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ধেবর কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী উনি বলেছেন যে ত্রিপুরায় পঞ্চম তপশীল চালু করা যাচ্ছে না। উনি স্বীকার করবেন কি যে ধেবর কমিশন সুপারিশ করে গেছেন সে ত্রিপুরাতে পঞ্চম তপশীল চালু করার সময় এসে গেছে। অবিলম্বে চালু করা হবে?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এই ধরণের কাগজ যদি উনি দেখাতে পারেন তাহলে আমি সেটা দেখব।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— আমার প্রশ্ন অত্যন্ত পরিষ্কার। কাগজ দেখানোর প্রয়োজন মনে করিনা। উনি যদি খেবর কমিশনের রিপোর্ট পড়ে থাকেন, সেই সম্বন্ধে জানা থাকে, তাহলে আমার প্রশ্নের কনক্রীট উত্তর তিনি দিতে পারেন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমার যা জানা আছে, তার উত্তর আমি সেইভাবে দিয়েছি স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে উনি যদি খেবর কমিশনের রিপোর্ট পড়ে থাকেন, তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বা না একটা কনক্রীট উত্তর তিনি দিতে পারেন। কিন্তু আমি সেই উত্তর এখনও পাই নাই।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—আমার উত্তর আমি হাউসের সামনে সুস্পষ্ট করে রেখেছি।

Mr. Speaker :— There is no Unstarred Question today. I am now giving my Ruling on the Point of Order raised by Shri Umesh Lal Singh.

Shri Umesh Lal Singh, M. L. A. raised a question of breach of privilege of the House and contempt of the Speaker on 20.8 68 against Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. for passing a remark on the partiality of the Speaker.

The fact of the case is that, Hon'ble Speaker ruled out an adjourament motion of Shri Aghore Deb Barma, M. L. A. Shri Deb Barma in protest of disallowance of his adjournment motion inter alia made allegation that Mr. Speaker was not impartial in his dealings with the Opposition Members. Hon'ble Chief Minister at once brought before the notice of the House that such utterance of Shri Aghore Deb Barma would constitute a breach of privilege of the House and contempt of the Chair. This fact was corroborated by Shri Umesh Lal Singh, M. L. A , who raised the question of alleged breach of privilege and contempt of the House and the Speaker.

My observation on the point of Shri Deb Barma is as follows :—

It has been revealed from the Proceedings of the last meeting of the House that 30% out of total hours of a day's proceedings on which Shri Aghore Deb Barma was present in the House, was allotted to him alone and 70% of the time to the 30 Memders of the ruling party. Therefore, the allegation of Shri Aghore Deb Barma, so far as it relates to allotment of time is concerned does not arise.

Next let me explain the position of admission of the business of the House. Three Opposition Members submitted 177 questions, 5 Resolutions and 1 Motion, in this Session of which 166 questions, 3 resolutions and 1 motion were admitted.

Shri Aghore Deb Barma alone submitted 43 qnestions, 4 resolutions, 1 motion which have been admitted. Hence the question of partial treatment with Opposition Members in this respect also does not stand.

Shri Deb Barma should bear in mind that he is a responsible member of the Assembly and he should be very much judicious in making statements on the floor of the House. His purpose in the House is to ventilate the grievances of the people in right way and for right purpose, whom he represents in the House.

However, as the question involves breach of privilege of the Chair, I do like it to be judged by the Committee on Privileges. I therefore, refer the question to the Committee on Privileges for examination and report.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমার একটা অ্যাডজোর্ণমেণ্ট মোশন দিছ।

Mr. Speaker :— I am coming to that. Calling Attention.

The Calling Attention given notice of by Shri Abhiram Deb Barma on 23rd August, 1968 to which the Minister concerned agreed to make a statement to day the 27th August, 1968, on—

"The serious situation created due to the hunger strike by the Political Prisoners of Tripura in Presidency Jail, West Bengal."

I would now call on the Hon'ble Minister in charge to make a statement.

Shri T. M. Dasgupta :— Sir, Shri Karuna Kumar Roy Basak, a P. D. Act detenu of Tripura lodged at Bhagalpur Central Jail was transferred to the Presidency Jail, Calcutta on 9-8-68. Recently after his transfer to the Presidency Jail, Calcutta he has made 3 demands in his application dated 13-8-68 (received on 16-8-68) followed by a telegram dated 20-8-68 namely, that (1) all the detenus who had applied should immediately be granted family allowance for the maintenance of their dependants. (2) In All cases the size of the family and locality where the family is stationed should be taken into consideration for sanction of family allowance. (3) In all cases the family allowance should be sanctioned from the date of detention. The above demands were already under consideration of Government and a detailed signal was sent to the Superintendent, Presidency Jail, Calcutta on 21.8.68 stating the position at some length and requesting the Superintendent, Presidency Jail, to pursuade Shri Roy (Basak) to desist from hunger strike. But Shri Roy (Basak) has already started his fast (from 21.8.68)

and raised 2 more new demands which are as follows :—

1) That he should be given family allowance for his own son and

2) that all the 9 cases should be considered for family allowance.

However, the Government took a sympathetic view and though accoding to strict application of the criteria Shri Basak could not be considered eligible for grant of family allowances he was sanctioned family allowance @ Rs. 50/- per month from the very date of his detention. Besides, Shri Basak, family allowance had heen sanctioned in 9 other cases in some of which payments had already been made. The whole position was signalled to Superintondent, Presidency Jail on the 25th August and the Superintendent has been requested to convey the same to Shri Basak and pursuade him to disist from hunger strike as all the demands have already been met. The 9 cases which have been sanctioned family allowance are as followas :—

1) Shri Dasarath Deb.
2) Shri Biren Dutta.
3) Shri Bulu Kuki.
4) Shri Sadhan Tripura
5) Shri Rabia Deb Barma.
6) Shrimati Jagatshri Noatia.
7) Shri Mani Deb Barma.
8) Shri Nagendra Deb Barma.
9) Shri Saroj Chanda.

Superintendent, Presidency Jail was contacted ever telephone on 26-8-68 evening. It is understood that Shri Basak is new demanding sanction of family allowance to him @ Rs. 150/- per month and would not give up hunger strike till this is done. He also wants to know the names of 9 detenus to whom family allowance have been sanctioned which is being done. Karuna Basak has got only one dependant, namely, his son who is aged 27 years and has got full earning capacity. It is also understood that Shri Basak is taking lime juice, salt and plenty of water and is maintaining good health.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন হাংগার ষ্ট্রাইক এখনও চলছে কিনা ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—ভেঙ্গেছে বলে কোন খবর এখনও আসে নি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—এই সম্পর্কে কারদার বিবেচনা করার সরকারের কোন কিছু আছে কি ?

শ্রী টি, এম, দাশগুপ্ত :—সরকার সবটা জিনিষ অবজার্ভ করছেন।

Mr. Speaker—There is another Calling Attention given notice of by Shri Jatindra Kr. Majumder on 26th August, 1968 to which the Minister concerned agreed to make a statement to day the 27th August, 1968. on—

'গত সপ্তাহে বিশালগড় থানার অন্তর্গত হীরাপুর স্কুলের শিক্ষক হরেন্দ্র দেববর্মার উপর দুর্বৃত্তদল কর্তৃক অমানুষিক অত্যাচারজনিত মৃত্যু।'

I would now call on the Hon'ble Minister in-charge to make a statement.

Shri T. M. Dasgupta—On 17.8 68 one Harendra Chandra Deb Barma S/O. Late Chandicharan Thakur of Barjala, P. S. Bishalgarh, a Teacher of Hirapur Pry. School, appeared at Bishalgarh having some injuries on his person, with the help of his son and other relatives and lodged on information to the effect that on 15.8.68 (Thursday) evening while he was returning to his home, after observing the Independence Day Ceremony at his School took rest for a while on his way, at a distance at about 1½ miles from the school, on a foot-track beside the Lungaland. Shortly being tired he fell asleep there. Then suddenly he woke up due to a violene shock and found that 4 persons of Hirapur all known to him were assaulting him mercilessly. The names of those 4 persons who were recognized to be as follows—viz—

1) Bishendra Deb Barma, S/O. Late Hari Charan Deb Barma of Hirapur p. S. Bishalgarh
2) Dukharam Deb Barma, S/O Bishendra Deb Barma.
3) Bishu Kumar Deb Barma, S/O. Bishendra Deb Barma.
4) Dagan Chandra Deb Barma, Son-in law of Bishendra Deb Barma.

The victim thus attacked cried out, asking the accd Bishendra by name, to stop beating and spare his life by taking his purse, which contained Rs. 224/—in cash, at the time. The assailant did not listen to that but continued their assault and at length took away the purse from the possession of the victim, after leaving him unconcious on the spot.

On the following day he regained his sense and finding a passerby whose name he did not know, but knew to be the son of one Raghunath Deb Barma of Duharampara requested him to save

his life and narrated all about the incident to him.. Hearing the fact, that person, called one Pravat of Jagirambari to look after the victim and went away. Thereafter, said Pravat took the victim to Jagirambari by lifting and with the help of some villagers took him to the house of one Rajendra Deb Barma of said village. The victim was being nursed there and an intimation was sent to the house of victim. On 16 8 68 evening, on receiving the information one Biswambar Deb Barma the son of the victim along with others came to the house of Rajendra Deb Barma at Jagirambari and wherefrom they took the victim to his own house at Jagirambari and wherefrom they took the victim to his own house at Barjala. They then called the M O., Charilam Government Dispensary, for the treatment of victim, who accordingly attended the victim and heard all about the incident from him.

On 17 8. 68 at 1030 hrs the victim appeared at the P. S. for lodging the complaint. On receipt of the above information a case U/S 392 I. P. C. was registered vide Bishalgarh No. 9(8)68, and thereafter the victim was duly forwarded to the M. O. Bishalgarh P. H. C., for his treatment. But on 24 8.68 the M O. Bishalgarh P H. C. reported to the P. S. that the victim (Harendra Deb Barma) expired in Hospital on 23 8.68 at 6-30 P. M. as a result of the injuries.

In the mean time the follbwing named accd persons have been arrested and forwarded to the Court, viz (I) Bishendra Deb Barma (2) Dukharam Deb Barma and (3) Bisu kumar Deb Barma. The remaining one accd person is learnt to be absconding. The investigation of the case is proceeding.

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from Shri Aghore Deb Barma, Member on the subject of 'Unhappy incident at Elora, a cloth shop, Agartala on 23.8.68 night which led to the closure of the said shop till to-day.'

I have given consent to the Motion of Shri Aghore Deb Barma do-day.

I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a

date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউস এডজোর্ন হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই মিটিং এ ইনফরমেশান কালেক্ট করে এনে দেওয়া সম্ভবপর হবে না। আজকে রিসেসের পরেও যদি মিটিং চলে, চলবে কিনা সন্দেহ আছে, তথাপিও যদি চলে, তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি। তা না হলে এই সেশানে এটার উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মিনিষ্টার উইল টেক্ ইট আফটারওয়ার্ডস।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর্জেন্ট পাবলিক ইমপরটেন্স হলে পরেই কলিং এ্যাটেনশান মোশন দেওয়া হয়। এ্যাসেম্বলী সেশান আজকে শেষ হচ্ছে ঠিক। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে টাউনের উপর এবং এক সপ্তাহ ধরে এটা চলছে। মিনিষ্টাররা সকলেই এটা অবগত আছেন। পলিটিক্যাল মোটিভ নিয়ে যদি তার উত্তর না দিতে চান তাহলে সেটা আলাদা কথা। কিন্তু কিছুই জানিনা, একথা বলা এ্যাসেম্বলীতে ঠিক হবে না। যদি এটা নেক্সট সেশানে বলা হয় তাহলে কোয়েশচানের কোন আর্জেন্সী থাকেনা। কাজেই আমি মনে করি এই সেশানে অন্ততঃ আজকের দিনে এই কলিং এ্যাটেনশানের উত্তর দেওয়া দরকার যেহেতু এটা আর্জেন্ট পাবলিক ইমপোরটেন্স বলে ট্রীট করা হয়েছে। যদি এটা আরেকটা সেশানের সময় নেওয়া হয় তাহলে আমি মনে করব এটা কন্টেম্পট অব দি হাউস। মিনিষ্টররা এ্যাসেম্বলী কোয়েশচানের বেলায়ও 'আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ' বলবেন, আরজেন্ট পাবলিক ইমপোরটেন্স কোয়েশচানের বেলায়ও 'আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ' বলে এরিয়ে যেতে চাইছেন। সেই দিক থেকে আমি বলব এটা কন্টেম্পট অব দি হাউস এবং ব্রীচ অব প্রিভিলেজ অব দি হাউস।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জাষ্ট নাউ আই হ্যাড গট্ দিস ইনফরমেশান। ব্যক্তিগত ভাবে আমার জানা আছে। কিন্তু এই নিয়ে হাউসে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া যায় না। আজকে হাউস বন্ধ হয়ে যাবে। কালেকশানের সময় যদি পাওয়া যায় তাহলে আমি সেটা কালেক্ট করে এনে দিতে পারব। কারণ কলিং এ্যাটেনশানের উত্তর দিতে হলে পরে ফ্যাক্টকে কালেক্ট করতে হয়, যারা এই বিষয়ে ডীল করেন তাদের কাছ থেকে। যদি স্পীকার আমাকে বলতে বাধ্য করেন তাহলে ছোট্ট করে একটা রিপোর্ট দেওয়া যেতে পারে। যদি আফ্টার রীসেস হাউস চলে, তাহলে আমি চেষ্টা করে দেখব তার উত্তর দেওয়া যায় কি না। আর যদি হাউস রীসেসের পূর্ব্বে বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আমার পক্ষে বলা সম্ভব হবে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মিনিষ্টার তার অসুবিধার কথা বলছেন। যদি রীসেসের

পর হাউস চলে তাহলে তিনি উত্তর দিতে পারেন একথা তিনি বলছেন। Regarding adjournment Motion, I think the Hon'ble Member has got the reasons for disallowance of his adjournment motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই জীরো আউয়ারে আমি এই সম্পর্কে ডিসকাশান করতে চাই যদি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এ্যালাউ করেন।

মিঃ স্পীকার :—কোন বিষয়ে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এই এডজোর্নমেণ্ট মোশানের ব্যাপারে।

Mr. Speaker :—No. I have disallowed it.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আজকে আপনি যে আমাকে কাগজ দিয়েছেন সেখানে এই মোশানটা ডিসএ্যালাউ করে তিনটি কারণ দেখিয়েছেন—

1) This is not matter of recent occurance ;

2) The matter can be discussed in near future ;

and

3) It is not a matter of urgent enough to warrant interruption of business of the day.

আজকে আমাদের সেশান শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাজেই নীয়ার ফিউচারে ডিসকাশানের সময় আমি দেখছিনা। আর দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে যে এট যদি আরজেণ্ট ম্যাটার অব পাবলিক ইমপোরটেন্স না হয় তাহলে কোনটা হবে আমি বুঝতে পারছিনা। আমি ইলেকট্রিক সাপ্লাই সম্পর্কে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। কিছুক্ষণ আগেও আমি হাসপাতালে ফোন করে জানতে পারলাম যে সেখানে নাকি ইলেকট্রিসিটি বন্ধ হয়ে গেছে, ফলে সেখানে জলের ক্রাইসীস দেখা দিয়েছে, এমন কি কোন কোন সময়ে লাইট বন্ধ হয়ে যায় তাতে হাসপাতালের কাজ কর্ম ব্যাহত হয়। শুধু তাই নয়, আজকে জনসাধারণের যে কাজ কারবার, দোকানপাট ইত্যাদি বন্ধ করে দিতে হয়। অনেক সময় মোমবাতি জ্বালিয়ে তাদের কারবার চালাতে হয়। এই অবস্থায় এটা যদি পাবলিক ইমপারটেন্সের মধ্যে স্থান না পায় তাহলে কোন বিষয় পাবলিক ইমপোরটেন্স হিসাবে হাউসে ডিসকাশন করতে পারব আমি জানিনা। এটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

Shri Ershad Ali Choudhury :—Speaker's Ruling cannot be questioned.

মিঃ স্পীকার ঃ—আজকে তো ডিসকাশনের সুযোগ দেওয়ার সুবিধা নাই। অ্যাসেম্বলীর অন্য বিজনেস বন্ধ রেখে সেটা আমি করতে প্রস্তুত নই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের অ্যাসেম্বলীতে যে বিজনেস্ আছে তাতে দিন যাবে কিনা সন্দেহ। কাজেই সময় যখন থাকবেই তখন সেটা করতে আপত্তি কি থাকতে পারে বুঝি না।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—আমাদের রুল মেনে চলা উচিত।

শ্রীএর্শাদআলী চৌধুরী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে স্পীকারের রুলিং চ্যালেঞ্জ করা যায় না।

Mr Speaker :—Yes, ·Sperker's ruling cannot be challenged. Next item in the List of Business is private Member's Resolution. I would call on Shri Aghore Deb Barma to move his resolution that—As there are serious allegations of misusing public money and of producing wrong figure of Forest plantation against the Forest Department of Tripura, this House directs the Government to constitute a five members committee from among the members of this House including from the opposition, to enquire into the allegations and to submit report to this House within three months from the date of formation of the Committee.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে প্ল্যানটেশনের নামে, ত্রিপুরার ভবিষ্যত উন্নতির নামে বা বনরক্ষার নামে যেভাবে টাকা খরচ হচ্ছে তা যে যথাযথ খরচ হচ্ছে না এই সম্পর্কে এই হাউসের মধ্যে রুলিং পার্টির অনেক সদস্যই যে আমার চেয়ে কম খবর রাখেন তা নয়। তবে দলীয় স্বার্থে হয়ত তারা আমার প্রস্তাবের বিরোধিতা করবেন। যাই হোক আমি কতগুলি ঘটনা এই হাউসে রাখবার চেষ্টা করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৫ সনে দেবদারু বাগানের প্ল্যানটেশনের পরিমাণ করা হয় ৫০ একর, বর্তমানে এখানে আছে মাত্র ৩০ একর। যে জায়গা বাগান করার কথা ছিল সে জায়গা শ্রীসুরেশ চন্দ্র পাল এবং রমেশ চন্দ্র পাল বহুদিন যাবত রিজার্ভ এর ভিতর দখল করে রেখেছিল। কথা ছিল চাষোপযুক্ত জমি এবং লুংগা জমি রিক্লেম করে দিতে হবে। সেই প্রতিশ্রুতির বিনিময়েই এই জায়গাটা তাকে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা করা হয় নি। প্লেনটেশনের জন্য যে টাকা লাগে তার মোটামুটি একটা ফিগার দিয়ে সমস্ত কিছু সাবমিট করা হয়, টাকাটা ড্র হয়ে যায়, খরচও হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সেখানে জংগল পরিষ্কার করা হয়নি। অথচ পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে যেখানে ৫০ একর হওয়ার কথা সেখানে মাত্র ৩০ একর হয়েছে।

আর একটা জায়গায় টাংগিয়া সিষ্টেমে ২০ একর জায়গার মধ্যে মাত্র ১০ একর আছে কিনা সন্দেহ। ১৯৬৬ সালে দেবদারু বাগানের জন্য ১০০ একর প্রথম এষ্টিমেট করা হয়েছিল। একশ' একরের বিলও ড্র করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যায় সেখানে ৬০ একরও নেই। এইভাবে সমস্ত টাকাগুলি ড্র করা হয়েছে। ১৯৬৭ সনে আর একটা জায়গায় ৭৫ একর দেবদারু বাগান করার কথা ছিল। বর্তমানে সেখানে একদম চারা নেই বললেই চলে। টাকা পয়সা সব খরচ হয়ে গেছে। আর একটা আছে কাকড়িয়া। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১২৫ একর জায়গা করার কথা। তাও রাস্তার পাশে পাশে দেখা যায়, কিন্তু ভিতরে গেলে বাগানের কোন অস্তিত্ব নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রাইমাবাড়ী বলে একটা জায়গা আছে সেখানে ১৯৬৬ সালে ৫০ একর করার কথা। কিন্তু মাত্র ৩০ একর এর বেশী করা হয় নাই।

তারপর আরও অনেক ঘটনা আছে টেক্কা তুলসী সেণ্টারে মুহুরীপুর রেঞ্জের আণ্ডারে, সেখানে ১৯৬২ সালে প্ল্যানটেশনের হিসাব ধরা হয়েছিল প্রথম ৫০ একর। এখন সেখানে ২০ একর আছে কিনা সন্দেহ। তারপর ১৯৬৪ সনে মুহুরীপুর রেঞ্জে টাংগিয়া সিষ্টেমে প্রথম কাগজে দেখানো হয়েছে ২০০ একর, কিন্তু সেখানে এখন ৭০ একর আছে কিনা সন্দেহ। আবার মুহুরীপুর সেণ্টারের আণ্ডারে মুহুরীপুর রেঞ্জ কাগজে কলমে দেখানো হয়েছে ৫৫ একর, এখন সেখানে ৪০ একর আছে কিনা সন্দেহ। ১৯৬৩-৬৪ সনে জোলাইবাড়ী চাচুক পাড়া সয়েল কনজার্ভেশন সেণ্টারে যে পরিমাণ ধরা হয়েছিল সেই পরিমাণ সেখানে নেই। সামান্য পরিমাণ সেখানে আছে। আর ১৯৬২ তে সবদলৈ পাড়া আণ্ডার কাঞ্চানপুর রেঞ্জ নর্থ, সেখানে দেখানো হয়েছিল ১০০ একর, কিন্তু বর্তমানে সেখানে ৪০ একর এর বেশী নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইরকম বহু নজীর আছে। আজকে চড়িলমের মধ্যে যদি যাই সেখানে রাস্তার পাশেই শুধু বাগান আছে, রাস্তার একটু ভিতরে ঢুকলেই কিছু পাওয়া মুশকিল। অ্যারিয়া ঠিকই আছে। অর্থাৎ মোটামোটি যে অ্যারিয়া ধরা হয় পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে সেটা করা হয় না। এইভাবে অমরপুর, বড়মুড়া, দেবতামুড়া, আঠারমুড়া এবং সদর নর্থ পর্যন্ত্য যদি আমরা দেখি তাহলে শতকরা ৪০ ভাগও আছে কিনা সন্দেহ। কাজেই এই সম্পর্কে আজকে এটা বিবেচনা করা দরকার। জন সাধারণের উন্নতি অগ্রগতির নামে সরকারের টাকা খরচ হচ্ছে কিন্তু সেগুলি কোন কাজে লাগছে না। সমস্ত টাকা মিস ইউজ হচ্ছে। কাজেই কিভাবে টাকাগুলি খরচ হয় বা কোন্ বাবদে খরচ হয় এটা ঠিক ঠিকভাবে তদন্ত করে দেখা দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে মোটামুটি আমি বললাম। তাছাড়া আরও আছে। এই ডিপার্টমেণ্টে একটা অরাজকতার রাজত্ব চলছে। শুধু এই ডিপার্টমেণ্টেই নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের সবগুলি ডিপার্টমেণ্টেই অরাজকতা চলছে। আমার আজকের বলার বিষয় বস্তু হচ্ছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট, কাজেই তার মধ্যে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। কয়েকটা ঘটনার কথা

আমি এখানে উল্লেখ করছি। বিনয় ভট্টাচার্য নামে একজন ড্রাইভার, তার বিরুদ্ধে চুরি ইত্যাদির ব্যাপারে অভিযোগ ছিল। উদয়পুরের আর, এন, সরকার ডি, এফ, ও এবং তারপর সি, এফ, ও'র কাছে নালিশ করেন। করার পর সি,এফ,ও সম্ভবত: তাঁর খাতিরের লোক হবে, সংগে সংগে তাকে শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, তিনি চট্ করে তাকে অন্য ডিপার্টমেণ্টে ট্রান্সফার করে দিলেন। অর্থাৎ এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টে তাকে বদলি করেদিলেন কারণ তখন তিনি এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের চার্জেও ছিলেন। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে—নারায়ণ ভট্টাচার্য নামে একজন ফরেস্টার, তাকে সি, এফ, ও প্রথমে রুল ফাইভ'এ তার চাকুরী খতম করে দেন, হয়তো তার পিছনে কোন কারণ ছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা যায় যে তাকে তিনি এল, ডি, ক্লার্ককে আবার নিয়োগ করেন। আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে—পরিমল ভট্টাচার্য নামে একজন ক্লার্ক, তাকে এ্যাকাউণ্টস ট্রেনিং এর জন্য শিলং পাঠান হয়, সেখানে সে ফেল্ করে আসে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাকে অনেকের সিনিয়রিটি সুপারসীড করে ইউ, ডি, এ্যাসিষ্টেণ্টে প্রমোশান দেন। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে, যদিও এটা পুরানো কেস্, খুব বেশী পুরানো নয়, গোপাল সিং ভার্সাস ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট একটা মামলা হয়েছিল। তাতে জুডিশ্যাল কমিশনার রায় দিয়েছিলেন যে এই কেসের জন্য যে অফিসার দায়ী, তার পকেট থেকে এই কম্পেনসেশানের টাকা আদায় করতে হবে। কিন্তু সি, এফ, ও সাহেব করলেন কি, সেই ফাইলটা চাপা রেখে, সরকার থেকে টাকা দিয়ে দিলেন। এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ারও রুলস আছে এবং ইনষ্ট্রাকশান আছে, কিন্তু সেগুলি ভায়লেট করে এটা করা হচ্ছে। শুধু একটা ব্যাপারে নয়, হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট হয়তো অনেক সময় তার খেয়াল খুশি মত সুযোগে অনেক কিছু করেন। করার পর কেস করলে পরে কেস টিকেনা। তখন নিজেদের সমস্ত দায় দায়িত্ব এসে পড়ে গভর্ণমেণ্টের উপর, গভর্ণমেণ্ট থেকে টাকাগুলি দেওয়া হয়। গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার রুলস, ইনষ্ট্রাক্শান থাকা সত্ত্বেও সেটাকে ভায়লেট করে সেগুলি করা হয়। অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যে আইনের কোন বালাই নেই। এইরকম ঘটনা বহু হচ্ছে। আমার বলতে হয়তো কিছুটা সময় লাগতে পারে। গত বছর সম্ভবতঃ হবে, কয়েকজন টাইপিষ্ট ক্লার্ক নিয়োগের সময় কতিপয় মেয়ে চাকুরী পাওয়ার জন্য ইন্টারভিউ দেয়। কিন্তু যারা ইন্টারভিউ দিল, তারা টাইপ জানেনা, তারা কোনদিন শিখেও নাই। কাজেই তারা ইন্টারভিউতে টিকলনা। এর পরবর্তী ঘটনা কি হল ? এমন ঘটনাও শোনা যায়, কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করেন তাহলে সেটার কাগজ পত্র দেওয়া যায়, তিনি নাকি মেয়ে দুইটিকে বাসায় নিয়ে গেছেন এবং পরে দেখা গেল তাদের চাকুরী হয়ে গেছে। আমি ডিটেলসের মধ্যে যাচ্ছি না। যদি ম্যাটেরিয়েলস চাওয়া যায় তাহলে দেওয়া যাবে। এই সম্পর্কে এ, কে, ঘোষ, এ্যাসিষ্টেণ্ট কনজার্ভেটর অব ফরেষ্ট, উনি নাকি বাচনিকভাবে আপত্তি করেন, তারপর লিখিতভাবে করেন। কিন্তু সেটা

করা সত্ত্বেও, যারা ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন তাদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের চাকুরী দিলেন এবং তারা এখন চাকুরীতে বহাল আছেন। আরেকটা ঘটনা হচ্ছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কোয়ালিফাইড লোক ছিল না তা নয়। শ্রীএ, আর, চক্রবর্ত্তী, এস, ডি, এফ, ও, মিঃ মাথুর এ্যাসিষ্টেন্ট কনজার্ভেটর অব ফরেষ্ট, মিঃ পাল চৌধুরী এরা ট্রেনিং'এর দিক থেকে আমাদের বর্তমান সি, এফ, ও, থেকে অনেক বেশী কোয়ালিফাইড। তাঁরা যদি এই ডিপার্টমেন্টে থাকেন, তাহলে বর্তমান সি, এফ, ও'র কনজার্ভেটর অব ফরেষ্ট হতে প্রতিবন্ধক হবে, স্বভাবতঃ এ'সব কোয়ালিফাইড লোকের দিকে নজর পড়ার কথা। কাজেই যেকোন প্রকারে এই সমস্ত ট্রেণ্ড পার্সনদের সরাতে হবে। বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন কায়দায় এই সমস্ত কোয়ালিফাইড লোকদের আস্তে আস্তে সরিয়ে দেওয়া হয়। নিশ্চিন্ত মনে তিনি তাঁর পথ পরিষ্কার করে এখন তিনি কনজার্ভেটর হলেন, এই হল অবস্থা। লালজুরিতে, ধর্মনগর সাবডিভিশান, সেখানে খাদিল মিয়া নামে একজন ফরেষ্টার, তার বিরুদ্ধে কৈলাশহরের ডি. এফ, ও মিঃ ডি, নাথ, তিনি কতগুলি অভিযোগ সি, এফ, ও'র নজরে আনেন। আবার পর একটা ডিউচুয়েল আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং এর ভিতর দিয়ে সেটা ধামা চাপা পড়ে যায়। আমি ডিটেল ঘটনার মধ্যে যাচ্ছিনা। অনেক ঘটনা আছে। আরেকটা ঘটনা যেটা খুব পুরানো নয়। বিশালগড় ফরেস্ট চেক পোস্টে অমূল্য দাশ নামিয় একজন গার্ড সেখানে ছিল। সে ফল্‌স চালান ইত্যাদি লিখে পাঁচ হাজার টাকা মেরে দেয়। মেরে দেওয়ার পর সেখানে পারমিট কাটার ব্যাপারে টাকা যখন আত্মসাত করল, সদর ডি, এফ, ও, এস, কে, মুখার্জী সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরলেন এবং সি, .এফ, ও'র কাছে রিপোর্ট করে দেন। সি, এফ, ও এটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ঘটনা আমি যতটুকু শুনেছি, অমূল্য দাশের ওয়াইফকে নাকি ডেকে আনেন এবং তাকে বলা হয় যে তোমার স্বামীকে পদত্যাগ করতে বল। পদত্যাগ করায় পর—সে যখন রেজিগনেশান পেপার সাবমিট করল—তখন ডি, এফ, ও এস, কে, মুখার্জী সি, এফ, ও'র কাছে রিটুন কম্পলেন করেন তার বিরুদ্ধে। তখন তিনি আবার সেই অমূল্য দাশের ওয়াইফকে ডেকে এনে বলেন যে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই, আমি আছি। তুমি তোমার স্বামীকে রেজিগনেশান পেপারটা উইদ ড্র করতে বল। ঠিক সেই মতে কাজ করা হল। এই দরখাস্ত পাওয়ার পর আগের চাকুরীতে তাকে বহাল করে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সাসপেণ্ড করে দেওয়া হল। সাসপেণ্ড করে তার স্ত্রীকে পরামর্শ দিলেন যে তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই, আমি আছি। তুমি এক কাজ কর, তাকে পালিয়ে থাকতে বল এবং তার কাপড় চোপড়গুলি পোষাক পরিচ্ছদ যা আছে, সেগুলি তুমি নিজে এসে অফিসে জমা দিয়ে দাও। এটার ভিতর যে কি রহস্য আছে এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমি আর বেশী দূর যেতে রাজী নই।

আরও জানতে চাইলে আরও আছে। আমি এখানে যে প্রশ্নটা রেখেছিলাম সেটার আরও অনেক ব্যাপার আছে। শিলাছড়ির ব্যাপারে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, সেখানে সেনিটারী লেট্রিন করার জন্য ১৭০০ টাকা মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু সেনিটারী লেট্রিন সেখানে আছে বাম্বু মেড। এটাকনট্রাকশন করার আগেই টাকাটা বিল করে নিয়ে গেল। কিন্তু এখনও যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চায় তাহলেও দেখবেন যে সেখানে সেনিটারী লেট্রিনের চিহ্নই নাই। এই হল অবস্থা। এইভাবে সেখানে একটি মাত্র ঘটনা নয়, আরও অনেকগুলি আছে। যেমন ডি. এফ. ও বার্নিং বাবতে ১৯৬৮ সালে বাগমা বাগপাশা এলাকার জন্য টাকা ড্র করেছেন। কিন্তু সেখানে যদি দয়া করে কেউ যান এবং খোঁজ খবর নেন তাহলে দেখবেন প্ল্যানটেশনের চিহ্ন মাত্র নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমার যেটা বক্তব্য এর বিষয়বস্তু সরকারী টাকা এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বছর খরচ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ বনরক্ষা করতে হবে, না হলে মানুষ বাঁচবেনা। কিন্তু আজকে যদি সরকারের এইভাবে অর্থ ব্যয় করা হয় তাহলে সরকারের কি কোন দায় দায়িত্ব নাই? আমি প্রত্যেকটি ঘটনা বলেছি, তেলিয়ামুড়ার কথা বলেছি, কৈলাসহরের কথা বলেছি, অমরপুরের কথা বলেছি, আমি জোর করে বলতে পারি যে সমস্ত প্ল্যানটেশন করা হয়েছে এই পর্যন্ত তার ফোরটি পারসেন্ট টিকবে কিনা সন্দেহ। সে জন্যই একটা হাই পাওয়ার কমিটি করার জন্য এখানে আমি প্রস্তাব রাখছি। ঘটনাটা কি ঘটেছে বা সত্তিই ঘটেছে কিনা এ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখা অন্ততঃ প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান মিনিষ্টার সেই আগ্রহ তো নাই বরঞ্চ কিভাবে অফিসারদের ডিফেন্স দেওয়া যায় সেদিকে আগ্রহটা বেশী। সেই দায়িত্ব মন্ত্রী পরিষদ অস্বীকার করতে পারবেন না। সেজন্য আমি অনুরোধ রাখছি যে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করা দরকার। এই হল আমার মূল বক্তব্য।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Member Shri Nishikanta Sarkar.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্মা মহাশয় যে রিজল্যুশান হাউসের সামনে রেখেছেন, এটার কোনরকম যৌক্তিকতা আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে কতকগুলি তথ্য উনি হাউসের সামনে যে রেখেছেন, এটা অবশ্য ঠিক। উনি কতকগুলি এরিয়া সম্বন্ধে বলেছেন, এই সম্বন্ধে আমরাও হাউসের সামনে অনেকবার বলেছি। আমার কথা হচ্ছে যে প্ল্যান্টেশান হয়তো করা হয়েছে ৫০ একর, ব্যয় হয়তো করা হয়েছে ৫০

একরের জন্যই, সেখানটায় দেখা যায় হয়তো ২৫ কি ৩০ একর আছে, বাকী একর বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। নানা কারণে সেটা হয়েছে। কোথাও হয়তো দেখা যায় যে জায়গায় যে গাছ লাগানো দরকার, যে মাটিতে যে গাছ হওয়ার কথা, সেই মাটিতে সেইসব গাছ লাগানো হয় না, এটা ঠিক। তবে হাউসের সামনে যে কমিটির কথা তিনি বলেছেন, আমার মনে হয় একটা তদন্ত কমিটি করলেই যে এর সমাধান হয়ে যাবে তা নয়। তবে এইগুলি সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট থেকে একটু তথ্য সংগ্রহ করা বা দেখাশোনা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় অঘোরবাবু হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছেন, সেই প্রস্তাবটা তিনটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। একটা হচ্ছে মিসইউজ অব পাবলিক মানী, একটা হচ্ছে রং ফিগার অব ফরেষ্ট প্ল্যাণ্টেশান, আরেকটা হচ্ছে কমিটি গঠন করা। মিসইউজ অব পাবলিক মানী সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি এটা হচ্ছে যে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টে অডিট হচ্ছে এবং এ্যাকাউনটেণ্ট জেনারাল অব আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রতি বছর অডিট করেন। সেখানে যদি মিসইউজ সম্বন্ধে বক্তব্য থাকে, সেখানে অবজেকশান আসে, সেই অবজেকশান এর উত্তর ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টকে দিতে হয় এবং পরিষ্কার করতে হয়। অতএব সেটাকে লক্ষ্য রাখবার জন্য আমাদের এই অডিট ডিপার্টমেণ্ট, এ্যাকাউটেণ্ট জেনারাল আছেন এবং আমি মনে করি এটা লক্ষ্য রাখবার জন্য অডিট ডিপার্টমেণ্টই সাফিশ্যাণ্ট। দ্বিতীয় হচ্ছে, প্ল্যাণ্টেশানের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, সেইসব টাকা অপব্যয় করা হয়, সেটাকে জাস্টিফাই করতে যেয়ে তিনি কতকগুলি ফিগার দেখিয়েছেন। এইসব ফিগারগুলির মধ্যে, যে সমস্ত জায়গায় তিনি আণ্ডার প্ল্যাণ্টেশান দেখিয়েছেন, তার পারসেণ্টেজ খুব কম। তথাপি আমাকে এখানে বলতে হচ্ছে যে কত একর প্ল্যাণ্টেড হয়েছিল সেইসব জায়গায়, সেই সম্পর্কে তিনি কোন বক্তব্য রাখেননি। তিনি শুধু বলেছেন এত একরের জায়গায় এত একর প্ল্যাণ্টেশান আছে। কিন্তু সেখানে আদৌ প্ল্যাণ্টেশান হয়েছিল কি না, অযত্নের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে কি না বা আগুন লেগে নষ্ট হয়েছে কি না, সেটা তিনি বলেন নাই। তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে, এখানে উনার কথায়ই বেরিয়ে আসছে যে সেইসব জায়গায় ১০০/৫০/৭৫ একর জায়গার টাকা খরচ করে হয়তো প্ল্যাণ্টেশান হয়েছে। প্ল্যাণ্টেশান হলে পরেই সমস্ত প্ল্যাণ্টসই যে বাঁচবে তার কোন কথা নেই। আমরা দেখেছি যে আগুন লেগে অনেক জায়গা পুড়ে গেছে, এন্টি সোশ্যাল এ্যাক্টিভিটীজের জন্য অনেক বাগান নষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই আণ্ডার প্ল্যাণ্টেশানের এটাও একটা কারণ থাকতে পারে। তিনি যদি বলতেন যে সেখানে কোন প্ল্যাণ্টেশান করা হয় নাই, তাহলে আমি মনে করতাম যে আদৌ প্ল্যাণ্টেশান করা সেখানে হয় নাই, অথচ টাকা সম্পূর্ণ সেখানে খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু সেকথা তিনি ডেফিনিট কিছু বলেন নাই।

কাজেই এনকোয়ারী কমিটির এই জায়গায় কি প্রয়োজন আমি সেটা অনুভব করতে পারছি না। আরেকটা কথা আমি এই জায়গায় রাখছি, কাঁচিগাঙ-যদি তিনি যেয়ে থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই দেখে ছন, এটা রাস্তার পাড়ে নয়, সেখানে ১৪/১৫ মাইল জায়গা ব্যাপী প্ল্যান্টেশান আছে। বগাফা, উদয়পুর সেইসব জায়গার প্ল্যান্টেশান আমরা দেখেছি, তিনিও আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তিনি অস্বীকার করতে পারবেন না, সেই কেস্যুনাট এবং অন্যান্য কাঁঠাল গাছ কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তিনি নিজের চোক্ষে সেটা দেখে এসেছেন। শুধু যে রাস্তার পাশে প্ল্যান্টেশান হচ্ছে তা নয়, পটিছড়ি, গর্জী, পেরাতিয়া রাস্তার পাঁচ ছয় মাইল ভিতরে, সেখানেও কাজ হচ্ছে। প্ল্যান্টেশান কি হচ্ছে, সবটা হচ্ছে কি না, তা আমি বলতে পারছিনা, তবে ত্রিপুরার কন্সট্রাক্‌টিভ ওয়েতে যদি কিছু কাজ হয়ে থাকে তাহলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেই হয়েছে। কাজেই উনার এই প্রস্তাবটার যৌক্তিকতা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

তারপর কয়েকজন অফিসারের নাম নিয়ে তিনি বলেছেন যে তারা বর্তমান সি, এফ, ও থেকে কোয়ালিফাইড, তিনি লেস কোয়ালিফাইড। গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া ফরেস্ট অফিসার'এর সিনিয়র ক্যাটাগরীতে তাঁকে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিয়েছেন, এতে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের কোন হাত নেই। যদি তাঁর কোয়ালিফিকেশান না থাকত তাহলে আজকে ১৩০০—১৮০০ স্কেলে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া তাঁকে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিতেন না এবং চক্রবর্তী এবং ঘোষ সাহেবকে আরও নিম্নতম স্কেলে এ্যাপয়েন্টমেণ্টে দিতেন না। এটা হচ্ছে তাদের বিচার্য্য বিষয়। নিশ্চয়ই কিছু এফিশিয়েন্সী, কম্পিটেন্সী আছে যার জন্য তাকে আই, এফ, এস করা হচ্ছে। অতএব সেটা এ্যাসেম্বলীতে বক্তৃতা দিয়ে অনেক কিছু বলতে পারি, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া, এণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন তাঁকে যে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিয়েছেন আই, এফ, এস হিসাবে সেটাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নাই। অতএব তার এই যে বক্তব্য সেটা ধোপে টীকেনা। তারপর কতকগুলি লোক সম্পর্কে তিনি বলেছেন, কাকে প্রমোশান দেওয়া হয়েছে, কাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে ইত্যাদি। আমরা যতটুকু জানি, সি, এফ, ও সাহেবের সবচেয়ে যেটা বদনাম সেটা হচ্ছে তিনি সবচেয়ে বেশী ডিসমিস করেন। এই এ্যাসেম্বলীতেও আমরা বিরোধী পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বছরের পর বছর অভিযোগ পেয়ে আসছি। এখন কথা হচ্ছে যে তিনি কাউকে যদি সসপেণ্ড করেন তাহলে বলা হচ্ছে যে তিনি অন্যায়ভাবে সাসপেণ্ড করেছেন, আবার কাউকে যদি রাখেন তাহলে বলা হচ্ছে যে তিনি স্বজন পোষণ করেন। কার ভ্র র সংগে আলাপ আলোচনা হয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে ডে টু ডে ওয়ার্ক সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন ইত্যাদি বলে একজন অফিসারের বিরুদ্ধে এলিগেশান আনার কোন জাসটিফিকেশান থাকেনা। তবে যদি কোন অফিসার বা কর্ম্মচারীর কোন এ্যালিগেশান থাকে তাহলে তারা মন্ত্রী পরিষদ বা চীফ কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। এটাকে হাউসের সামনে এনে, এইসব কারণ দেখিয়ে যে একটা কমিটি গঠন করার প্রস্তাব, সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। তারপর তিনি একটা রায় সম্বন্ধে বলেছেন, গোপাল সিং ভার্সাস ডি,

এফ, ও। সেখানে তিনি বলেছেন যে রায় ছিল টাকাটা গভর্ণমেণ্ট কাছ থেকে না দিয়ে পার্সন কনসার্ণড এর কাছ থেকে যেন নেওয়া হয়। সে সম্বন্ধে অবশ্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব তদন্ত করতে। তবে একটা কমিটি করে তদন্ত করার কোন জাসটিফিকেশন আছে তা আমি মনে করি না। কারণ আমার মনে হয় যে যদি তিনি এইরকম কোন কিছু করে থাকেন তাহলে অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল তাকে স্পেয়ার করবে না। কারণ তার খরচপত্র সবটাই অডিট হয়। অডিটে সেটা ধরা পড়বেই। অডিটের উপর আমরা বিশ্বাস রাখি। কারণ কোন্ হেড থেকে কেন টাকা দিল সেটা অডিটের কাছে জাসটিফাই করতে হবে। না করতে পারলে এ, জি, তাকে অভিযুক্ত করবেন যে সেখানে ম্যাল প্রেকটিস হয়েছে এবং তখন তাকে ধরা হবে। সেই জিনিষটা অঘোরবাবু ভালভাবেই জানেন। কারণ তিনি অডিট রিপোর্ট দেখেন এবং যেখানে কোন রকম ইরিগুলারিটিজ আছে সেগুলি ধরেন আমরাও সেগুলি দেখি। অমূল্য দাস সম্বন্ধেও তিনি ৫,০০০ টাকার একটা বক্তব্য রেখেছেন এবং সত্য মুখার্জি আণ্ডার সাসপেনসানে আছে এবং তৎপরবর্তী অধ্যায় কি সেটা আমরা জানি না। তবে আমার মনে হয় যে সে সম্বন্ধে যদি তিনি কোন কারচুপি করেন, টাকার অংকের ব্যাপার, সেটা অডিটে আসবে। সুতরাং এই সম্বন্ধে কোন কমিটি করার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করি না। তবে প্রশ্নটা একটু চিন্তা করতে হবে। সেটা কমিটি করে করতে হবে বলে আমার মনে হয় না। সেজন্য আমি এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করতে পারলাম না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে প্রস্তাবটা উপস্থিত করেছেন আমি এই প্রস্তাবটা সমর্থন করি এই জন্য যে আজকে ফরেষ্ট বিভাগ ত্রিপুরার বিশেষ করে উপজাতির কাছে আতংক স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ফরেষ্ট বিভাগ এক দিকে যেমন প্ল্যানটেশনের নামে টাকা লুঠ করছে আবার অপর দিকে যারা ফরেষ্ট এলাকার ভিতরে আছে তাদের মামলা মোকদ্দমার ভিতরে টেনে এনে একটা সর্ব্বনাশের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ইহা ত্রিপুরার পক্ষে শুভ বলে মনে করতে পারিনা। কারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে প্ল্যানটেশনের নামে চম্পকনগর যে রেঞ্জ অফিস আছে সেখানে গিয়ে আমরা দেখি যে রাস্তার ওপাশে বহু সুন্দর সুন্দর বাগান আছে। কিন্তু ভিতরে যদি যান তাহলে দেখতে পাবেন সেখানে কিছুই নাই। যেখানেই ফরেষ্ট বিভাগের বাগানগুলি গড়ে উঠেছে সেখানেই এইরকম আছে, অর্থাৎ এটা একটা শো। কাজেই এটাকে সামনে রেখেই আজকে এই প্ল্যানটেশন করার নামে নুতন নুতন জায়গায় প্ল্যানটেশন করার নামে টাকাগুলি খরচ হচ্ছে বছর বছর। কিন্তু সেই টাকাগুলি সত্যিকারের যে প্ল্যানটেশনের জন্য খরচ হচ্ছে এমন কোন প্রমান নেই। অপর দিক দিয়ে যারা জুমিয়া আছে তাদের প্ল্যানটেশনের নাম করে যেভাবে মামলা মোকদ্দমায় জড়ানো হচ্ছে আর ফরেষ্টের বাবুরা যেভাবে জুলুম চালাচ্ছে এটা বোধ হয় আমাদের মাননীয়

সদস্যরা দেখেন এবং জানেন। নিজেদের এলাকাতেও এইগুলি বিদ্যমান আছে। এই টাকাগুলি যদি সত্যিকারের প্ল্যানটেশনের নামে খরচ হয় এবং যারা করেষ্টের মধ্যে আছে তারা যদি হয়রাণি না হয় তার জন্য একটা তদন্ত কমিটি করার যে প্রস্তাব শ্রীঅঘোর বাবু এনেছেন যে এই কমিটি মারফত ত্রিপুরার যে সমস্ত এলাকায় প্ল্যানেটেশন আছে বা হবে সেখানে কিভাবে করলে পরে জনসাধারণ অসুবিধা ভোগ করবে না এবং সত্যিকারের প্ল্যানটেশন গড়ে উঠবে সেই কমিটি হলে পরে সেটা খুব সুন্দরভাবে করা যবে। এই দিক দিয়ে চিন্তা করেই আমি প্রস্তাবটাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আমার পুর্ব্বে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহোদয় জিনিষটাকে খুব সুন্দর করে তুলে ধরছেন। যেটাকে নিয়ে প্রস্তাব সেটা হচ্ছে মিসইউজ অব পাবলিক মানি। আবার আমাদের যে পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি আছে তারাও সেই জিনিষটাকে দেখতে পারেন অডিট হয়ে গেলে। কাজেই যেখানে পাবলিক অ্যাকাউন্টস্ কমিটি রয়ে গেছে এই জিনিষটা দেখার জন্য সেইক্ষেত্রে এই বিষয়টা নিয়ে আর কোন দ্বিতীয় প্রশ্ন থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত তিনি বলেছেন রং ফিগারের কথা। তিনি বলেছেন যেখানে ৫০ একর হওয়ার কথা সেখানে আছে ২৫ একর। যদি এই রকম ঘটনা থাকে তাহলে নিশ্চয়ই সেটা দেখা উচিত। ডিপার্টমেণ্টর অফিসারগণ ধাপে ধাপে এইগুলি এনকোয়ারী করেন এবং যেখানে অভিযোগ পাওয়া যায় সেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেন। তিনিই আবার বলেছেন যে অনেককে চাকুরী থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই এই ধরণের যেটা দেখা যাচ্ছে এবং তিনি এই হাউসের মধ্যে বলেছেন যে কর্ম্মচারীরা তারস্বরে চীৎকার করছেন যে তাদের কাকে কাকে নাকি রুল ফাইভে চাকুরী খতম করা হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই ডিপার্টমেণ্ট যদি কোনরকম গলদ পান তাহলে সেটা তদন্ত করে ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। একটা সাধারণ ঘটনা তিনিও দেখিয়েছেন যে একজন লোক একটা কাজ না করে বিল করে ৬০ টাকা নিয়ে গেছে এবং পরে যখন দেখা গেছে যে কাজটা হয়নি তখন তার কাছ থেকে ৬০ টাকা আদায় করা হয়েছে। তিনি যে ঘটনা বলেছেন তার থেকে বুঝা যায় যে যেখানে ৬০ টাকা অন্যায় ভাবে নিয়েছিল সেটা আদায় করা হয়েছে। উনার বক্তব্য হল যে তারপর তাকে সাজা দেওয়া হল না কেন, তার চাকুরী রইল কেন। কিন্তু যদি ৬০ টাকার জন্য তার চাকুরী খেয়ে দেওয়া হত তাহলে পরে একটা অভিযোগ তাঁরা করতেন যে তাকে একটা চান্স দেওয়া হল না। ....

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. The member Speaking will have the floor.

Mr Speaker :— I would now call on Hon'ble Minister Shri T. M. Das Gupta.

Shri Tarit Mohan Das Gupta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Resolution এর discussionর পর আমি Calling Attention এর reply দেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এর আগে বলছিলাম যে মাননীয় সদস্য যে ঘটনাটি ব্যক্ত করেছেন তা দিয়ে কিভাবে Judiciary কাজগুলো করা হয়। যেভাবে সরকারের টাকা অপচয় না হয় তার জন্যে যে টাকা বেশী Payment করা হয়েছে সেই ৬০ টাকা realise করা হয়েছে, এবং তাকে warning দিয়ে কাজে রাখা হয়েছে। হয়ত অন্য ধরণের কোন গলতি ছিল। কাজেই কাজগুলো দেখে এই জিনিষটা দেখা যাবে যে এই deptt যতটুকু সম্ভব কাজগুলো সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোন কাজ দেওয়া সত্বেও তা সম্পন্ন করেননি তাহলে তার উপর যে সব প্রয়োজনীয় action নেওয়া দরকার তা deptt নিচ্ছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই জন্য অভিযোগ বেশী যে deptt. এ বেশী ছাটাই হচ্ছে। তাহলে এটা দিয়ে এটা বুঝা যাচ্ছে যে তার উপর যে দায়ীত্ব ন্যাস্ত আছে সেটাকে তিনি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেননি তারই জন্য হয়ত কর্মচারীদের ভিতর থেকে বা তাদের সহানুভূতিশীল লোকের থেকে এ সম্বন্ধে কথা উঠে। কাজেই দেখা যায় যে deptt এর যে আনুসঙ্গিক কাজ তা যথেষ্ট বিবেচনার সঙ্গে করার ব্যবস্থা হচ্ছে। তিনি হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে দেখিয়েছেন যে কোন কোন জায়গায় ৫০ না হয়ে ২৫ হবে। তাহলে একটি জিনিষ দেখা যায় যে কাজ সেখানে হচ্ছে। তার পর যদি কোন কারণে দেখা যায় যে তার পেছনে কোন ন্যায় সঙ্গত যুক্তি নেই তাহলে নিশ্চয়ই deptt. এর তরফ থেকে যেভাবে কাজ করা দরকার সেটা তারা করছেন। এর মধ্যে আমাদের একটা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও জিনিষটাকে দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে যখনই একটা পরিকল্পনা হয় তার জন্য প্রতি একরে কত অর্থ ব্যয়িত হবে সেই পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট করে কাজ করতে দেওয়া হয়। সেই ভাবে যদি ৫০ একরের জন্য sanction থাকে তাহলে সেই ভাবে টাকা দেওয়া হয়। তাদের যদি সপ্তাহে ২ দিন কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলে স্বভাবতই তাদের পক্ষে চলা অসম্ভব হবে। কাজেই spot এ যে থাকে তার উপরেই সে ভার থাকে। কাজ করতে গিয়ে হয়ত দেখা গেল, যে speed এ সেই কাজটা হওয়ার কথা ছিল সেই speed এ কাজটা হয় নাই, সেখানে যদি কম হয়ে থাকে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গার জন্য যে বরাদ্দ আছে সেটা যদি Justified হয় যে এতটুকু জায়গায় যে পরিমাণ হওয়ার কথা ছিল ঐ পরিমাণ অর্থ দিয়ে ততটুকু জায়গা হয় না, তবে সেই সব কাজ দেখার জন্য Department এ স্তরে স্তরে officer রয়ে গেছে। যারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ, দক্ষ তাদের এই কাজের ভার দেওয়া উচিৎ। আজকে হঠাৎ বাহির হইতে লোক গিয়া সেগুলি করতে কষ্ট হবে, কাজেই যারা যেখানে কাজ করছেন তাদেরই সেখানে রাখা উচিৎ।

Gross negligence এর প্রশ্ন যেখানে থাকে সেখানে Assembly বা Parliament এর দ্বারা কমিটি নিযুক্ত হয়। এখানে আমাদের অফিসাররা করছেন, এ বিষয়ে উনি যে Enqiury Commitee গঠন করার কথা বলছেন এখানে তার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। ত্রিপুরায় বাস্তব অবস্থাটাও তার সঙ্গে দেখতে হবে। আমরা দেখেছি গত বৎসরও বনকে ধ্বংস করার জন্য আন্দোলন হয়েছে, কোন কোন জায়গায় বনকে পুড়িয়েছে। এই সব বাস্তব দিকও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। কাজেই এক দিকে আমরা দেখছি যে বনায়ন বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছি অন্যদিকে এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী লোক বনকে ধ্বংস করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। এবং সেটা কার সম্পত্তি যাচ্ছে। আজকে যদি, কাঁঠাল বাগানের মত একটা বিরাট বাগান বা Cashew nut এর মত একটা বাগানের একটা বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে, সেই বাগানকে পুড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে তার জন্য যাদের জীবিকা নষ্ট হচ্ছে সেটা সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরার অর্থ নীতিতে আঘাত হানবে। আজকে বন বিভাগের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে উপরোক্ত কথাগুলো আমাদের অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বিচার বিবেচনা করে দেখা উচিত। এর পরও একজন মাননীয় সদস্য দেখিয়েছেন যে কোন কাজ হচ্ছেনা। একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে যে কাজটা হচ্ছে, তাকে রক্ষা করার জন্য কোন প্রচেষ্টা নেই। কাজেই আজকে যদি কোন কিছুর উপর জোর দিতেই হয় তবে আমাদের সেই জিনিষটার উপর জোর দিতে হয়। এই বনায়ান আজকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এটা ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্যই প্রয়োজন। আজকে ত্রিপুরায় যে লোক সংখ্যা, সভ্য জগৎ জানে যে কোন দেশের এক তৃতীয়াংশ বন থাকা প্রয়োজন যদি না থাকে তাহলে পরবর্তী পর্য্যায়ে কাজের যে প্রয়োজন জ্বালানী, furniture বা রান্নার জন্য কাঠের যে প্রয়োজন সেগুলি এই ত্রিপুরার বনাঞ্চল থেকেই সংগ্রহ করতে হবে, আর তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এসব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলি করে যাওয়া হচ্ছে। তবে আজকে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে যেটুকু বন আমাদের আছে তাকে সুরক্ষিত ও রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন এবং সেটা ত্রিপুরার জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই দরকার। তাই ত্রিপুরাতে বনাঞ্চল গড়ার কাজ যথেষ্ট পরিমাণে এগিয়ে চলছে আর যেখানে যা প্রয়োজন তা যাতে হতে পারে সেজন্য অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বিচার বিবেচনা করে কাজ করা হবে। কিন্তু তিনি যেসব ঘটনার কথা বলেছেন বা এখানে ঐসব ঘটনার বিবরণাদি দিয়ে যে inpression create করতে চেয়েছেন তাতে আমার মনে ঐসব ঘটনা সম্পর্কে ততটা রেখাপাত করেনি। তিনি কোন দলের কথা বলেছেন কিন্তু অফিসারদের মধ্যে কি কোন গাফিলতি হচ্ছে কিনা সেটা এখানে প্রমাণিত হয়নি। অথচ উনি বলেছেন যে তাকে Suspend করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে departmental action নেওয়া হয়েছে। তবে তিনি ঘটনাতে বলেছেন যে তার স্ত্রী

অফিসারের বাড়ীতে গেছেন। যদি সে যেয়েও থাকে তাহলে তার যাওয়াকে অফিসারের রোধ করার ক্ষমতা নেই। আর সে যদি resignation দিয়েও থাকে নিজের ইচ্ছায়, তাহলে সেটাকেও কেউ রোধ করতে পারে না। কিন্তু সেটার সঙ্গে অফিসারকে দেখিয়ে যেভাবে একটা story তৈরী করা হয়েছে যদি অফিসার তাকে কথাই দিয়ে দিত যে একটা resignation দিয়ে দিলে তোমাকে আমি ছেড়ে দিব তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে তার বিরুদ্ধ Proceeding draw করা হতনা। কতগুলো কথাকে তিনি এর মধ্যে যুক্ত করে এনেছেন যেটা অংস্থার গতিকের দ্বারা প্রমাণ হয় না। কাজেই এই রকম একটা ঘটনার জন্য একটা প্রমাণ্য বোর্ডের কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। কারণ তিনি যে কথা বলেছেন যে তাকে suspend করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে অফিসের কাজ অনুযায়ী যেটা করণীয় সেটা করা হয়েছে। victim যে কর্মচারী সেও একটা resignation দিয়ে এর থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল department এর procedure অনুযায়ী যা করণীয় সেটাই করা হয়েছে। কাজেই এ রকম একটা ঘটনার জন্য যে তদন্ত করতে হবে তার কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাচ্ছিনা। তিনি শিলাছড়ির একটা ঘটনার কথা বলেছেন। কিছুদিন আগে এই House এর মধ্যে তার উত্তর দেওয়া হয়েছে যে সেটা এখন তৈরী হয়েছে। আমার মনে হয়, সন্দেহ তাঁর এজন্য দাঁড়িয়েছে যে কোন কোন ঘটনা এ রকম হয় যে এই নিয়ে টাকা পয়সা লেন দেনের কথা হচ্ছে, তখন ঐ কাজটা সম্পূর্ণ না হতেও পারে। তিনি হয়ত অনেক আগের এই রকম একটা খবর পেয়েছেন, তখন শুধু tender নেওয়া হচ্ছে, নিশ্চয় কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়নি, কাজ হয়ত Advance ছিল। কিন্তু যে কাজের কথা তিনি বলেছেন যে সেখানে কাজ হয়নি, কিন্তু এখন কাজ হয়ে গেছে। তিনি যদি দেখতে চান তবে নিশ্চয়ই তিনি শিলাছড়ি গিয়ে দেখে আসতে পারেন। তারপরও তিনি যদি বলেন যে সেখানে sani tary latrine নাই, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা সেই সম্পর্কে enquiry করব। এই ধরণের ঘটনার উপরে ভীত্তি করে এই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণের কোন যৌক্তিকতা নাই, তাই আমি তার বিরোধীতা করছি। আবার আমি বলব যে আমি এটা বুঝতে পারি যেসব জয়াগতে কৃষকরা, আদিবাসীরা আছেন তাদের মনের মধ্যে হয়ত এটা থাকত যে যদি এখানে foresterরা না থাকতেন তাহলে এই বনের যাবতীয় সম্পত্তি আমাদের হয়ে যেত। কিন্তু আজকে এ কথাও ভাবতে হবে এই যে forest টা রয়েছে সেটা এজন্য রয়েছে যে বন বিভাগ একটা পরিকল্পনা নিয়ে এই forest গড়ে তুলছে। আমরা যদি এটা স্বীকার করে নেই যে বন বিভাগের প্রয়োজন আছে—তাহলে এই ধরণের পরিকল্পনা অনুযায়ী ধাপে ধাপে একটি বিশেষ অঞ্চল থেকে বৃক্ষ কর্তন করা এবং তার সাথে সাথে বৃক্ষ রোপন করা—তার পরিকল্পনা নিতে হবে। আগের কথা যদি আমরা দেখি, এখানে যে সকল forst সম্পদ ছিল, বড় বড় গাছ ছিল—তা আজ আর নেই। আজকে সরকার যা কিছু করেছে তা জনসাধারণের জন্য, আজকে যদি কিছু গাছ

protection করে না রাখতে পারি, তাহলে ভবিষ্যতে গ্রামাঞ্চলের লোকের কর্ম সংস্থানের অভাব হবে। মানুষের প্রয়োজনীয় জ্বা লানির অভাব হবে—আর প্রয়োজনীয় বারিপাতেরও অভাব হবে। তাই জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য, তাদের মধ্যে অধিক কর্ম সংস্থানের জন্য এবং এই বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাতে শিল্প প্রভৃতি গড়ে উঠতে পারে—যেমন আজকে cashunut করা হচ্ছে cashunut যদি হয় তাহলেও এর জন্য এ টা শিল্প গড়ে উঠতে পারবে এবং এই cashunutকে খাওয়ার মত উপযুক্ত করতে গিয়ে আরও বহু লোকের জীবিকার সন্ধান করা সম্ভব হবে। তেমনি rubber এর গাছও রোপণ করা হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরাতে রাবার হয়। কাজেই আজকে যদি রাবার গাছ হয়, শুধু যে তাকে শুশ্রূষা করে একদল লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করবে তা নয়, যদি রাবারের Plantation যথেষ্ট পরিমাণে হয় তাহলে হয়ত ত্রিপুরাতে ছোটখাট Rubber factory হতে পারবে যার মধ্যে আরও অন্যান্য লোকের জীবিকার সংস্থান হবে। কাজেই তার দিকে লক্ষ্য দিয়ে আজকে এই বনায়নকে করা হচ্ছে এবং তার প্রতি আমাদের মমত্ববোধ থাকা উচিত। যথেষ্ট মননশীলতা নিয়ে যাতে বন বিভাগ তার কাজ করে যেতে পারে সেজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত। নিশ্চয়ই সরকারের অর্থ যদি অপব্যয়িত হয় তার জন্য আইনানুগ যে সমস্ত ব্যবস্থা আছে সেগুলো প্রয়োগ করা হবে। এই বলে আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— Now I call on *Shri* Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কথা আছে "চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।" এই প্রস্তাব যে এখানে সমর্থিত হবেনা এবং প্রত্যাখ্যাত হবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমার এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করতে গিয়ে যে সমস্ত যুক্তির অবতারনা করেছেন তাতে তিনি বলতে চান যে, এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে আমি যেন বন রক্ষা করার, বনকর বিভাগ রাখার বিরোধীতা করছি। কিন্তু আমার প্রস্তাবের মধ্যে এ সমস্ত বক্তব্য নাই। শুধু এইটুকুই আছে, plantation এর নামে যে সমস্ত area তে estimate করে টাকাগুলো খরচ করা হয়েছে বর্তমানে ঐসব area তে যতটুকু plantation থাকার দরকার ততটুকু নেই। সেগুলি হলো আমার মূল বক্তব্য, সেগুলো আমি আবার একটী একটী করে বলছি। তিনি হয়ত মনে করতে পারেন রাস্তায় হাঁটতে হাটতে আমি এগুলো সংগ্রহ করেছি। উনার এটি মনে রাখা দরকার যে, অত্যন্ত একজন responsible officer থেকেই আমি এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছি।

Mr. Dy. Speaker :— Hon'ble member, please avoid repeatation.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— কাজেই প্রশ্নটা হচ্ছে আজকে যে সমস্ত Plantation এর কাজ হয়েছে সেগুলি ধ্বংস বা পুড়িয়ে দেওয়ার জন্যই বোধ হয় বনের area কমে গেছে

এভাবে উনারা দেখাচ্ছেন। কিন্তু আসল প্রশ্নটা তা নয়, সেটা হচ্ছে এই বনায়ন করার জন্য প্রথমে যে এলাকা নেওয়া হয়, সেখানে বাগান বা Plantation হয়েছে কিনা তাই দেখা দরকার। এই ব্যাপারে দৈনিক গণ অভিযান পত্রিকায় অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। এসব তথ্য সম্পর্কে আমাদের মাননীয় ডেপুটী মন্ত্রী শ্রীমুনছুর আলী সাহেব তদন্ত করেছেন এবং সেগুলির প্রত্যেকটি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে একটা কথা আছে, "চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী।" অর্থাৎ এটা চোরের রাজত্ব চলছে, কাজেই তাদের চুরির মনোবৃত্তি ক্রমশঃ বেড়েই চলছে, আর এই চোরদেরও রক্ষা করতে হবে। তাই উনারা এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন। এগুলি শুধু আমার কথা নয়, মুনছুর আলী সাহেব নিজেই ঐসব ঘটনার তদন্ত করেছেন এবং তার অনেকগুলি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমার প্রশ্ন হয়েছে যারা দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কি কোন action নেওয়া হবে না? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য অত্যন্ত সহজ ও সরল—যেখানে হাজার হাজার টাকা বিশেষ কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে অথচ ঐগুলি কাজ করার নামে misuse করা হয়েছে, এগুলি কি ভাবে যে খরচ হল বা কেন যে misuse হল তার একটা তদন্ত হওয়া উচিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছি। আর একটা কথা তিনি বলেছেন, সমাজ বিরোধী কাজ করা। এই সমাজ বিরোধী কারা? মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই হাউসের এই সেশানে বলেছিলাম যে পেরাতিয়া এবং গর্জ্জীর ঘটনার জন্য দায়ী মাননীয় সদস্য নিশী বাবুই। তিনি কেন এই কাজটি করেছেন সেই সম্পর্কেও আমি বলেছি। সেখানে তিনটি মুসলমান পরিবার পাকিস্তানে চলে যায়। সেই তিনটি পরিবারের জায়গায় ৫৮টি পরিবারের জায়গা হতে পারেনা। কাজেই তাদের জায়গা করার জন্যই এই সমস্ত আন্দোলনের ইন্ধন যোগান হয় এবং তার ফলেই পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি ঘটে। শুধু তাই নয় মুহুরীপুর যে ঘটনা ঘটে তার জন্যও সে জায়গার যে স্থানীয় মেম্বার তিনিই দায়ী। পরবর্ত্তী সময়ে মুহুরীপুর এলাকার মধ্যে ০.৩৩ একর যে জায়গায় মানুষ বসান হয়েছিল তা আদৌ রিজার্ভ মুক্ত করা হয়নি। তিনি কেন এত আগ্রহ এবং উৎসাহ নিয়ে এ কাজ করেছেন, সেই সম্পর্কে C, F, O, লিখিত ভাবে প্রসাশনের নিকট Complain করেছেন যে কোন কোন প্রভাবশালী সদস্য বা ব্যক্তি initiative নিয়ে এই সমস্ত জায়গাতে মানুষ বসিয়ে দিয়েছে। তার পরবর্ত্তী সময়ে Chief Secretary কে আমরা একটা note ও দিয়েছি যাতে পরবর্ত্তী সময়ে এই সমস্ত না হয়। তবে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা এই যে আজকে ১০০ একর জায়গার নামে টাকাটা মঞ্জুর করা হল এবং টাকা ও খরচ হয়ে গেল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই ১০০ একর জায়গাতে Plantation হয়েছে কিনা সেটাই দেখার বিষয়বস্তু। কথাই আছে

"চোখে না শুনে ধর্মের কাহিনী।" রাজত্ব চোরের কাজেই যারা চুরি করবে, যারা একশত একর নামে টাকা লুট করবে সেই গুলি সরকার দেখেও দেখবে না তার কোন প্রতিকার করবে না, সেই কারণে এইগুলি পরীক্ষা করে দেখার জন্য এই তদন্ত কমিটির প্রস্তাব এনেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার প্রস্তাবে Stick করছি। আমি অনেক গুলি Concrete ঘটনা উপস্থিত করেছি। যদি প্রয়োজন বোধ না করেন তবে ত আর কার কিছু থাকে না। হাউসের একজন member হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। আজকে যদি সরকার সমস্ত ঘটনাগুলি চাপা দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তাতে আমার কিছু নাই। যাই হোক আমি আমার প্রস্তাবে Stick করছি। এই কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :— The discussion is over. Now I am putting the resolution to vote.

The question before the House is that— As there are serious allegations of misusing public money and of producing wrong figure of Forest Plantation against the Forest Department of Tripura, this House directs the Government to constitute a five members committe from among the members of this House including from the opposition, to enquire into the allegations and to submit report to this House within three months from the date of formation of the Committee.

As many as are of that opinion will please say AYES

(Voice-AYES)

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

(Voice NOES)

I think NOES have it

NOES have it.   NOES have it

The Resolution is lost.

Mr. Dy. Speaker :— There is another Resolution of Shri Monomohan Deb Barma. I would call on Shri Deb Barma to move his Resolution that— this Assembly is of opinion that— পশ্চিম সিপাহিজলা, গোলাঘাটি ও কাঞ্চনমালা লইয়া, উত্তরে জিরানিয়া সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার অন্তর্গত গ্রাম সমূহ বাদ দিয়া, দক্ষিণে রাঙাপানী প্রভৃতি লইয়া ও পূর্বে উদয়পুর বিভাগের গোমতীর উত্তরাঞ্চল সহ টাকার-

জলা বা জম্পইজলাকে কেন্দ্র কার্য্যালয় (হেড কোয়ার্টার) করিয়া এখানে একটি উপজাতি উন্নয়ন সংস্থার পত্তন করা হোক।

শ্রীমনমোহন দেববর্মা ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যে প্রস্তাব সেটা হচ্ছে পশ্চিমে সিপাইজলা, গোলাঘাটিও কাঞ্চনমালা লইয়া, উত্তর জিরানীয়া সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থার অন্তরগত গ্রাম সমূহ বাদ দিয়া, দক্ষিণে রাঙ্গাপানী প্রভৃতি লইয়া ও পূর্বে উদয়পুর বিভাগের গোমতীর উত্তরাঞ্চল সহ টাকারজলা বা জম্পাইজলাকে কেন্দ্র কার্যালয় (হেড কোয়ার্টার) করিয়া এখানে একটি উপজাতি উন্নয়ন সংস্থা পত্তন করা হোক। আমার এই প্রস্তাব এর পক্ষে আমি কয়েকটি যুক্তি উপস্থিত করতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে যে এই এরীয়াতে ট্রাইবেলদের লোকসংখ্যা ১৫ হাজারের মত এবং এই লোকসংখ্যার মধ্যে আমরা দেখতে পাই, বিশেষ করে ত্রিপুরার পশ্চিমাঞ্চলে, উত্তরাঞ্চলে এবং পুর্ব্বাঞ্চলে রিয়াং আছে, জমাতিয়া আছে, রাংখল আছে, মরসুম আছে, রুপিনী আছে। এইগুলি বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল। এইসব অঞ্চলে ১৫ হাজার উপজাতি রয়েছে। তাদের মধ্যে ডিসপ্যারিটী অব ইকনমিক্স রয়েছে অর্থাৎ দিনের পর দিন তাদের অবস্থার অবনতি ঘটছে। সরকার থেকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, তারা সেইসব সুযোগ সুবিধা পায়না যেহেতু সেখানে কোনরকম ব্লক নাই। আজকের দিনে যেখানে ট্রাইবেলদের উন্নতির কথা, অগ্রগতির কথা, তাঁদের বাঁচার কথা চিন্তা করা হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে সদর অঞ্চলের কাছাকাছি যে সমস্ত উপজাতি রয়েছে তাদের উন্নয়নের জন্য কোন উন্নয়ন ব্লক নাই। এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া জাতি যাতে সমাজের উন্যান্য উন্নতগামী মানুষের সঙ্গে সমান পদক্ষেপে চলতে পারে তার কোন কার্যকলাপ আমরা দেখতে পাই না, থাকলেও খুবই নগন্য। আজকে বিশালগড় ব্লকের অধীন অনেক অঞ্চল আছে, সেখানে একটিও রাস্তা ঘাট নাই, রিং ওয়েল নাই, প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার একটি আছে, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাত্র টাকারজলায় একটি ডাক্তারখানা আছে, গোলাঘাটি নাই, পিত্রাম নাই। স্কুলের কথা বললে ঠিক একই অবস্থা। স্কুল সিপাইজলাতে একটি, জম্পইজলাতে একটি সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে। একদিকে জিরানীয়ার প্রায় দক্ষিণ প্রান্তে হবে ২০ মাইলের মত বিশালগড় থেকে, অন্যদিকে চড়িলাম, বিশ্রামগঞ্জ এইগুলিতে আছেই, হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল একটিও নাই, সেখানে সিনিয়র বেসিক স্কুল মাত্র দুইটি কাজেই এ'সমস্ত জায়গায় স্কুল, ডাক্তারখানা এবং রাস্তাঘাট করা দরকার। ভারতের অন্যান্য লোকের সঙ্গে এবং ত্রিপুরার অন্যান্য লোকের সঙ্গে সমান তালে যাতে এই সমস্ত উপজাতী চলতে পারে সেইজন্য এখানে আরও বেশী সংখ্যক স্কুল, রাস্তঘাট, চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দরকার আছে বলে মনে করি। আজকের দিনে বিভিন্ন বিদ্বান মহলে পণ্ডিত মহলে এই নিয়ে অনেক তর্ক রয়েছে কি করে, ট্রাইবেলদের

উন্নতি করা যায়। ট্রাইবেলদের মধ্যে এমন অনেক ছেলে মেয়ে আছে যাদের মেরিট আছে কিন্তু তারা শহরে সে পড়াশুনা করতে পারে না। কারণ তারা অন্য ভাষা বুঝে না। তাদের বলবার ক্ষমতা নাই, টাকা পয়সা নাই। তার জন্য তাদের পড়াশুনা হয় না। যদি তাদের এলাকায় স্কুল খেলে তাদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া হোত তাহলে তাদের লেখাপড়ারও সুযোগ হোত, ট্রাইবেলত্বও বজায় থাকত। আমাদের রাষ্ট্র নায়করা এবং চিন্তাবিদরা এই ট্রাইবেলিজম সম্পর্কে কি বলেছেন? ডাক্তার রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন :— 'There can be and should be no idea, or intend of forcing anything on them either by way of relegion, language or even mode of living and customs. Even where we feel that the religion or the life that is offered is better than theirs, there is no justification of forcing it upon them against their will. My own idea is that facilities for education and for general improvement in their economic life should be provided for them and it should be left to them to choose what they would like to be assimilated with and absorbed by the surrounding society, or would like to maintain their own separate tribal existence.' এবং আমাদের স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী নেহেরু একথা বলেছেন—

'We wish that the people are well fed, that they are healthy and enjoy a longer span of life, that fewer babies die, that they have better houses, a higher yield for their labour in the field, improved technique for their home industries. We would like them to be able to move freely, about own hills and have easy access to the greater India of which at present they know little. We want to bring them into contact with the best people and the finest products of modern India.' এটা যদি আমরা করতে চাই তাহলে যেসব এরীয়াতে আদিবাসী পকেট রয়েছে, জনসংখ্যার অধিকাংশ গরীব, তাদের লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধার জন্য স্কুল এবং রাস্তাঘাট থাকা দরকার, রাস্তাঘাট করলেই আমরা ভাল টীচার পাব। তারা যাতে নিজেদের স্বকীয় অবস্থা বজায় রেখে, ট্রাইবেলত্ব বজায় রেখে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য ট্রাইবেল বলক করা দরকার বলে আমি মনে করি। ধেবর কমিশনের রিপোর্টেও কোন কোন এরীয়াতে টি, ডি, ব্লক খোলা যেতে পারে তার ব্যাখ্যা রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ৬৬,৬ যদি পপুলেশান হয় এবং ৩০০ স্কোয়ার মাইল যদি এরীয়া হয় তাহলে সেখানে একটা টি, ডি, ব্লক খোলা যেতে পারে। সেই দিক দিয়ে আমি দেখব যে প্রস্তাবিত অঞ্চলটির আয়তন প্রায় তিনশ স্কোয়ার মাইল হবে এবং পপুলেশন ৭৫ পারসেণ্টের উপর হবে। যদি এই সমস্ত অঞ্চল নিয়ে একটা টি, ডি, ব্লক করা যায়

তাহলে ট্রাইবেলদের যারা সেখানে বাস করছেন তাদের উন্নতির পক্ষে সাহায্য করা হবে বলে আমি মনে করি। আর ত্রিপুরার অবস্থা বলতে গেলে দেখব যে এখানে আদিবাসীদের মধ্যে সর্বত্র একটা পোভার্টি এবং ইকনমিক ডিসপ্যারিটি বিদ্যমান আছে, বিশেষ করে রুপিনী, ডাইপুং ইত্যাদি উপজাতি সমাজের মধ্যে। কাজেই এই সমস্ত প্রশ্নকে বিবেচনা করা দরকার। এটা যদি করা হয় তাহলে আমি মনে করি যে সমাজের সংগে তাল মিলিয়ে তারাও চলতে পারবে। ত্রিপুরার অন্যান্য এলাকায়ও আরও টি, ডি, ব্লক খোলা দরকার বলে আমি মনে করি। যাই হোক আমি মিঃ জয়রামদাস দৌলতরাম যিনি আসামের রাজ্যপাল ছিলেন তাঁর একটা উক্তি দিয়েই আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করব। তিনি বলেছেন— "Each section of our large population contributes to the making of the nation in the same manner as each flower helps to make a garden. Every flower has the right to grow according to its own laws of growth, has the right to enrich and develop its own colour and to spread its own fragrance to make up the cumulative beauty and splendour of the garden. I would not like to change my roses into lilies nor my lilies into roses. Nor do I want to sacrifice my lovely orchids and rhododendron of the hills". এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসে মাননীয় সদস্য মনমোহন দেববর্মা টাকারজলা, গোলাঘাটি, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি এলাকাকে নিয়া একটা টি, ডি, ব্লক করার কথা বলেছেন। এই প্রস্তাবটা খুব সুন্দর এবং তিনি এর সম্পর্কে অনেকগুলি যুক্তির অবতারণা করেছেন। এইগুলি খুব সুন্দর, যুক্তি সঙ্গত এবং সমর্থনযোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, যে সরকার ট্রাইবেলদের উৎখাত করার একমাত্র নীতি গ্রহণ করেছেন এই টি, ডি, ব্লক গঠন করার মধ্য দিয়া সেই সরকারের প্রচারের একটা সুযোগ হবে যে আমরা ট্রাইবেলদের জন্য এই করেছি, সেই করেছি। আর একটা টি, ডি, ব্লক করেছি বলার সুযোগ হয়ত হতে পারে কিন্তু ইন প্র্যাকটিস্ ট্রাইবেলদের উন্নতি করেছেন এই কথা বলার মত কোন সুযোগ তারা পাবেন না এবং যুক্তিও পাবেনা না। কাঞ্চনপুরে একটা সাক্রমে সাতচান ব্লক এবং ছামনুতে একটা টি, ডি, ব্লক করা হয়েছে সেই সমস্ত জায়গার উপজাতিরা অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কতটা অগ্রসর হয়েছেন সেটা দেখতে হবে। যে কাঞ্চনপুর এবং ছামনুতে টি, ডি, ব্লক করা হয়েছে সেইসমস্ত এলাকা থেকে উপজাতিরা বেশীরভাগ দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে এবং একরকম ফকির হয়ে পড়েছে। তারা দলে দলে আসাম চলে গিয়েছে, পাকিস্তান গিয়েছে, পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে

বাঁচার জন্য। আমি আরও জানি যে কিছুদিন আগে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট থেকে একটা ইনষ্ট্রাকশন এসেছিল যে ট্রাইবেলদের পারসেনটেজ হিসাবে যে সমস্ত চাকরী দেওয়ার কথা সেই পারসেণ্টেজ যদি পুরণ না হয়ে থাকে তবে তা যেন পুরণ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কিছুদিন আগে পুলিশের সাব-ইনস্‌পেটরের পোস্টে লোক নিতে গিয়েও এস, পি, কে কন্‌সাল্‌ট করে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে লিখা হয়েছে যে এই পদে উপজাতির লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং নন্‌ট্রাইবেলকে নিযুক্ত করার জন্য পারমিশন দেওয়া হোক। এইভাবে তাদের ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে। উদয়পুরের মধ্যে চন্দ্রপুরের কাছাকাছি কোন এক জায়গায় জমি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে একটা খুন হয়ে যায় এবং একজন জমাতিয়ার ২০ বছর জেল হয়ে গেল। কিন্তু তার পরিবারের ভরণ-পোষণ এবং নিরাপত্তার জন্য আমরা দেখতে পাই যে সরকারের যেন কোন দায়িত্ব নেই। তার জেল হয়েছে, কিন্তু তার সম্পত্তি রক্ষার কোন চেষ্টা নাই। যাদের সঙ্গে তার গোলমাল ছিল তারা তার সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে। মাননীয় সদস্য নিশিবাবুও আমাকে বলেছেন যে কি করে যে তার সম্পত্তি রক্ষা করা যায় তিনি ভেবে পাচ্ছেন না। এই ব্যাপারে ডি, এম, এর কাছে এবং চীফ কমিশনারের কাছেও দরখাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সকলেই মনে করে যে তাদের এখান থেকে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

এরকম অবস্থাতে এই প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য এবং আমি নিশ্চয়ই সমর্থন করব। কিন্তু যে সরকারের ট্রাইবেল বিতাড়ণ করাই হচ্ছে নীতি তার কাছে কতটুকু আশা করা যায়। আজকে যদি টি, ডি, ব্লক করা হয় তাহলে অনেক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা। কিন্তু তারা তা, পাবেনা। আজকে যেখানে টি, ডি, ব্লক করা হবে সেখান থেকে ট্রাইবেলদের পাইকারী হারে তাড়ানো হবে। আমি অনেক ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভাবে চীফ কমিশনার এস. পি, মুখার্জির কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছি। এখন চলছে জোর যার মুল্লুক তার নীতি। কোন একজন ট্রাইবেলকে প্রটেকশন দেওয়ার জন্য আমি চীফ কমিশনার এস, পি, মুখার্জির কাছে রিপ্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম। চীফ কমিশনারের অর্ডারও ছিল প্রটেকশান দেওয়ার জন্য। কিন্তু প্রটেকশান দেওয়া তো দূরের কথা শেষ পর্য্যন্ত উচ্ছেদ তাকে হতেই হল। সরকার সবকিছু জানেন তবু কিছুই করবেন না। তাঁরা শুধু উত্তরে বলচেন যে ট্রাইবেলদের জন্য তাঁদের সমবেদনা আছে। কিন্তু যদি সমবেদনা থাকলেই ট্রাইবেলদের সমস্যার সমাধান হত তাহলে ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু সমবেদনাই দেখাতাম। কথা বলা এক জিনিষ, আর তাকে কার্যে রূপায়িত করা আর এক জিনিষ। স্বর্গত রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তব্য, স্বর্গত জওহরলাল নেহেরুর বক্তব্য এবং জয়রামদাস দৌলতরামের বক্তব্য এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীমনোমোহন দেববর্ম্মা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এইগুলি কি ইমপ্লিমেণ্ট করা হয়েছে? আজ সমগ্র

ভারতবর্ষের ট্রাইবেল এলাকাগুলোতে বিদ্রোহ দেখা দিচ্ছে ; বিহার, উড়িষ্যা, হিমাচল প্রদেশ আসাম প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় উপজাতি এলাকাগুলি একটার পর একটা আন্দোলনের মুখে পা বাড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর তাদের শুধু আশ্বাসবাণীই দেওয়া হয়েছে। লোক দেখানোর মত অনুন্নত, পশ্চাদপদ জাতিকে এগিয়ে নেওয়ার প্রগ্রাম থাকা সত্বেও সেগুলিকে কার্যে রূপায়িত করা হয় নাই। তাদের ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে। আমি প্রস্তাবটা যদিও সমর্থন করছি তথাপি এই কথা বলতে বাধ্য যে ত্রিপুরার আদিবাসী সমাজের যে কোন উন্নতি বা অগ্রগতি হবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে তা মনে করার কোন কারণ নাই। এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মনমোহন দেববর্ম্মা মহাশয় যে প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছেন তা আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এইজন্য যে আজকে এই যে পিছিয়ে পড়া উপজাতী, তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সরকার যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছেন, তার মধ্যে টি, ডি, ব্লক হচ্ছে একটি এবং এই টি, ডি, ব্লকের মাধ্যমে এই যে অনগ্রসর উপজাতী অধ্যুষিত পকেট রয়েছে, সেখানে একটি ট, ডি, ব্লক খোলা যায়, তাহলে ইকনমিক্যালি, সোশ্যালি ঐ এলাকাকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় অঘোরবাবু এই টি, ডি, ব্লকের প্রস্তাবকে সমর্থন করতে গিয়ে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তার উত্তরে আমি বলব, মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে রামের জন্ম হওয়ার পূর্বেই রামায়ণের জন্ম হয়েছিল, তেমনি ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্ব থেকেই উপজাতীয় কল্যাণ, সিডুল কাষ্ট এবং ব্যাকওয়ার্ড যে সমস্ত জাতি আছেন তাদের উন্নতির জন্য একটা সাব কমিটি গঠন করা হয়েছিল অল ইণ্ডিয়া বেসিসে এবং সাব কমিটির মারফত উপজাতী কল্যাণ, সিডুলকাষ্ট এবং অনগ্রসর ভারতবাসী যারা আছেন তাদের কল্যাণ কি করে করা যায়, তার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, যার ফলে আমরা আজকে দেখি যে আজকে যাদের সভ্যতার আলোর সংগে কোন সংস্পর্শ ছিলনা, যারা শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগের খবর রাখতনা, তাদের আজকে দিল্লীর দরবারে নেওয়া হয় এবং দিল্লীর লোকসভায় তাদের আসন দেওয়া হয়, তাদের যথোপযুক্ত মর্যাদার সংগে থাকবার, সম্মানের সংগে থাকবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যারা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া, অনুন্নত তাদের ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হচ্ছে বলে আমি মনে করি। এবং মাননীয় সদস্যও তা জানেন। তিনি বলেছেন যে কাঞ্চনপুর থেকে, ছামনু থেকে ব্যপকভাবে এই সমস্ত উপজাতী জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে এবং আসাম, মাইনি ফরেস্ট ইত্যাদি অঞ্চলে তারা চলে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা এই ট্রাইবেল ব্লক হওয়ার পূর্ব্বে আমরা দেখেছি যে আমাদের ট্রাইবেল ভাইদের অনেকে আসাম এবং মাইনি ফরেস্টে চলে গেছে কিন্তু পরে আবার কেউ কেউ ফিরে এসেছে ; আমাদের সরকার এমন সরকার নন যে জোর করে কাউকে কোন জিনিষ চাপিয়ে দেবেন। তারা স্বেচ্ছায় আসাম গিয়েছিলেন, আবার তারা স্বেচ্ছায় ফিরে

এসেছেন। এই টী, ভি ব্লক হওয়ার পর তাদের যেতে হয়েছে বা তাদের যেতে বাধ্য করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ছামনু সম্পর্কে আমি জানি যে সেখানে কাউকে জোর জবরদস্তি করে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে বা তাদের জমি বিক্রী করতে বাধ্য করা হয়েছে এমন কিছু করা হয় নাই। মনমোহনবাবু যে অঞ্চলের কথা তার প্রস্তাবে রেখেছেন, সেইসব অঞ্চল নিয়ে একটা টি, ডি. ব্লক হওয়া উচিত এবং সেখানের মধ্যে আমি একথাও বলব যে কমলপুরের দক্ষিণাঞ্চল যেটা ডুম্বুর-নগর ব্লক এবং ছামনু ব্লকের সংলগ্ন এলাকা, ছামনুর দক্ষিণাঞ্চল ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা, সেইসব অঞ্চলে শিক্ষা, যোগাযোগ'এর অভাব এবং চাষবাসের জমি সেখানে আছে, যাতে আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসনের কাজে সেগুলি লাগতে পারে, তারা ফসলের উন্নতি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। আরেকটি হচ্ছে স্বিকারবাড়ী কলোনি, চন্দ্রোইপাড়া কলোনি, হরিণাছড়া কলোনি, এই সমস্ত ট্রাইবেল কলোনিগুলি যেগুলি ঠিক ঠিক ভাবে ডেভেলাপ করেনি এবং যে এলাকার মধ্যে এখনও শিক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজন আছে, যে এলাকা ইকনমিক্যালি, সামাজিক দিক দিয়ে এবং শিক্ষার দিক দিয়ে এখনও পিছিয়ে আছে, সেখানে টি, ডি, ব্লক করার জন্য আবেদন করছি। যেখানে যেখানে ট্রাইবেল পকেট আছে, অনুন্নত অঞ্চল, টি, ডি ব্লক করার জন্য এই হাউসের মধ্যে আমি অনুরোধ রাখছি। এবং মাননীয় সদস্য মনমোহনবাবুর প্রস্তাবটা যাতে তাড়াতাড়ি গৃহীত হয় তার জন্য অনুরোধ রাখছি। সেই সংগে অন্যান্য জায়গায় যেখানে ট্রাইবেল মেজরিটি রয়েছে, যেগুলি টি, ডি, ব্লকের আওতায় পড়ে নাই সেইসব জায়গায় টি, ডি, ব্লক যদি করা হয়, তাহলে ত্রিপুরার উপজাতিদের এত উন্নত করবার জন্য টি, ডি, ব্লকের উদ্দেশ্য স্বার্থক হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবের বিষয়ে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মা বলেছেন যে এই সরকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজাতিদের উৎখাত করা, তার আমি তীব্র প্রতিবাদ করছি। আজকে যদি ত্রিপুরা সরকারের কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে সেখানে দেখা যায় পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার আদিবাসীদেরও উন্নতি হয়েছে ত্রিপুরার যারা জুমিয়া আদিবাসী আছেন তাদের মধ্যে ১৯,০০০ জুমিয়াকে ৫০০ টাকা ও জমি দিয়ে প্রতিটি পরিবারকে সাহায্য করে বসাবার চেষ্টা করা হয়েছে। হয়ত এর মধ্যে কোন কোন কেসে আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে কিন্তু পরিকল্পনা যেটা একটা বড় জিনিষ সেটা কংগ্রেস সরকার গ্রহণ করেছেন। আজকের পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেও অর্থের পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে বাড়ানো যায় কিনা তারও চেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই সমস্ত জিনিষটা বিচার করতে হলে দেখতে হবে যে স্বাধীনতার আগে কি ছিল এবং পরে কি হয়েছে। আগের চাইতে ট্রাইবেল অঞ্চল বেড়েছে কিনা তার ফিরিস্তি বিভিন্ন সময়ে এই হাউসের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। কাজেই শিক্ষার দিক দিয়ে যতটুকু

করা সম্ভব ততটুকু করা হয়েছে। যারা আদিবাসী ছাত্র তাদের পাশের হার আগের চেয়ে বেড়ে গেছে, বোর্ডিং এ আগের চাইতে বেশী পরিমাণ সিট দেওয়া হচ্ছে; আর চিকিৎসার কথা যদি বলা হয়, তবে আগে কতগুলি হাসপাতাল বা ডিসপেনসারী ছিল আর আজকে কতগুলি হয়েছে সেটা দেখতে হবে। পরিকল্পনাগুলি ধাপে ধাপে করতে হয় এবং তার জন্য এই পরিকল্পনাগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে। বছরের পর বছর পরিকল্পনাগুলি নিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। কাঞ্চনপুরের মত জায়গায় যেখানে কোনদিন হাইস্কুল ছিলনা সেখানেও হাই স্কুল হয়েছে এবং অন্যান্য জায়গায় করা যায় কিনা তার চেষ্টা হচ্ছে। ট্রাইবেলদের যাতে জমি থেকে উচ্ছেদ না করতে পারে সেইজন্য D. M. এর permission ছাড়া যাতে জমি বিক্রয় করতে না পারে তার ব্যবস্থা হয়েছে। যেমন D M. এর Permission ছাড়া জমি হস্তান্তর করতে পারবে না। এবং তার ভিত্তিতে গত Session-এ ও আমরা এই House এ এই ব্যাপারে প্রস্তাব করেছি যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার সেই Power টাকে আরো সংকুচিত করেন এবং সেটা যাতে tribal Advisory Board এর মারফতে করা হয়। কাজেই tirbal দের উন্নতির জন্য তাদের লেখাপড়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, সাধারণ বাজেট ছাড়াও বিশেষ বাজেটের মাধ্যমে সেই অর্থগুলো ব্যয় করা হচ্ছে। আশানুরূপ যে হচ্ছে না তার কারণও কিছু আছে। যদি সরল আদীবাসীদের সমাজ বিরোধী কাজের জন্য প্ররোচিত করা হয়, তাদের শিশুর মত সরল মনে, যদি একটা বিভ্রান্তি কর চিন্তা ধারা ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আগে ত্রিপুরায় জুমের যে সুযোগ সুবিধা ছিল, আজকে ত্রিপুরায় সেই পরিবেশ নাই। আজকে—জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, আগের মত প্রচুর জমি নাই। তাদের যদি লেখাপড়া শিখাতেহয়, তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হয় ত হলে তাদেরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে এবং সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। একটা উদাহরন দেওয়া হয়েছে যে কিছু লোক—ত্রিপুরা থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু আমি যতটুকু জানি যে যাদেরকে জমি দেওয়া হয়েছে এবং পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক রিয়াং ভাল জমির লোভে অন্যত্র চলে যায় এবং বৎসর দুয়েক থাকার পর আবার ফিরে আসে। তাদের মধ্যে একটা শিশু সুলভ মনোভাব রয়েগেছে। আজকে পরিবর্ত্তিত যুগে অল্প জমিতে বেশী ফসল ফলিয়ে বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের জীবন ধারাকে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার চেষ্টা করছে। সমাজ বিরোধীরা তাদের কে যে প্ররোচনা দিচ্ছে তার ফলে সরকারের এই প্রচেষ্টার সঙ্গে তাদের বিভ্রান্তিকর মনের একটা সংঘাত চলছে। এবং এই সংঘাতের জন্য কিছু কিছু আদীবাসী শত্রুতা করছে। তাদের মনকে সংহত করলে তারা ৫০০, টাকা করে যে সাহায্য পেয়েছে তা কাজে লাগাতে পারতেন। কিন্তু কোন দল বা গোষ্টি তাদের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়, সরকার প্রথমে ৩০০ টাকা দেয় জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য। কিন্তু কিছু সংখ্যক লোক তাদের

প্ররোচনা দিয়ে বলে তোমাদের জঙ্গল পরিষ্কার করতে হবে না। আমাদের সঙ্গে আস আমরা কার আরো ২০০ টাকা পাইয়ে দেব। পরিকল্পনার যে ধারা তাতে তারা জঙ্গল সাফ করে ফসল উৎপন্ন করতে পারত। কিছু কিছু লোক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের সেই মননশীলতাকে বিভ্রান্ত করেছে। তারজন্য পরিকল্পনানুযায়ী আমরা আশানুরূপ অগ্রসর হতে পারছিনা। আজকে ত্রিপুরার যে সমস্যা তাদের লেখাপড়া, পুনর্ব্বাসনের যে সমস্যা তাতে মানব দরদী মন নিয়ে যে অর্থ এবং জমি তারা পান তার প্রতি যদি তাদের একটা মমত্ববোধ জাগিয়ে দিতে পারতেন তাহলে সেই জমিতে বেশী ফসল উৎপাদন করে বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তাদের জীবন ধারাকে মিলিয়ে নিতে পারত। আজকে সরকারের প্রতিটি পরিকল্পনার পিছনে একদল লোক লেগে আছে। তার মধ্যে দোষ ত্রুটি খুঁজে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে জনমনকে বিষাক্ত করে তুলছে। এবং সেই কারণে অনেক জায়গায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও সেই কাজ সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। যেখানে পার্ব্বত্য অঞ্চলে রাস্তার ব্যবস্থা করছি, যেখানে মোটেই ডিসপেন্সারি ছিলনা সেখানে আজকে পাহাড়ের উপর ডিসপেন্সারি হচ্ছে। হয়ত ডাক্তারের অভাব থাকার জন্য সব জায়গায় ডাক্তার দিতে পারি নাই কম্পাউণ্ডার দিয়ে চালাতে হচ্ছে। আজকে যদি খুঁজে দেখেন দেখবেন পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে জনপদের প্রতি দেড় মাইলের মধ্যে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কাজেই এই কাজকে সফল করার জন্য সরকারের পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে সকলের গভীরভাবে সহযোগীতা করা দরকার এবং তাদের মনেও যদি সেই সহযোগীতার ভাব জাগানো যায় তাহলে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে সফলভাবে কাজে লাগবে। আজকে সরকার যা করছে তা একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই করছে কিন্তু এর বিরুদ্ধে যা করা হচ্ছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তা না করে এই আন্তরিকতাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহন করে আদিবাসীরা যাতে exploitation এর হাত থেকে বাঁচতে পারে তার জন্যে সচেষ্ট থাকা উচিৎ। তিনি উদয়পুরের একটি ঘটনার কথা বলেছেন। সে ঘটনাটির কথা ওনাকে নাকি নিশি বাবু বলেছেন। তিনি কংগ্রেস দলের একজন সদস্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে নিশি বাবু আদিবাসীদেরে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টা করছেন হয়ত আইনানুগ বা অন্য কোন অবস্থার জন্য আশানুরূপ হয়নি। ধৈর্য্য এবং মননশীলতা নিয়ে সরকারের পরিকল্পনাকে যদি সাহায্য করেন তবেই সরকার সেই কাজে সফলতা অর্জ্জন করতে পারবে। কিন্তু সেখানে যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কর হয় তবে কোন দিনই সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য মনমোহন দেববর্ম্মা যে প্রস্তাবটি এখানে রেখেছেন তা যুক্তিসঙ্গত এবং নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত। এই নীতির বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নাই। এবং এ বিষয়ে

চতুর্থ পরিকল্পনায় যাতে অন্যান্য অঞ্চলে আরও tribal block খোলা যায় তার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবং এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছেন যে যে সব জায়গায় শতকরা ৫০ ভাগ ট্রাইবেল আছে পূর্ব্ব আইন শিথিল করে সেই সব জায়গায়তেও যেন T. D ব্লক খোলার সুবিধা দেন। টাকারজলা এবং চড়িলামকে নিয়ে একটা T. D. block করার প্রস্তাব সরকারের আছে। তবে এখানে মনমোহন বাবু যে প্রস্তাব রেখেছেন তা তহশিল basis এ নয়, তিনি কিছুটা সদরের অংশ কিছুটা উদয়পুরের অংশ এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন। চতুর্থ পরিকল্পনার আর্থিক প্রস্তাব যদি সরকার মঞ্জুর করেন তা হলে মনোমোহন বাবুর প্রস্তাব এবং টাকারজলা এবং চড়িলাম নিয়ে সরকারের যে প্রস্তাব এই দুইটির মধ্যে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা হবে। উনার প্রস্তাবকে as it is গ্রহণ করতে পারছিনা, কারণ আমরা ভেবে দেখব সমপরিমান অঞ্চল নিয়ে আরো কিছু করা যায় কিনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি উনাকে অনুরোধ করব এই প্রস্তাব withdraw করে নিতে। আমি পুনরায় বলছি যে উনার প্রস্তাব প্রয়োজন এবং নীতির দিক থেকে সমর্থন করি, কিন্তু administrative দিক থেকে তা সুবিধাজনক নয় বলে তা withdraw করার অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker :— I call on Sri Monomohan Deb Barma.

Shri Monomohan Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টাকারজলা এবং চড়িলাম নিয়ে T, D ব্লক করার জন্য সরকারের যে পরিকল্পনা আছে তা আমি জানতাম না। অনুরূপ একটি প্রস্তাব যখন সরকারের আছে তখন আমি আমার প্রস্তাব withdrow করে নিচ্ছি।

Mr. Deputy Speaker :— The question before the House is withdrawal of the Resolution with the leave of the House.

The Resolution is withdrawn with the leave of the House.

Now I call on Hon'ble Minister Shri T. M. Das Gupta to make a statement regarding Calling Attention.

Shri T. M. Das Gupta (Minister) :— Mr. Dy. Speaker Sir, on 23/8/68 at 2030 hours one Sri Milap Chand informed P. S. over phone that some persons appeared to be students entered his shop "Elora" to realise subscription. But he declineds to give the subsoription. These persons became

agitated. As such he apprehended a breach of the peace there. S. I. of Kotwali P. S. with staff rushed to the place. By this time information was also received over phone from other source that a large number of people had assembled in front of Elora and tension was prevailing. Some police officers with some members of police force rushed to the spot for maintenance of law and order. They on arrival on the spot found a mob of about 300 to 400 (comprising members of the public and some young boys reported to be students) assembled on Sakuntala road in front of Elora. Some were trying to enter in the Elora. S. I. with his accompanying staff who reached there earlier prevented them from entering the said shop. Some members of the public and some young boys reported to be students were found inside Elora. The young boys were found agitated and were telling that owner of Elora brought false allegations against the young boys. On being asked, the proprietor of Elora declined to lodge any complaint against any body and further stated that he had no allegation against any one found present inside the shop. On enquiry it came to light that on that evening (i. e. 23/8/68) some young boys went to Elora and demanded Rs 50/- as subscription for publishing a paper. On being refused by the proprietor they handed over one receipt for Rs. 30/- to the owner and threatened the proprietor to pay the amount at 2100 hrs when they would come again. They again came to the shop and demanded the money but being refused they started altercation with proprietor and threatened with severe consequences. On seeing police party the young boys left the shop while 3 of them remained inside. The boys who left the shop within few minutes collected some more young boys and assembled in front of Elora. As the owner of Elora had no complaint against any body, all the persons inside Elora left the shop. By this time, assembly out side was of about 300 to 400 persons. When the young boys reported to be students went out of Elora some of them threw brick bats. Situation was brought under control with the help of some influential members of the public (professors) present there. In view of the situation police picket had been opened there and same is continuing. Proprietor Elora is unwilling to lodge any complaint with police as he is trying to settle up the matter amicably. Shop Elora is kept closed yet by its owner. (26.8.68),

Sri Aghore Deb Barma—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা জানেন যে ইলোরার

দোকান এখন যথাযথ খোলা আছে কিনা ?

Sri T. M. Das Gupta (MINISTER)—আমি এখানেই বলে দিয়েছি ২৬ তারিখ পর্য্যন্ত খোলা।

Sri Aghore Deb Barma— সরকারী পক্ষ থেকে খোলানোর কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা ?

Sri T. M. Das Gupta (MINISTER)—এটা মালিক বন্ধ করে রেখেছেন। কারোর দোকান সরকার জোর করে খোলার কোন প্রশ্ন উঠে না।

Sri Ershad Ali Choudhury—গোলমালটা Subscription নিয়ে, এটা কিসের Subscription ?

Sri T. M. Das Cupta (MINISTER)—হঁা Subscription নিয়ে। ওরা বলেছে একটা কাগজের জন্য।

Sri Aghore Deb Barma—ইলোরা দোকানের মালিক এখনও কেন দোকান খুলছেনা ?

Sri T. M. Das Gupta (MINISTER)—যা information আমার কাছে available আছে তা সবই আমি এখানে বলেছি।

Mr. Speaker—I have it in command from the Administrator that the Assembly do now stand prorogued.

Printed by the Superintentdent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala, Tripura.

TGPA—28-10-68—150.